ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

১০ ৬ মাসের পদক্ষেপের খতিয়ান দিল কমিশন

'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় রাহুলের গাড়ির ধাক্কায় আহত পুলিশ ১০



কলকাতা ২০ অগস্ট ২০২৫ ৩ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.08.2025, Vol.19, Issue No. 71, 12 Pages, Price 3.00


# রিভিউ আর্জি খারিজ সুপ্রিমে

## চাকরি বাতিলে ফের ধাক্কা রাজ্যের

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এরপর এই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। পাশাপাশি চাকরিহারা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরাও আবেদন জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। তবে মঙ্গলবার এই সব আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগে এর আগে গত ৩ এপ্রিল এসএসসির ২৫, ৭৩৫ জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেয় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, তথ্য সঠিক না থাকার কারণে যোগ্য এবং অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে পুরো প্যানেলটাই বাতিল করা হচ্ছে। শুধু প্যানেল বাতিল করা নয়, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এসএসসি-কে। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই সব চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতনের টাকাও ফেরত দেওয়ার।

৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি মামলার এই রায় ঘোষণার পর ৩ মে রাজ্য সরকার রিভিউ পিটিশন করতে চেয়ে আবেদন জানায়। তবে সেই সময়েই আইনজীবীদের অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম। ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, যে কারণে সর্বোচ্চ আদালত গোটা প্যানেল বাতিল করেছে, এরপর এই রায় পুনর্বিবেচনা হওয়ার আশা ক্ষীণ। কারণ, বেশিরভাগ মামলায় দেখা দিয়েছে, তথ্যগত কোনও বিভ্রান্তি বা ভুল থাকলে আদালত রায় পরিবর্তন করে। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। এদিনের সুপ্রিম কোর্টের এই রায় যেমন চাকরিহারাদের জন্য বড় ধাক্কা, তেমনই বড় ধাক্কা রাজ্য সরকারের জন্যও।

# আনন্দপুর খালে জোড়া দেহ উদ্ধারে রহস্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার সকালে আনন্দপুর খাল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। এর কয়েক ঘণ্টা পরই বিকেলে প্রায় ওই একই জায়গা থেকে উদ্ধার এক তরুণীর দেহও। আনন্দপুর খাল থেকে এই জোড়া দেহ উদ্ধারে তৈরি হয়েছে এক ধোঁয়াশা। মৃত যুবকের হাতে ছিল চাবি, আর খালের পাশে পড়েছিল স্কুটার। এমন এক ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। তদন্তকারীদের মনে উঁকি দিচ্ছে এটা আত্মহত্যা, খুন নাকি খুন করে আত্মহত্যা। এরপরই তদন্তে নামে আনন্দপুর থানার পুলিশ। আর তদন্তে নেমে জানতে পারে স্কুটি চালানো শিখতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন রণিতা বৈদ্য নামে ২৩ বছরের ওই তরুণী।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এখানেই 'বন্ধুকে' নিয়ে স্কুটি চালানো শিখতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। এই এলাকাতেই শেষবার দেখা গিয়েছিল ওই যুবক-যুবতীকে। সকালে ওই খাল থেকেই উদ্ধার হয় রোহিত আগরওয়াল বছর ঊনিশের এক যুবকের দেহ। তবে তখনও খোঁজ মেলেনি রণিতার। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুই ওই যুবক-যুবতীর মধ্যে কোনও সমস্যা হয়েছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে পুলিশের কোনও আঘাতের চিহ্ন নজরে আসেনি। তবে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, রণিতার গত বছর শেষ হয়েছিল পড়াশোনার পাঠ। তারপর থেকে বাড়িতে থাকতেন। অন্যদিকে রোহিত অনলাইন ডেলিভারির কাজ করতেন। দু'জনেই দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। এরপর গত ৬ মাস আগে একটি স্কুটি কেনেন রণিতা। খালপাড় সংলগ্ন এলাকা শুনশান থাকায় ওখানেই ওই যুবকের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই স্কুটি চালানো শিখতে যেতেন। তবে রণিতা এবং রোহিতের বন্ধুবান্ধব মহল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন থেকেই তাঁদের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল। ঝগড়াও হচ্ছিল। এখন সেই টানাপোড়েনের জেরে এই ঘটনা কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে স্থানীয়রাও জানিয়েছেন, আনন্দপুরের চিনা মন্দির খালপাড় এলাকায় শেষবার দেখা গিয়েছিল ওই যুবক-যুবতীকে। এরপরই তাদের মধ্যে বেশ বচসাও হয়। সঙ্গে চিৎকারও শুনতে পান এলাকাবাসীরা। কিছুক্ষণ পরে কি একটা যেন জলে ফেলে দেওয়ার শব্দও তাঁদের কানে আসে। স্থানীয়দের এও দাবি, বচসার মধ্যেই আচমকা খালে পড়ে যান রনিতা। তাঁকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেন রোহিতও। এরপর তাঁদের দেখা যায়নি। মনে করা হয়েছিল, খালের জলে পড়ে স্রোতে ভেসে যান। তবে সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে খালে পড়ে গিয়ে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তা মানতে পারছে দু'জনেরই পরিবার।

# দুর্যোগের মহারাষ্ট্রে বলি ১২

**মুম্বই, ১৯ অগস্ট:** ভারী বৃষ্টিতে নাজেহাল দেশের বাণিজ্যনগরী। জলের তলায় চলে গিয়েছে শহরের বহু রাস্তা। বন্ধ স্কুল-কলেজ। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শহরবাসীকে বাড়ির বাইরে পা না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রসৈকতগুলিও। তবে বৃহস্পতিবারের আগে মহারাষ্ট্রে বৃষ্টি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি, জোয়ারেরও সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। এখনও পর্যন্ত দুর্যোগজনিত নানা দুর্ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রে। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মুম্বইয়ের বেশ কিছু এলাকায় ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইয়ের পূর্বের শহরতলি ভিক্রোলীতে।

গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ রাজ্যের নদীগুলি টইটুম্বুর। একাধিক নদীর জল বিপদসীমার কাছাকাছি বইছে। জুহু, ভারসোভা, আকসা এবং গোরাই সমুদ্রসৈকতে সাধারণ মানুষের গতিবিধি নিষিদ্ধ হয়েছে। বৃষ্টির জেরে লোকাল ট্রেন পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে খারাপ আবহাওয়ার জেরে অন্তত ১৪টি বিমান মুম্বই বিমানবন্দরে নামতে পারেনি। সব মিলিয়ে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মুম্বই-সহ গোটা মহারাষ্ট্রে।

আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় মুম্বইয়ের বেশ কিছু এলাকায় ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই অবস্থায় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া শহরবাসীকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যজুড়েই ভারী বৃষ্টিপাত চলছে গত দু'দিন ধরে। মঙ্গলবারও মুম্বই, থানে এবং রায়গড়ের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। বহু জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়। দুর্যোগের কারণে মঙ্গলবার মুম্বই, থানে, পালঘর, রায়গড়, রত্নগিরি এবং সিন্ধুদুর্গের সমস্ত স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং কলেজে ছুটি ঘোষণা করে মহারাষ্ট্র সরকার।

এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস বলেছেন, 'গত ২ দিনে মহারাষ্ট্রে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। বেশ কয়েকটি জেলায় লাল এবং কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। ২১ অগস্ট পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের অর্ধেক জেলায় হয় লাল বা কমলা সতর্কতা থাকছে। এর ফলে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা আমরা আলোচনা করেছি।'

# আইনের জটিলতা? ভর্তি বন্ধ বিডিএস-এমডিএসে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অনিশ্চয়তার মুখে নিট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ। এমডিএস এবং বিডিএসে ভর্তি প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মর্মে একটি নোটিসও জারি করে স্বাস্থ্য ভবন। সূত্রে খবর, আইনি জটিলতার কারণে এই ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশিকাই বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এই নোটিস প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র সংগঠনের রাজ্য মেডিক্যাল ইউনিট। সংগঠনের আহ্বায়ক সামস মুসাফির একটি বিবৃতিতে জানান, আইনি জটিলতার অজুহাত দেখিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ডাক্তারি বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সময় কমিয়ে দেওয়া। এর প্রভাব কেবল ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উপরই শুধু নয়, সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপরেও পড়বে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার মানেরও ক্ষতি হবে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে পারে চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও, এমনই আশঙ্কা করছে রাজ্য মেডিক্যাল ইউনিট। সামস মুসাফিরের আরও দাবি, আইনি জটিলতা কাটিয়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে। চালু করতে হবে ক্লাসও। এর অন্যথা হলে ভবিষ্যতে রাজ্য জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামা হবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের নিট-ইউজি-র পরীক্ষায় বসেছিলেন ২২ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া। দেশের ৫০০টি শহরের ৫ হাজার ৪৫৩টি কেন্দ্রে নিট ইউজি-র পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বিদেশে ১৩টি শহরে নিট পরীক্ষাও নেওয়া হয়।

# মোদীর আবেদন উড়িয়ে প্রার্থী ঘোষণা খাড়গেদের

## উপরাষ্ট্রপতি পদে 'ইন্ডিয়া'র বাজি প্রাক্তন বিচারপতি

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** বিরোধীদের এনডিএ-র উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণনকে সমর্থন করার আর্জি জানিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দিল্লিতে আসন্ন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ পদপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করার পর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে রাধাকৃষ্ণনের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে সমর্থন করার আবেদনও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রাজনাথ সিং এ বিষয়ে সব দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করছেন, যাতে সাধারণ কমিটির মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পথ সহজ হয়। মোদী বলেন, 'রাজনাথ সিং সকলের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছেন। এনডিএ-র প্রার্থীকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করুন।'

সোমবার দিল্লিতে রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করেন মোদী। এর পর প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'থিরু সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা হল। এনডিএ-র উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানালাম। তাঁর জনসেবা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের জাতিকে ব্যাপক ভাবে সমৃদ্ধ করবে। যে নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জাতির সেবা করে চলেছেন, তিনি যেন সর্বদা সেই একই নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা নিয়ে তা করে যান।' মোদীর মতে, রাধাকৃষ্ণন উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য অত্যন্ত যোগ্য। তাঁর বিতর্কমুক্ত জীবনযাপন এবং বিনয়েরও প্রশংসা শোনা গিয়েছে মোদীর মুখে।

এরইমধ্যে জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি হিসাবে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করে ফেলল 'ইন্ডিয়া'ও। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম মনোনয়ন করল ইন্ডিয়া জোট। মঙ্গলবার দুপুরে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন বিচারপতির নাম ঘোষণা করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

সোমবার সন্ধ্যায় খাড়গের বাসভবনে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিরোধী শিবিরের বৈঠক বসে। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ফের কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে সংসদের সব বিরোধী দলের নেতাকে নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। জল্পনা ছিল, ওই বৈঠকের পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হতে পারে। সেই মতো মঙ্গলবার দুপুরে প্রাক্তন বিচারপতি রেড্ডির নাম ঘোষণা করেন খাড়গে। খাড়গে বলেন, 'প্রাক্তন বিচারপতি রেড্ডি ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট এবং প্রগতিশীল আইনবিদ। দীর্ঘ এবং সম্মাননীয় আইনি কর্মজীবনে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে, গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের একনিষ্ঠ এবং সাহসী সমর্থক। তাঁর অনেক রায় পড়লে জানা যাবে যে, তিনি কী ভাবে দরিদ্র মানুষের পক্ষ নিয়েছেন এবং সংবিধান ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করেছেন।'

# ৩ মামলায় বেকসুর সুদীপ্ত-দেবযানী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারিতে মঙ্গলবার তিনটি মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে খবর, এই দু'জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে চিটফান্ড মামলায় গ্রেপ্তার হন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ২০২৫-এ সেই সারদা সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার প্রথম রায়দান হয়। আর তাতেই তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস হলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী। আদালত সূত্রে খবর, বিচারক নিধি শ্রী জানিয়েছেন, এই মামলায় কলকাতা পুলিশ প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। সরকার পক্ষের দিকে ৫০ জন সাক্ষী ছিলেন। তবে এর মধ্যে থেকে মাত্র ১৫ জনকে পাওয়া যায়। তাদের সাক্ষ্যে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। সেই কারণেই বেকসুর খালাস করা হয় সুদীপ্ত-দেবযানীকে। এদিন রায় ঘোষণার পর সুদীপ্ত ও দেবযানী হাতজোড় করে বিচারকের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানান। তবে সারদা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি মামলা কলকাতা পুলিশের হাতে আছে বলে খবর। ফলে এদিন তিনটি মামলা থেকে মুক্তি পেলেও আপাতত জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তাঁরা।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে হেয়ার স্ট্রিট থানায় তিনটি এফআইআর রুজু হয়েছিল সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের নামে। তিনটি মামলা মিলিয়ে প্রায় ১০-১৫ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানীর বিরুদ্ধে। পরে রাজ্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মঙ্গলবার ওই তিন মামলায় সুদীপ্ত এবং দেবযানীকে বেকসুর খালাস করে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট।

# শান্তিবৈঠক হবে পুতিন-জেলেনস্কির, রেফারি ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১৯ অগস্ট:** দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময়ের পর বৈঠকে বসছেন ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভলোদিমির জেলেনস্কি! এবং সেই বৈঠকের আয়োজন করতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ইতিমধ্যেই তিনি পুতিনকে ফোন করেছেন। কোথায় শান্তি বৈঠক হতে পারে সেই নিয়ে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। ট্রাম্প জানান, পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকে হাজির থাকবেন তিনি নিজেও।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে সোমবার হোয়াইট হাউসে যান জেলেনস্কি। সঙ্গে একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রপ্রধান। ওয়াশিংটনে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১০টার পর ওই বৈঠক শুরু হয় বলে খবর। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, প্রয়োজনে ইউরোপীয় দেশগুলির নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনও সামরিক পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিতে আমেরিকা তৈরি। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এদিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কাঁধে হাত রাখতেও দেখা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

বৈঠক শেষে ট্রুথ সোশ্যালে দীর্ঘ পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লেখেন, 'ওভাল অফিসের বৈঠক অত্যন্ত সফল হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইউক্রেনের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। মার্কিন সহযোগিতায় ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ইউরোপীয় দেশগুলি।'

প্রয়োজনে ইউরোপীয় দেশগুলির নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনও সামরিক পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিতে আমেরিকা তৈরি। হোয়াইট হাউসের বৈঠকে সেই বার্তাই দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পরই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

## রাজ্যপালের চিঠি

■ **রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, গ্রামীণ বাংলায় কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে এখানকার শ্রমিকরা দেশের অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন মূলত বেশি মজুরির আশায়। রাজ্যের প্রায় ২১ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিক বাইরে কাজ করেন।**

## ডোভাল-ওয়াং বৈঠক

■ **ভারত-চিন সীমান্তে এখন 'শান্তি' রয়েছে। দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেরও উন্নতি হচ্ছে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির বৈঠকে এ কথা মেনে নিয়েছেন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। ডোভাল বৈঠকে ওয়াংকে জানিয়েছেন, সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বৈঠকে যোগ দিতে চিনে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিয়ানজিনে রয়েছে সেই বৈঠক।**

## কমিশনের পদক্ষেপ

■ **বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনীর বিতর্কে মধ্যেই নিজেদের কাজের খতিয়ান দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরির' অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অনেক নেতানেত্রী। সেই আবহে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়ার কথা বলল কমিশন।**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Kharwar S/o. Shiv Kumar Kharwar ও Dilip Kharwar S/o. S. K. Kharwar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shahnaj Parween, Shahnaz Parween & Shanaj Parween W/o. Taslim Shah ও আমার স্বামী Taslim Shah & Md. Taslim Shah W/o. Jamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৯/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৬৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Mosammat Najma Begam Sarkar W/o. Sabik Mahammad Sarkar R/o. Muslimpara Dhamasin, Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Tanveer Sarkar) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Mosammat Najma Begam Sarkar -এর পরিবর্তে Najma Begum Sarkar লিপিবদ্ধ আছে। Mosammat Najma Begam Sarkar & Najma Begum Sarkar W/o. Sabik Mahammad Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৯৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Tuhin Pal S/o. Tapas Pal ও Tuhin Kr. Pal S/o. T. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৯/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৬৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Mosammat Najma Begam Sarkar W/o. Sabik Mahammad Sarkar R/o. Muslimpara Dhamasin, Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Najnin Sarkar) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Mosammat Najma Begam Sarkar -এর পরিবর্তে Najma Begam Sarkar লিপিবদ্ধ আছে। Mosammat Najma Begam Sarkar & Najma Begam Sarkar W/o. Sabik Mahammad Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

আমি Sk Arman পিতা- Sekh Shukur Mahammad, গ্রাম- আগোড়তোড়, পোস্ট-নানুর, থানা- নানুর, জেলা -বীরভূম। ভুলবশত আমার জন্ম প্রমাণপত্রে আমার বাবার নাম Abdul Sukur হওয়ায়, গত-১৯-০৮-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Sekh Shukur Mahammad ও Abdul Sukur এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো।

I, Tinku Sk., S/O. Abdus Samad, R/O. Vill.- Kutubpur, P.O.- Panchgram, P.S.-Nabagram, Dist.- Murshidabad, Pin- 742184, W.B. hereby declare that in my educational documents my date of birth recorded as **03.01.1995** in place of my actual date of birth **03.01.1994.** My actual date of birth is **03.01.1994** proved by an affidavit sworn before the Executive Magistrate at Berhampore, Murshidabad on **13.08.2025 vide Sl. No. 1732.**

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **স্বপন কুমার ঘোষ**, পিতা - ৺নিশীথ চন্দ্র ঘোষ, সাং (হাল) আখনবাজার, পো: ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১ মহাশয় গত ইংরাজী ২৯/১০/২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সদর, হুগলী অফিসে রেজি:কৃত ১২৪০৪ নং আমমোক্তারনামা বলে তাহার সহোদর ভ্রাতা **শ্রী তপন কুমার ঘোষ**, পিতা - ৺নিশীথ চন্দ্র ঘোষ, সাং বীরহাটা, কালীতলা রোড, বর্দ্ধমান, ৭১৩১০১ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গত ইং ০১.০৮.২৫ তারিখে ঐ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭২ নং রদ ও রহিত করন পত্র বলে উক্ত নং আমমোক্তারনামা পত্র খানি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ১২৪০৪ নং আমমোক্তারনামা বলে **তপন কুমার ঘোষ** আর কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা সর্ব স্থলে ও সর্ব আদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে।

ভবদীয় -
**আকাশ কুসুম চট্টোপাধ্যায় (উকিলবাবু)**
চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**জেলা - হুগলী, সদর -চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত**

**এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৭৮/২০২৩**

**আবুল হোসেন মল্লিক**, পিতা - মরহুম আব্দুল রসিদ মল্লিক, সাং - ১১, সানেট সেন স্ট্রীট, পোদ্দার কোর্টের নিকট, বউবাজার, কোলকাতা-৭০০০১২। **....দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অধুনামৃত **আব্দুল রসিদ মল্লিক**, পিতা- মরহুম ওয়াহিদ বক্স মল্লিক, সাং - নলথোবা, পোঃ – চেঁচুয়া, থানা - ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০২, দ্বারা ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২০ সালের ০৬০২০০০১৩ নং উইল বা চরম ইচ্ছা পত্রটির প্রবেট প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে।

যদি উক্ত আব্দুল রসিদ মল্লিক মহাশয়ের কেহ উত্তরাধিকারী বা তাহার উক্ত উইলটির বা উক্ত উইলের লিখিত সম্পত্তির প্রতি অধিকারী থাকে বা কেহ আপত্তি দাখিল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্ত্তী শুননী ও আদেশ হইবে।

**তপশীল সম্পত্তি**

জেলা ও ডি.এস.আর- হুগলী, এ.ডি.এস.আর ও থানা - ধনিয়াখালী, জে.এল নং-২৮, মৌজা- গঙ্গেশনগর, খতিয়ান নং- ৫৫২,

| দাগ নং | শ্রেনী | পরিমান (শতক) |
|---|---|---|
| ২৫৪২ | শালি | ১৪ |
| ২৬৩৩ | শালি | ১৫ |
| ২৬৩৫ | শালি | ১৬ |
| ২৬৮০ | শালি | ২০ |
| ২৬৮৩ | শালি | ১৬ |
| ২৭০১ | শালি | ১৯ |
| ২৭২৩ | শালি | ২৫ |
| ২৭৬৫ | শালি | ১৯ |
| ২৮১৬ | শালি | ১৯ |
| ২৮১৭ | শালি | ১২ |
| ২৮২৮ | শালি | ১৪ |
| ২৮৫৯ | শুনা | ০৬ |
| ২৮৬০ | শুনা | ০২ |
| ২৮৬১ | শুনা | ০১ |
| ২৮৬২ | শুনা | ০৩ |
| ৩২৬০ | শুনা | ১০ |
| ৩২৬২ | শুনা | ০৩ |
| ৩৩৩০ | শালি | ০৪ |
| ৩৩৪৪ | শুনা | ১৪ |

এবং

জেলা ও ডি.এস.আর- হুগলী, এ.ডি.এস.আর ও থানা - ধনিয়াখালী, জে.এল নং- ৪২, মৌজা- রাধানগর, খতিয়ান নং- ৪৯৭,

| দাগ নং | শ্রেনী | পরিমান (শতক) |
|---|---|---|
| ৩৫৭ | কারখানা | ০৬ |
| ৩৫৯ | কারখানা | ১৪ |
| ৩৬০ | কারখানা | ১০ |
| ৩৮৫/৮৫৬ | শালি | ০৫ |
| ৩১৪/৯৫৯ | কারখানা | ১৬ |

এবং

জেলা ও ডি.এস.আর- হুগলী, এ.ডি.এস.আর ও থানা- ধনিয়াখালী, জে.এল নং-৫৯, মৌজা- নলথোবা, খতিয়ান নং- ২১৭,

| দাগ নং | শ্রেনী | পরিমান (শতক) |
|---|---|---|
| ১০২ | শুনা | ০৪ |
| ১০৬ | বাস্তু | ০৭ |
| ১০৯ | বাগান | ০৯ |
| ১১২ | শুনা | ০৫ |
| ১৩৭ | শালি | ১২ |
| ২৫৩ | শালি | ২৩ |
| ২৬০ | শালি | ১০ |
| ২৬৬ | শালি | ১৩ |
| ২৭৬ | শালি | ১৯ |
| ৩৩৭ | শালি | ২১ |
| ৩৬৪ | শালি | ১২ |
| ৬২ | জলা | ৩৭ |

এবং

একটি ২৫০ বর্গফুট মাপ বিশিষ্ট ইলেকট্রিক ও অপটিকাল সামগ্রীর দোকান যাহার নাম মেসার্স টি মল্লিক এ্যান্ড ব্রাদার্স এবং যাহা ২২ বি, রবীন্দ্র সরনী-৭০০০৭৩, কোলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত। ইতি-

দরখাস্তকারীর পক্ষে
**শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)**

আদালতের অনুমত্যানুসারে
**পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)**
জেলা - হুগলী, সদর -চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল, **শ্রীমতী পাপড়ি চণ্ডা**, শ্রী ধীমন চণ্ডার কন্যা, ৩১, পূর্বাচল মেইন রোড, হালতু, ডাকঘর–হালতু, থানাঃ গড়ফা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৪৮ এ বসবাস করেন।

যে, আমার মক্কেল ১১/০৮/২০২৫ তারিখে তার উক্ত বাসভবন (ঠিকানাঃ ৩১, পূর্বাচল মেইন রোড, হালতু, ডাকঘর–হালতু, থানাঃ গড়ফা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৪৮) থেকে একটি উপহার দলিল (Deed of Gift) হারিয়ে ফেলেছেন। **দলিল নং ০৬০২৪/২০১০**, যা ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নথিভুক্ত হয়েছিল।

যে, এই মর্মে গড়ফা থানায় একটি জিডি (নম্বর–৭৯৫/২৫, তারিখ–১১/০৮/২০২৫) দাখিল করা হয়েছে।

যদি কোন সদয় ব্যক্তি উক্ত নথিটি পেয়ে থাকেন, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বা/- **কৌস্তভ বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)**
কলকাতা হাইকোর্ট,
বারাসত কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা।
Enrolment No. F/855 of 2019.
ফোন নংঃ 8013374112.

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মৃণাল কুমার ঘোষ পিতা-নন্দলাল ঘোষ, সাং ও পোঃ- ভান্ডারখোলা, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, একটি সম্পত্তি যার খতিয়ান নং R.S. 825 L.R. 3024, দাগ নং (R.S. ও L.R.) 4198, মৌজা ৯৯নং নলদহ, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ১৬/৩/২০২০ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে IV-90 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে (১) আশীষ বিশ্বাস পিতা কালীপদ বিশ্বাস, সাং সন্ধ্যাপাড়া রামনগর কলোনী, ঘূর্ণী, কোতয়ালী, নদীয়া, এবং (২) মিঠুন পাল পিতা- চিত্ত পাল, সাং সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া লেন, ঘূর্ণী, কোতয়ালী, নদীয়া, ব্যক্তিগণকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এখন উক্ত আমমোক্তারকারীগণ উক্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করবেন বলে স্থির করেছেন। এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

**Swarnava Banerjee**
**Advocate**
**Enrollment No.-F/660/2016**
**Krishnagar, Nadia.**
**20/08/25**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন**, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি**, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত**, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল**, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২০শে আগস্ট। বুধ বার। ৩রা ভাদ্র। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

**বৃশ্চিক রাশি :** দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

**ধনু রাশি :** আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মকর রাশি :** যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

**কুম্ভ রাশি :** আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মীন রাশি :** সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**( জাতীয় সম্ভাবনা দিবস। জৈন পর্যুসন পর্বারম্ভ।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## আদালতের নির্দেশে দখল জমি মুক্তে পুলিশকে বাধা

# তৃণমূল আদালতের আদেশকেও মান্যতা দিতে চায় না: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার অধীনস্থ ঘোষপাড়া রোডের ওপর অবস্থিত অতি প্রাচীন গৌরীশঙ্কর জুটমিল। জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২২ ওয়ার্ডের শ্যামনগর নিমতলা ঘাট রোডে গঙ্গার তীরে রয়েছে গৌরী শঙ্কর মিলের জমি।

জানা গিয়েছে, ১৯৮৮ সালে গৌরীশঙ্কর জুটমিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গঙ্গার তীরবর্তী সেই জমি লিজ নিয়ে কটন মিল তৈরি করেন স্বপন অধিকারী নামে জনৈক এক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সেই জমি তিনি অন্য আরেকজনের কাছে ভাড়া দেন। বিষয়টি জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসে গৌরীশঙ্কর জুটমিল কর্তৃপক্ষ। জমি দখল মুক্ত করার জন্য জুটমিল কর্তৃপক্ষ ২০০৫ সালে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে মামলা করে। ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের সিভিল কোর্টে মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পর অবশেষে জয়লাভ করে গৌরীশঙ্কর জুটমিল কর্তৃপক্ষ।

আদালতের নির্দেশে সোমবার দুপুরের দিকে দখল হওয়া জমি মুক্ত করতে এসে জগদ্দল থানার পুলিশকে বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। গৌরীশঙ্কর জুটমিলের জমিতে গড়ে ওঠা কটন মিলের শ্রমিকরা দখলের প্রতিবাদ করেন। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরাও। যদিও দখল মুক্ত করতে এসে পুলিশকে অবশেষে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের স্বামী তৃণমূল নেতা সমীর আচার্য বলেন, জোর করে উচ্ছেদ করা যাবে না। কটন মিলে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কী অবস্থা হবে। এখানকার শ্রমিকরা তো বিপন্ন হয়ে পড়বেন। তাছাড়া কটন মিলের মালিকও তো উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

কটন মিল দেখভালের দায়িত্বে থাকা জয়দেব দাস বলেন, 'এখানে মূলত কাপড় তৈরি হয়। এই মিলে ৩০-৪০ জন শ্রমিক কাজ করেন। শুনেছি গৌরীশঙ্কর জুটমিল কর্তৃপক্ষ নাকি মামলায় জিতে গিয়েছে। তাই জুটমিল কর্তৃপক্ষ জমি দখল মুক্ত করতে এসেছেন।' জয়দেববাবুর কথায়, জুটমিল কর্তৃপক্ষ জমির দখল নিলে তাঁরা কাজ হারাবেন। এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিমবাংলায় সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাই কোর্টের কোনও গুরুত্ব নেই। সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরও মমতা ব্যানার্জি ডিএ দেয়নি। তাঁর অভিযোগ, জগদ্দলের বিধায়ক ওই জমিটা দখল করে রেখেছে। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে জমিটা কব্জায় রাখতে চায়। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সবাই এখন লুটেরা। পুলিশের সাহায্যে ওরা লুটপাট চালাচ্ছে। ওরা আদালতের নির্দেশকেও মান্যতা দেয় না। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুর আদালতের 'প্রসেস সার্ভার' প্রণব কুমার সাহা বলেন, আদালতের নির্দেশে দখলে থাকা জমি মুক্ত করতে এসে তাদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। জমির দখলদারেরা নাকি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও হাইকোর্ট থেকে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও 'স্থগিতাদেশ'দেওয়া হয়নি।

## পাড়ার সমাধানে নজর পুরমাতা সুস্মিতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত দুয়ারে সরকার প্রকল্পে উপকৃত বহু মানুষ। তিনি চান তাঁর দেওয়া পরিষেবা থেকে বঞ্চিত যেন কেউ না-হন। তাঁর এই প্রকল্প রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারে গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে। সম্প্রতি তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে আরও একটি নতুন কর্মসূচির উদ্যোগ নেন। তিনি চান প্রত্যেক পাড়ায় সমাধান। এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বুথে শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি মঙ্গলবার ৬৩ নং ওয়ার্ডের পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকেই অতন্দ্র প্রহরীর মত তিনি এই পরিষেবায় ব্রতী ছিলেন। কেউ এলেন জলের কিছু সমস্যা নিয়ে, কেউ এলেন অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে। তবে আগত সকলেই জানান তাদের পুরমাতা সুস্মিতা সর্বদা তৎপর এলাকার মানুষের সহযোগিতায়। এদিন সুস্মিতা জানান মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পের বহু মানুষ উপকৃত। এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন দিদির এই প্রকল্প অন্য রাজ্যের মডেল হয়ে থাকবে।

## স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা স্বচ্ছ-ত্রুটিহীনে এবার বিশেষ তৎপর রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** স্কুল সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষা স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন করতে রাজ্য সরকার এবার বিশেষ ভাবে তৎপর হচ্ছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে, শুক্রবার সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে এসএসসি চেয়ারম্যান এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। আগামী ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেবে এসএসসি। দু'টি পরীক্ষায় মিলিয়ে বসতে চলেছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের হাতে পৌঁছে গিয়েছে নবান্নের প্রাথমিক নির্দেশিকা। সেই অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই হবে লিখিত পরীক্ষা। প্রতিটি কেন্দ্রে বাধ্যতামূলক ভাবে বসানো হবে সিসিটিভি। ফ্রিসকিংয়ের সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ প্রশাসন। পরীক্ষা চলাকালীন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাঙ্কের আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই দু'দিন প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে। শুক্রবারের বৈঠকে আরও কিছু বাড়তি নির্দেশ ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত হতে পারে।

### বেপরোয়া গতি, পথদুর্ঘটনা বেহালায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবারও শহরে বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা। বেহালার জেমস লং সরণিতে মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেহালার থেকে ঠাকুরপুকুর যাওয়ার পথে মাত্রাতিরিক্ত গতিতে চলছিল একটি লাল রঙের চারচাকা গাড়ি। এরপর জেমস লং সরণিতে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তার মাঝের ডিভাইডারে এবং মুহূর্তের মধ্যে উল্টে যায়। ধাক্কার জেরে চালক গাড়ির ভেতরেই আটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়ির ভেতর থেকে চালককে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তিনি দুর্ঘটনার সময় মদ্যপ ছিলেন কিনা, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। শহরে ধারাবাহিক ভাবে বাড়তে থাকা বেপরোয়া গতি ও তার ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে। মাত্র কদিন আগেই সল্টলেকে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় রেলিংয়ে বিঁধে ঝলসে মৃত্যু হয়েছিল এক ডেলিভারি বয়ের। সেই ঘটনায় উত্তাল হয় শহর। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে আমজনতার।

### মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃত ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতায় মাদক পাচারের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার দুই। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর আসে কলকাতা পুলিশের কাছে। এই খবর পেতেই সোমবার রাতে হেস্টিংস থনা এলাকায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের নারকোটিক সেল। এরপরই এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে দুই যুবককে। গ্রেপ্তার হওয়া যুবকদের নাম শুভঙ্কর পাঁজা (৩৫) ও সৌরভ প্রধান ওরফে 'কসাই' (২০)। দু'জনেরই বাড়ি কলকাতার পর্ণশ্রী এলাকায়।ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৭৬০ গ্রাম হেরোইন। বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি বুলেট বাইক, তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকাও। পুলিশ সূত্রে খবর, নদিয়ার পলাশি থেকে বাইকে করে কলকাতায় হেরোইন আনার আনছিল পাচারকারীরা। এদিকে সূত্রে খবর পেয়ে এজিসি বসু রোডের এসএসকেএম হাসপাতালের পোস্ট অফিস গেটের সামনে অপেক্ষায় ছিল নারকোটিক সেলের আধিকারিকেরা। সেখানেই ধরা পড়ে বুলেট বাইকসহ দুই যুবক। আইন অনুযায়ী ভিডিয়োগ্রাফির মাধ্যমে তল্লাশি চালিয়ে তাদের দুজনের থেকে উদ্ধার হয় হেরোইন। ইতিমধ্যে দু'জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে হেস্টিংস থানার পুলিশ।

# ভাটপাড়ায় ভুয়ো ভোটার খুঁজতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বিজেপির কার্যকর্তারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** কয়েকমাস বাদেই ২০২৬ সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং গেরুয়া শিবির উভয় পক্ষই এখন থেকেই ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ভাটপাড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত মিশ্র ভাষাভাষীর ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র। বর্তমানে এই বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে। যদিও এবারে ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। ভাটপাড়ায় ভুয়ো ভোটার খুঁজতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বিজেপির কার্যকর্তারা। ভোটার তালিকা থেকে মৃতদের নাম বাদ দিতে নথি জমা করার পরামর্শ তাঁরা দিচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের। আবার কেউ কেউ দলীয় কার্যালয়ে বসেই ভুয়ো ভোটার খুঁজছেন।

ভুয়ো ভোটার নিয়ে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির আহ্বায়ক প্রদ্যুৎ ঘোষ জানান, প্রতি বছর বিএলওর কাছে মৃতদের নথি জমা দেওয়া হয় নাম বাদ দেওয়ার জন্য, তবুও মৃতদের নাম ভোটার তালিকায় থেকে যায়। তাঁর দাবি, ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬৩ টি পার্ট আছে। মৃতদেহ নাম ছাড়াও যারা অন্যত্র থাকেন কিংবা একাধিক জায়গায় যাদের নাম আছে, এমন ভুয়ো ভোটার প্রতি পার্ট পিছু কমপক্ষে ২০ জনের বেশি তো হবেই। প্রদ্যুৎবাবুর আরও দাবি, বিহারের মতো বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া হলে, ভাটপাড়ায় ভোটার তালিকা থেকে ২৫ হাজারের বেশি ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ যাবে। বিজেপির ভাটপাড়া-২ মন্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং বলেন, তাঁর মন্ডলের অন্তর্গত সাতটি ওয়ার্ড। প্রতি বুথ পিছু কমপক্ষে ৫০ জন করে মৃত ভোটারের নাম এখনও তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া যারা অন্যত্র থাকেন অথবা যাদের নাম ভোটার তালিকায় একাধিক জায়গায় আছে। এমন ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা পাঁচ হাজার।

তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া হলে ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। যদিও ভুয়ো ভোটার নিয়ে নির্বাচন কমিশনকেই দায়ী করেছেন ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ। তিনি বলেন, এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা। তাঁরাও চান মৃতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ঠিকমতো করে না। যার ফলে তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম থেকেই যাচ্ছে। তাঁর আরও অভিযোগ, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে নির্বাচনের আগে রাতারাতি ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে হাজার হাজার নাম তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

# টেট উত্তীর্ণদের জমায়েত ঘিরে উত্তেজনা করুণাময়ীতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণদের জমায়েত ঘিরে উত্তেজনা করুণাময়ী চত্বরে। দ্রুত নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার রাজপথে নামেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণরা। এদিন হাজার হাজার টেট উত্তীর্ণ প্রার্থী চাকরির দাবিতে জড়ো হন। পুলিশ তাদের সরাতে যায়। তখনই শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলার ঘটনাও নজরে আসে। তবে এই ঘটনায় বাস্তবিকই এদিনের বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি হয়।

সূত্রে খবর, এদিনের এই অভিযান ঘিরে করুণাময়ীতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এরপর অভিযান শুরু হতেই ধরপাকড় করতে থাকে পুলিশ। অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এক চাকরিপ্রার্থীর কথায়, 'আমরাই একদিন সমাজ গড়ব। অথচ পুলিশ আমাদের সঙ্গে কী করছে দেখুন। অসহায় বেকারত্বের জ্বালায় যাঁরা জ্বলছেন, তাঁদের ওপরে পুলিশ অত্যাচার করছে। আমাদের কোমর ভাঙছে। অথচ অনুব্রত মণ্ডলরা পুলিশকে গালাগালি করেও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ান।'

প্রসঙ্গত, বেনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দীর্ঘদিন প্রাথমিক টেট নিতে পারেনি। পাঁচ বছর পরে ২০২২ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রাইমারি টেট হয়। পরীক্ষা দিয়েছিলেন লক্ষাধিক প্রার্থী। পরীক্ষার ফল প্রকাশও হয়। কিন্তু অভিযোগ, ফল প্রকাশের পরে এখনও ইন্টারভিউয়ের নোটিস দেয়নি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আর এখানেই চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, তিন বছর ধরে কেন ইন্টারভিউয়ের নোটিস দিতে পারল না রাজ্য সরকার তা নিয়েই। এরপরই এদিনই ইন্টারভিউয়ের নোটিস দিতে হবে, এই দাবিতে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণরা মঙ্গলবার পর্ষদ অভিযানের ডাক দেন।করুণীময়ী মেট্রো স্টেশনের সামনে জমায়েত করে সেখান থেকেই মিছিল এগোনোর কথা ছিল। কিন্তু মিছিল শুরু হতেই পুলিশ তা আটকে দেয়। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, তাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে। তাঁরা এখন জীবন্ত লাশ।

এরপরেই চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশের প্রিজন ভ্যান ও বাসে তোলা হতেই তাঁরা চিৎকার করে সরকার-সহ আমজনতার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আমাদের দোষ কোথায়? আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, পাশ করেছি। এখন তো চাকরি চাইবই।' স্লোগান ওঠে, 'পুলিশ তোমায় ধিক্কার।' সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পর্ষদ সদর্থক ভূমিকা না-নিলে অবস্থান চালিয়ে তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

# মমতাকে তীব্র আক্রমণ শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন কলকাতা সফর ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হল রাজ্যে। শুক্রবার তিনটি মেট্রো রুটের শুভ সূচনা ও একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তাঁর সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি নিয়েই কটাক্ষ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

তিনি সাফ জানালেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সরকার চলছে, এটা এখনও রাজ্যের সরকার হয়ে ওঠেনি। আর দেশে বিজেপির নয়, ভারত সরকারের শাসন চলছে। উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।' শমীক আরও অভিযোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সরকারি অর্থে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক করেন, যা কার্যত তৃণমূলের দলীয় সভা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে বিজেপি বিধায়কদের কখনও ডাকা হয় না। অথচ আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে সবাইকে নিয়ে চলি।'

এরপরেই তাঁর কটাক্ষ, 'উনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, ওটা ওনার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তবে আমরা বিশ্বাস করি, ২০২৬ সালের শেষে উনি ফের আমন্ত্রণ পাবেন, তবে তখন মুখ্যমন্ত্রী নয়, বিরোধী নেত্রী হিসেবে।' অন্য দিকে, মঙ্গলবার সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন কখনও নির্বাচন কমিশনকে 'চোর' বলেননি। অথচ এখন ক্ষমতায় বসেই কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন।

শমীকের বক্তব্য, '২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই একই নির্বাচন কমিশন ভোট পরিচালনা করেছে। তিনি বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন ২১ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল, তখনও একবার বলেননি নির্বাচন কমিশন চোর। বরং তিনি নিজে অনুপ্রবেশকারীদের নামের তালিকা দিয়েছিলেন। ভোটার লিস্ট সংসদের কক্ষে স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু আজ বিহারে ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ যেতেই কমিশনকে চোর বলছেন।'

তৃণমূল সুপ্রিমোর অবস্থান পালটানোয় সরাসরি দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন শমীক। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন অন্য সুর, আর ক্ষমতায় এসে সম্পূর্ণ উলটো দাবি। এখন তিনি বলছেন বাংলায় কোনও অনুপ্রবেশকারী নেই। রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিম, সকলে নাকি বাংলার ভোটার! এটা কোনও ভাবেই চলতে পারে না।' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, শমীকের এই আক্রমণ মমতার নির্বাচন কমিশনবিরোধী অবস্থানের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও বিজেপির কড়া অবস্থানকে ফের উজ্জ্বল করল।

## মডেলকে কাজ দেওয়ার নামে ধর্ষণ, অভিযুক্ত এক প্রযোজক-পরিচালক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কসবা থানায় এক মডেলকে কাজ দেওয়ার নাম করে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ পুলিশে জানিয়েছেন খোদ সেই মডেলই। এরপরই এই অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনের বিরুদ্ধে মামলাও রুজু হয়। অভিয়োগ পত্রে এও ওই মডেল এও জানান, দুজনই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে একজন পরিচালক এবং অন্যজন প্রযোজক। পাশাপাশি এও অভিযোগ পত্রে এও জানানো হয়েছে, অগস্ট ২০২৩ থেকে একাধিকবার ধর্ষণের শিকার হন ওই মডেল। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৩৫১(২) ও ৬১ (২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

কসবা থানার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সোমবার রাতে ওই তরুণী কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ২০২৩ সালে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয় মডেলের সঙ্গে। আর এই ঘটনা যাতে প্রকাশ্যে না-আসে তার জন্য হুমকিও দেওয়া হয় বলে জানান অভিযোগকারিণী। পুলিশ তদন্তে নেমে এও জানতে পেরেছে, ২০২৩ সাল থেকে কাজ খুঁজছিলেন। তিনি সিনেমায় অভিনয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ঠিক তখনই এই ডিরেক্টর এবং প্রডিউসারের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর।

## যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানো নিয়ে রিপোর্ট তলব কোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি বসানো নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেইউর নিরাপত্তার জন্য দুই ক্যাম্পাস মিলিয়ে প্রায় ৭৫টি সিসিটিভি বসানোর জন্য ৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করার ব্যাপারে ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে হাইকোর্টে।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে সিসিটিভি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য। একইসঙ্গে জানানো হবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যও। আদালতের তরফ থেকে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন কোন জায়গায় সিসিটিভি বসানো হবে সে ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এদিন মামলায় যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করে এনআইএ ও সিআরপিএফ। এদিকে মামলাকারীর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সিসিটিভি বসানো, কলকাতা পুলিশের অধীনে আর্মড ফোর্সের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি করা হয়েছে মামলায়। আর এখানেই প্রশ্ন, কেন দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন তা নিয়েও।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় পড়ুয়াদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা যে তলানিতে ঠেকেছে তা স্পষ্ট। এই সব ঘটনাকে উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। আর এই প্রসঙ্গেই মামলাকারীর বক্তব্য, যাদবপুরে সিসিটিভি বসাতে হবে রাজ্যকে। কারণ গোটা ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

## খেজুরি-কাণ্ডে বিস্ফোরক রিপোর্ট এসএসকেএমের, মারেই মৃত দুই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** খেজুরিতে দুই ব্যক্তির রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে জমা পড়ে এসএসকেএম হাসপাতালে হওয়া দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। সেই রিপোর্টেই স্পষ্ট জানানো হয়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নয়, শারীরিক অত্যাচারেই প্রাণ গিয়েছে দুই ব্যক্তির। রিপোর্ট দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

প্রথমে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ময়নাতদন্তে বলা হয়েছিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এই দুই ব্যক্তির। এই রিপোর্ট দেখার পরই বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এসএসকেএমে তিন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ফের ময়নাতদন্ত করার। এবার সেই রিপোর্টেই সামনে এল এমনই এক বিস্ফোরক তথ্য। এসএসকেএমের রিপোর্ট বলছে, শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। স্পষ্ট অত্যাচারের প্রমাণ মিলেছে, যা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মৃত্যুর সঙ্গে মেলে না। এমনকি রিপোর্টে উল্লেখ, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের কোনও লক্ষণই দেহে ছিল না। এই রিপোর্ট জমা পড়তেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, প্রথম রিপোর্টে সত্য গোপন করা হল কেন তা নিয়ে। পাশাপাশি, প্রথম ময়নাতদন্তে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। মামলাকারীদের দাবি, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও পুলিশের মধ্যে যোগসাজশ ছিল। তাই গোটা তদন্ত হস্তান্তর করা হোক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার ফের এই মামলার শুনানি।

## শ্রমশ্রী নাকি 'ধাপ্পাশ্রী'? প্রকল্প নিয়ে রাজ্য বিজেপির কটাক্ষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকারের ঘোষিত শ্রমশ্রী প্রকল্পকে ভোটমুখী চালবাজি আখ্যা দিল রাজ্য বিজেপি। মঙ্গলবার সল্টলেক কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির বক্তব্যে জানানো হয়, কোভিড কালে যখন পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্র বিশেষ ট্রেন চালু করেছিল, তখন রাজ্য সরকার সেই উদ্যোগকে ব্যঙ্গ করেছিল। অথচ এখন ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী ভাতার ঘোষণা করছেন, যার নির্দিষ্ট আর্থিক রূপরেখা নেই। বিজেপির অভিযোগ, এই প্রকল্প আসলে রাজ্যের কোষাগারের টাকা তৃণমূলের ক্যাডারদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ছক। বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কতজন শ্রমিককে এই ভাতা দেওয়া হবে, কোন খাত থেকে অর্থ বরাদ্দ হবে, প্রকল্পের অডিট আদৌ হয়েছে কিনা এবং কোন জীবিকা গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আরও দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাজ্যে ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আছেন, অথচ প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ হতে পারে। তা হলে বাছাইয়ের মানদণ্ড কী হবে? এর আগে আবাস যোজনা বা আম্ফান ত্রাণে যাঁরা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, উলটে শাসক দলের অনুগামীরাই সুবিধা পেয়েছেন, এই অভিযোগও ওঠে।

## সিঙ্গুরে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায় এড়াতে পারবে না রাজ্য: শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সিঙ্গুরের বেসরকারি নার্সিংহোমে এক তরুণী নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রাজ্যে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মৃতা নন্দীগ্রামের গোকুলনগর গ্রামপঞ্চায়েতের রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, এটি নিছক আত্মহত্যা নয়, বরং ধারাবাহিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও মানসিক প্ররোচনার ফল।

মৃত তরুণীর বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে নার্সিংহোমের মালিক এবং এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে পরিবারের আশঙ্কা, সরকারি রিপোর্ট দেখিয়ে অভিযুক্তরা আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। পরিবার জানিয়েছে, যেসব অভিযোগ ওই কন্যার বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে, তার কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই।

পরিবারের কথায়, যিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তিনি হঠাৎ করে এভাবে জীবন শেষ করতে পারেন না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাজ্যে নারী ও কন্যাদের ওপর বাড়তে থাকা চাপ, অপসংস্কৃতি এবং প্রশাসনের নীরবতা এই মৃত্যুতে বড় ভূমিকা রেখেছে। অভয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ধর্ষণ, নারী নির্যাতন কিংবা লাভ জিহাদের মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে বলেই তাঁদের অভিযোগ।

মৃত তরুণীর দাদা বর্তমানে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি জানিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রমে আঠারো হাজার টাকা রোজগার করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত পাঁচ হাজার টাকার ভাতাকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'ওই টাকার জন্য বাড়ি ফেরার কোনও প্রশ্নই নেই।' তাঁর কথায়, এই রাজ্যে শিক্ষিত বেকার বা কর্মরত যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ কোনও সুরক্ষাই পাচ্ছে না। অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে মঙ্গলবার মৃতার বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শোকার্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানান তিনি এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, মৃত তরুণীর বাবা সুকুমার জানা দেনা করে মেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছিলেন, একদিন স্বাবলম্বী দেখার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু মেয়ের মৃত্যু সেই স্বপ্নকেও কেড়ে নিয়েছে।

এই ঘটনায় বিরোধী মহল দাবি তুলেছে, মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা না-করে প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নইলে রাজ্যে কন্যা ও তরুণীদের নিরাপত্তাহীনতা আরও চরমে পৌঁছবে।

# ট্র্যাফিক নয়, ট্র্যাকেই উৎসবের শহর কলকাতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তিন নতুন রুটে মেট্রো চালু, পুজোর আগে যাত্রায় সময় বাঁচবে, কমবে যানজট, বাড়বে শহরের প্রাণচাঞ্চল্য।

কলকাতা, দেশের প্রথম মেট্রো শহর। ১৯৮৪ সালে মেট্রোর যাত্রা শুরু হলেও তিন দশকে তৈরি হয়েছিল মাত্র ২৭.৯৯ কিলোমিটার। অথচ গত দশ বছরে কেন্দ্রের উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে আরও ৪৫ কিলোমিটার, আগের ৩০ বছরের চেয়েও বেশি। ফলে একসময়ের গর্বিত শহর আজ দ্রুততম সম্প্রসারণের মেট্রো নেটওয়ার্কের মালিক।

আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে চালু হতে চলেছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুট, গ্রিন লাইন (এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ), ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া, জয় হিন্দ বিমানবন্দর) এবং অরেঞ্জ লাইন (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা)। গ্রিন লাইনের উদ্বোধনে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে দূরত্ব আর এক ঘণ্টার যানজটের যন্ত্রণা থাকবে না। নতুন মেট্রোতে মাত্র ১১ মিনিটে পৌঁছনো সম্ভব হবে, আর এতে প্রতিদিন অন্তত ছ'লক্ষ যাত্রী উপকৃত হবেন।

ইয়েলো লাইন শহরবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে। নোয়াপাড়া থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে মেট্রো যাত্রা চালু হলে এসপ্ল্যানেড থেকে বিমানবন্দর পৌঁছনোর সময় এক ঘণ্টা থেকে কমে দাঁড়াবে মাত্র আধ ঘণ্টায়। ফলে হাজার হাজার বিমান যাত্রী এবং প্রায় ১৫ হাজার কর্মীর যাতায়াত সহজ হবে। অরেঞ্জ লাইন যুক্ত করবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশন থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এর ফলে সায়েন্স সিটি ও বেলেঘাটা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রোগী, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় মানুষ বড় সুবিধা পাবেন। অদূর ভবিষ্যতে এই রুট সল্টলেক সেক্টর ভির সঙ্গে যুক্ত হলে তরুণ আইটি পেশাদারদের যাতায়াত আরও সহজ হবে।

নতুন নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩.৬২ কিলোমিটার। এর ফলে যানজট হ্রাস, বায়ুদূষণ কমানো এবং প্রতিদিনের যাত্রায় বিপুল সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি শহরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গতি আসবে।

চার দশক আগে শুরু হওয়া কলকাতা মেট্রোর যাত্রা এবার এক নতুন মোড় নিল। এই পুজোয় শহরবাসীর কাছে এটি কেবল পরিকাঠামোর উন্নতি নয় বরং আনন্দযাত্রার এক অনন্য উৎসব, যেখানে মেট্রো মানুষকে কাছে আনবে, সময় বাঁচাবে এবং হৃদয়কে হৃদয়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় ভাবে যুক্ত করবে।

## অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পড়ুয়ারা, রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সুকান্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি তথাকথিত 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি'র নামে অঘোষিতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে ডব্লিউবি নীট ইউজি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সেলিং ও ভর্তি প্রক্রিয়া।

সুকান্তর দাবি, এর ফলে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মেডিক্যাল পড়ুয়ার ভবিষ্যৎকে। তাঁর প্রশ্ন, 'যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, হঠাৎ করেই কেন তা থামিয়ে দেওয়া হল? কেন অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউন্সেলিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? এর পেছনে কি কোনও স্বচ্ছ কারণ আছে?' তাঁর অভিযোগ, এর নেপথ্যে থাকতে পারে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস। মুখ্যমন্ত্রীর সরকার ইচ্ছে করেই এক বিশেষ গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার জন্য সংরক্ষণের আড়ালে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার ছক কষছে বলেই মন্তব্য করেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকারের এই অজুহাতবাজি এবং অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত শুধু রাজ্যের যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের পথ রুদ্ধ করছে না, বরং মেডিক্যাল শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। মেধাবীরা কী ভাবে তাদের পরিশ্রমের যথাযোগ্য ফল পাবেন, যদি ভর্তি প্রক্রিয়াই এইভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়?' রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত্স্কে তিনি চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে হঠকারিতা বলে অভিহিত করেছেন।

## সম্পাদকীয়

# এইমসের নামে অভিযোগ! আখেরে কাদের ক্ষতি হচ্ছে?

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী। দায়িত্বশীল পদ। তাঁর কাছ থেকে কোনও হঠকারী বা আলটপকা মন্তব্য আশা করা যায় না। তাঁর কথা ও সিদ্ধান্তের ওপর বড় সংখ্যক মানুষের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। তাই প্রকাশ্যে কিছু বলবার আগে ভাবনা-চিন্তা করে তবেই বলা উচিত। অবশ্য এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা প্রতিদিন যা কাণ্ড করছেন তাতে জনগণ বোধহয় আর সে সব আশা করে না। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন, এইমস বা অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্স-এর কল্যাণী শাখা। দেশের অন্যতম সেরা চিকিৎসাকেন্দ্র তথা মেডিক্যাল শিক্ষার কেন্দ্র হল এইমস। একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে এর শাখা। আচমকা সাংবাদিক বৈঠক করে এইমসের নামে একটি গুরুতর অভিযোগ করে বসেছেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এইমস নাকি মেন্টাল হেল্‌থ সার্ভের নামে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় এনআরসির সার্ভে করছে। বোঝো কাণ্ড! রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আপনার কেউ এদের কোনও নথি বা তথ্য দেবেন না। সাবধান থাকুন। প্রকাশ্যে এত বড় অভিযোগ, কাদের নামে? যাঁরা দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেরা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। নামমাত্র খরচে এখানে বিশ্বমানের চিকিৎসা পায় দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ। এইমসে ভর্তি হওয়ার জন্য মরিয়া ডাক্তারি পড়ুয়ারা। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানকে কোনও তথ্য, প্রমাণ ছাড়াই এভাবে কখনও দেগে দেওয়া যায়? এতে কার কী লাভ হল? এসব প্রচারে তাঁদের সুনাম নষ্ট হতে পারে, মানুষের ভরসা চলে যেতে পারে। তাতে আখেরে কার লাভ? মানুষকে এসব বলে বিভ্রান্ত করে তিনি তো আখেরে তাঁদেরই ক্ষতি করছেন। অভিযোগ ওঠার পরই অবশ্য কল্যাণী এইমসের তরফে পালটা জবাব না দিয়ে তাঁরা যে কাজ করছে, তার সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাফ জানানে হয়েছে, এনআরসি-র সঙ্গে এই সার্ভে ও তাঁদের সংস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। এবার কোথায় মুখ লুকাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে নিজেদের মুখই পোড়াচ্ছেন তাঁরা।

## শব্দবাণ-৩৬৪

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ১ | | | ২ | ■ |
| ৩ | | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | | ■ | ৪ | | ৫ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ৬ | ৭ | | ■ | ৮ | ■ | |
| ■ | | ■ | ■ | ৯ | | |
| ■ | ১০ | | | | ■ | ■ |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. অধিষ্ঠিত দেবতা ৩. আনাজ ৪. জ্ঞান, হুঁশ ৬. বিলাসী ৯. শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী ১০. দায়িত্ব।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. শিব ২. কাপড়ের তৈরি ছোটো থলি ৩. যথার্থ, বাস্তব ৫. দ্রুত চলা ৭. সেলামি, নজর বা নজরানা ৮. সাপ ।

### সমাধান: শব্দবাণ-৩৬৩

**পাশাপাশি:** ২. গোত্রপ্রধান ৫.বস্তু ৬.কড়ি ৭.ক্ষিপ্র ৮.ধাপ ১০.তিমিরাবৃত।

**উপর-নীচ:** ১. আধা ২. গোলোকপতি ৩. প্রশ্ন ৪. নবপ্রভাত ৯. সেবা ১১. মির।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

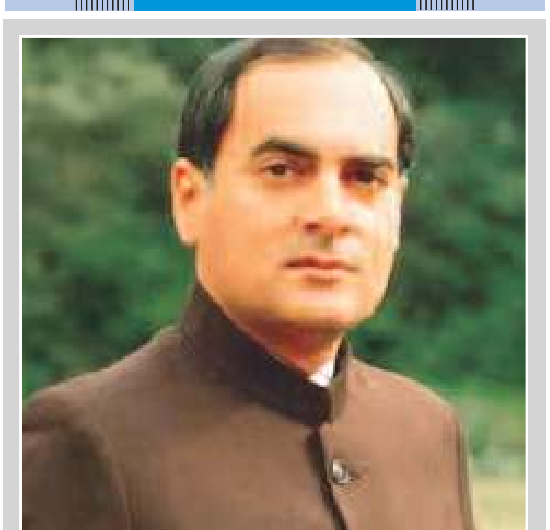

রাজীব গান্ধি

*১৮৯৬ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মদিন।*
*১৯১৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবরাজ আর্সের জন্মদিন।*
*১৯৪৪ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিন।*

# ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে

# এখনও গঙ্গাধর অধিকারী থিসিস?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বিপ্লব আত্মত্যাগ দেশভাগেই থেমে থাকেনি। সুপরিকল্পিত গনহত্যা হয়েছে। মুসলিম লীগ কলকাতা কবজা করেই ছাড়বে। মুসলিম লীগকে সেদিন সমর্থন করছে কমিউনিস্ট পার্টি। লজ্জার ইতিহাস টপকে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। ১৯৪৬; ১৬ আগস্ট বেঙ্গল হিন্দু হলোকাস্ট। আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গেছে দেশভাগের মানচিত্র রেখা। আলোচ্য এটাই, কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল সেদিন। কমিউনিস্ট এবং মুসলিম লীগের সম্পর্ক কেমন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ইতিহাস ভারতের বুকে ক্ষত। বিন্দুতে বিন্দুতে যে বিপুল ধ্বংস কার্য তারা অতি দায়িত্ব ভরে পালন করেছে তা বারবার তাদের নৈতিক চরিত্রে জিজ্ঞাসা বাড়িয়েছে। তারা যত অনিষ্ট করেছে তত অনিষ্ট বোধহয় সাহেবরাও করেনি মুঘলরাও করেনি । ১৯৪৬, ১৬ই আগস্ট, ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- হিন্দু গনহত্যার দিন, সোরাবর্দীর ডানা মেলা বিদ্বেষ স্বাধীনতা কি হঠাত এক রাতেই এসেছিল! দেখতে হবেতো ঘর শত্রু বিভীষণ কমিউনিস্টদের ঠিক কী ভূমিকা ছিল ১৯৪২- ৪৭ এ। কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কেমন দৃষ্টিরূপ দায়িত্ব নেবে? তা ঠিক হয়েছিল ১৯২০ তেই। প্রথম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সেবার অনুষ্ঠিত হল মস্কোতে। তারপর আবারও মস্কোতেই হল ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক পার্টি কংগ্রেস। ১৯২৮ এর সেই কংগ্রেসেও সিদ্ধান্ত নিল পার্টি- তারা স্বরাজ গান্ধীবাদী এবং কংগ্রেসীদের প্রতিরোধ করবে। করবে তাদের সর্ব শক্তিতে। গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস তখন বেদ উপনিষদ বা যদি আরো যথাযথ পবিত্র কিছু থাকে তাইই। ডিকটেরটরশিপ অফ দ্য প্রোলেতিয়ার হয়ে উঠল ধ্যান জ্ঞান। গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস প্রমাণ করেই ছাড়ল কংগ্রেস বিপ্লবী স্বরাজ একটা বুর্জোয়া সংগঠন। গান্ধীয়ান মুভমেন্ট একটা পাওয়ার ট্রান্সফার প্রসেস, যেখানে পাওয়ার কলোনিয়ালিজম থেকে যাবে নিও-কলোনিয়ালিজমের ঘরে। যেখানে ইম্পিরিয়ালিষ্টদের স্বার্থ আরো বেশী প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন ভারত ছাড় আন্দোলন তখন গঙ্গাধর অধিকারীর এই থিসিস । এই নাও বাপু - বলে মুক্তি পেল। এবং সেই থিসিস এও বলল- এ দেশের মুসলিমরা হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত। অতএব মুসলিম লীগ তৈরি হলে তবেই প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ তৈরি করা যাবে। জিন্নাহ -র দ্বিজাতিতত্ত্বে শিলমোহর দিল গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস। মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে বলছে কমিউনিস্টরা lead to still greater and more glorious unity of India – the like of which India has not seen in her history. ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিকোণ খোঁজার চেষ্টা করি।

১৯৪০, মুসলিম লীগ তার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান রিজুলিউশন স্পষ্ট করল। কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন তখনও। শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান ভারতের বুকে মজবুত করতেই সেদিন পাকিস্তান প্রস্তাবে গদগদ কমিউনিস্ট পার্টি। যখন কলকাতার পথে রাজপথে আওয়াজ রোল — লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান- তখনও কমিউনিস্টরা প্রতিবাদ করেনি। সমর্থন করে গেছে। পাকিস্তান গঠন কোনো দেশ গঠনের প্রস্তাব আদৌ না। তা ছিল ক্ষমতার হস্তান্তর প্রক্রিয়া। এবং যতটা বেশী ক্ষমতা ভারতের থেকে লুন্ঠন করা যাবে ততটাই লীগের লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান শ্লোগান জয়ী। ১৬ ই আগস্ট, কলকাতার বুকে যখন হিন্দু বিদ্বেষী ধ্বনি ছুটছে তখনও টুঁ করেনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র দিন অর্থাত কলকাতায় হিন্দু নিধন যজ্ঞ যখন শুরু , সেদিন মুসলিম লীগ বনধ ডাকে। লীগ মুখ্যমন্ত্রী সোরাবর্দী ঘোষনা করল - আজ ছুটি। কমিউনিস্টদের পক্ষেও এই দিনের সুবিধা জুটল। তারা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- তে পথে নামতেই পারল না হিন্দু রক্ষার্থে। মুসলিম লীগ সমর্থনের যে প্রতিজ্ঞা তারা

**ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- মুসলিম লীগের না হয় স্বার্থ। কিন্তু কমিউনিস্টদের কী? কমিউনিস্টদের হিন্দুদের সাথে, বৃহত্তর ভাবে দেশের সাথে তাচ্ছিল্য তঞ্চকতাও। আমরা যেন ভুলে না যাই কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কিন্ত কলকাতার বুকে সেদিন একটাও আওয়াজ দেয়নি। সোরাবর্দীর বিরুদ্ধে কথা বলার হিম্মত হয়নি সর্বহারার দলের। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত কলকাতার ট্রাম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন সেদিন মুসলিম লীগের পায়ে পায়ে হামাগুড়ি খাচ্ছিল। ট্রাম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন ইউনিট সেদিন চার ঘণ্টার দীর্ঘ মুসলিম লীগ কমরেড ভাষণ সেসনে হাজির। অনুষ্ঠান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে। বক্তা লীগের নেতা মহম্মদ ইসমাইল। এই মহম্মদ ইসমাইলই রাইপুর নির্বাচন প্রচারে (সেন্ট্রাল প্রভিয়েন্স) পাকিস্তান চাই পাকিস্তান হতেই হবে বলে শ্লোগান তুলেছিল।**

করেছিল তা পালন করাই তখন কমিউনিস্ট ধর্ম। জ্যোতি বসু বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিতে প্রেস রিজিলে জানান— the CPI would try to keep the state peaceful on that day– with a strike where necessary and without a strike where necessary.

সবার সাথে সম দূরত্ব রক্ষা করার অদ্ভুত মুন্সীয়ানা সেদিন, ১৬ ই আগস্ট কমিউনিস্টরা প্রদর্শন করেছিল। মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্টরা পাকিস্তান পাকিস্তান হুঙ্কারে কলকাতার এখানে ওখানে এ পাড়ায় ও পাড়ায় লুঠ অগ্নি সংযোগ হত্যালীলা চালাচ্ছে। কলকাতা রায়টময়। সোরাবর্দী হাত গুটিয়ে চুপটি করে, কমিউনিস্টরা হাত ধুয়ে শান্ত হয়ে ভারতের হিন্দু- মুসলিম ভাইদের সাথে ব্যালেন্স রিলেশন রক্ষা করছে। ১৬- ২০ই আগস্ট দ্য স্টেইটসম্যানের রিপোর্ট অনুযায়ী কমকরে ৪০০০ মানুষ নিহত ১৫০০০ জন আহত।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- মুসলিম লীগের না হয় স্বার্থ। কিন্ত কমিউনিস্টদের কী? কমিউনিস্টদের হিন্দুদের সাথে, বৃহত্তর ভাবে দেশের সাথে তাচ্ছিল্য তঞ্চকতাও। আমরা যেন ভুলে না যাই কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কিন্ত কলকাতার বুকে সেদিন একটাও আওয়াজ দেয়নি। সোরাবর্দীর বিরুদ্ধে কথা বলার হিম্মত হয়নি সর্বহারার দলের। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত কলকাতার ট্রাম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন সেদিন মুসলিম লীগের পায়ে পায়ে হামাগুড়ি খাচ্ছিল। ট্রাম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন ইউনিট সেদিন চার ঘণ্টার দীর্ঘ মুসলিম লীগ কমরেড ভাষণ সেসনে হাজির। অনুষ্ঠান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে। বক্তা লীগের নেতা মহম্মদ ইসমাইল। এই মহম্মদ ইসমাইলই রাইপুর নির্বাচন প্রচারে (সেন্ট্রাল প্রভিয়েন্স) পাকিস্তান চাই পাকিস্তান হতেই হবে বলে শ্লোগান তুলেছিল। এবং এটা লীগ ও কমিউনিস্টদের বিচারে ছিল Natural outcome of the freedom urge of the Muslims... যদি তাইই হবে; তবে কি পাকিস্তান তৈরির মশলা ছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে? হেঁসেল দেখভালের পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল কমিউনিস্টদের ওপর?

এতো আমার মনগড়া কথা না। ড. কল্যাণ দত্ত; যিনি নিজেই কমিউনিস্ট মাইন্ডের। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন খিদিরপুরে মুসলিম কমিউনিস্টরা তাদের হিন্দু কমরেডদেরও ছেড়ে কথা বলেনি। ১৭ই আগস্ট, ভয়ানক আক্রমন চলে খিদিরপুরে। কমিউনিস্ট টেক্সটাইল ইউনিয়ন নেতা সৈয়দ আবদুল্লা ফারুকী এবং মুসলিম লীগ হার্ডলাইনার এলিয়ান মিস্ত্রি সশস্ত্র আক্রমন করল কেশুরাম কটন মিলে। লিচু বাগান হিন্দু কমরেডদের ওপর। হিন্দু কমরেডরা তাদের পরিচয়পত্র দেখাচ্ছে। পার্টি মেম্বারশিপ কার্ড দেখাচ্ছে। কিন্ত! লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান! ওসব কার্ড টার্ড পরে হবে। লীগের নীচে তখন কমিউনিস্ট বসে। অতএব লীগের টার্গেট অনুযায়ী পাকিস্তান লড়কে কেন মারকে লেঙ্গে। গ্রেইট ক্যালকাটা কিলিং এ কম পক্ষে ৫০০ হিন্দু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য যারা মিল ওয়ার্কার তাদের বেছে বেছে মারা হয়। কমিউনিস্টরা গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস তখনও মুখস্থ করেই চলেছে। কিন্ত কমিউনিস্টরা কী বলত? ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু মুসলিম সব শ্রমজীবী মানুষ এক শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করবে । সোসালিস্ট রেভিলুইশন আনবে তারাই। যদি তাই হবে, তবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ধর্ম দেখে মারল যে বড়! কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- তে নিরপেক্ষ (?) থাকার ভান করল যে বড়! তারপর দেশ স্বাধীন হতেও জ্যোতি বসু, মনিকুন্তলা সেন , পি পি যোশী , সজ্জত জাহির কেউ কিন্ত সক্রিয় ভাবে লীগের প্রতি ধিক্কার জানালেন না। কেন? কোন দায়বদ্ধতায়? এত লীগ দরদের পরেও কিন্ত বাঙালি কমিউনিস্ট এবং অবশ্যই দেশদরদী গনেশ ঘোষ কল্পনা দত্ত রমেন মিত্র ইলা মিত্রদের পাকিস্তানে (পূর্ব পাকিস্তান) থাকা হল না। তাঁরাও সবাই ভারতেই আসলেন দেশ ভাগের পর। কমিউনিস্ট পার্টির কেউ এই বিষয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করে না।মুসলিম লীগকে জ্যোতি বসু'র মত কমিউনিস্ট মস্তিষ্ক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন বলে দাবি করতেন যা কমিউনিস্ট পার্টির সমকক্ষও। আমরা যেন এটাও ভুলে না যাই, কমিউনিস্ট নেতা বিধায়ক রূপনারায়ণ রায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অ্যান্টি লীগ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধ করেন অ্যাসেম্বলি ফ্লোরেই। মুসলীম লীগের ভোটাভুটির সময় তিন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু, রূপনারায়ন রায়, রতনলাল ব্রহ্মণ - নিউট্রাল- স্টান্ড দিব্যি নিলেন। কমিউনিস্টরা বুঝি জানতেন না সেদিন মুসলিম লীগ কী ভয়ানক নৈরাজ্য তৈরি করবে। এই নিউট্রালটা ঠিক কেমন? হিন্দু হত্যার পর দেশ স্বাধীন হল। তার ঠিক দু সপ্তাহের মাথায়, ২৭ শে আগস্ট (১৯৪৭) কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী বেঙ্গল কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য লিখছেন

We can vote against the Muslim League Ministry provided it does not affect our working class base and we can carry it with ourselves through our extensive explanatory campaign...if we cannot keep up even our hold on existing organised working class – everything is lost– even for the future. Thus the best way possible to keep all in good humour was to stay neutral. Voting against the Muslim League will have other serious implications... অর্থাৎ; দলের স্বার্থ আগে — এটাতো স্পষ্ট। দলের স্বার্থের জন্য কে মরল কত জন মরল, কটা পাড়া আগুনে জ্বলল ওসব পরে হবে। আগে সর্বহারার দলের পাকা আসন চাই। সংগঠন শব্দ আড়ালে লীগ তোষণের নকশা কমিউনিস্ট পার্টি যে দক্ষতার সাথে দেখিয়েছে তা অনন্য। আজকেও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় না — আমরা সেদিন বড্ড ভুল করেছিলাম। আসল ঐতিহাসিক ভুল যে ওটাই ছিল। সেদিনের ভুল; তঞ্চকতা আজকেও জাস্টিফায়েড হয়, তাই অরুন্ধতী রায়েরা আজাদ কাশ্মীরের শ্লোগান লেখে ছাপে। ভারতের সার্বভৌমত্বে লীগ আঁচর কেটেছিল তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। অধিকারী থিসিস তার ভুলে নিজেই টুকরো টুকরো তথাপিও অ — সর্বহারা সবাই তাদের শ্রেণী শত্রু। অধিকারী থিসিস বলেছিল- পাকিস্তানের দাবি যুক্তিপূর্ণ। যেকোনো অঞ্চলে একত্রে বসবাসকারী মুসলমান ধর্মালম্বীরা একটা জাতি গঠন করে, তাদের অবশ্যই ভারতের অন্যান্য জাতিসত্তার মতো স্বায়ত্তশাসিত দেশ অর্জনের অধিকার আছে। অধিকারী থিসিস বলে- ভারতীয়তা কোনো একটি জাতীয়তা নয়। ১৮ টা জাতির সমষ্টি...। যত ঘাঁটব তত ক্লান্ত হব। কী অসম্ভব দেশবিরোধী চক্রান্ত কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন করেছিল তার জন্য একবিন্দুও অনুতাপ তারা আজকেও প্রকাশ করেনি। কোনোদিন করবেও না। ওরা সেদিন ভারত টুকরে করেছিল আজকেও বলে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে....

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# মধ্যমগ্রামে বিস্ফোরণ-কাণ্ডে পরকীয়া যোগ, আটক দম্পতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম:** মধ্যমগ্রাম বিস্ফোরণকাণ্ডে পুলিশের হাতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কোনও নাশকতা ঘটানোর জন্য মধ্যমগ্রামে আসেনি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হওয়া সচিদানন্দ মিশ্র। মধ্যমগ্রাম দাসপাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ লিলিমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সচিদানন্দ মিশ্রর। সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই সে মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন। নিলিমার স্বামী শফিকুল গাজী তার টার্গেট ছিল বলেই মনে করছে পুলিশ। তবে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় বলেই পুলিশের দাবি। তবে সামনে এলো উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা সচিদানন্দ মিশ্রর মধ্যমগ্রাম আসার কারণ। ইতিমধ্যেই ছেলের মৃতদেহ নিতে মধ্যমগ্রামে পৌঁছেছে বাবা অশনি কুমার মিশ্রা। মৃতের বাবা জানান, 'ছেলের দুর্ঘটনার খবর প্রথম উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানায়। ওই দিন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা হয়, ছেলে জানায় সে বেনারসে আছে। ছেলের সাথে মধ্যমগ্রামে এক গৃহবধূ সম্পর্কের কথা আমি জানতাম না। কারণ ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হলে ফোনের মাধ্যমেই হতো। ছেলে হরিয়ানায় কাজ করতো। বিএ পাশ করে আইটিআই করেছিল।' অশনিবাবুর দুই ছেলে এক মেয়ে। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, সচিদানন্দ মিশ্র লিলিমা নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যার বাড়ি মধ্যমগ্রাম দাসপাড়ায়। তাঁকে এসটিএফ ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। তাঁর স্বামী শফিকুল গাজীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এর আগে একাধিকবার এই বাড়িতে উত্তরপ্রদেশের একটি ছেলেকে নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সে কথা স্বীকার করছেন প্রতিবেশীরা। লিলিমা আগে কোথাও বাড়ি কাজ করতো। এর আগে কোনওদিন পুলিশ এই পাড়ায় আসেনি। গতকালই প্রথম পুলিশ এসে দু'জনকে আটক করে নিয়ে যায়।

# এপিক নম্বর এক রেখে ঠিকানা, বাবার নাম পরিবর্তন করে 'ভোটদান'

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা:** গাইঘাটার পর এবার বাগদা! ঠিকানা, বাবার নাম পরিবর্তন করে ভোট হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রাজারহাটের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বাগদার বিডিওর দারস্থ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস। ভোটার কার্ডে নাম এপিক নম্বর এক রেখে শুধুমাত্র ঠিকানা এবং বাবার নাম পরিবর্তন করে ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগ উঠল রাজারহাট নিউটাউনের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যার ফলে বাগদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে এমনই অভিযোগ। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার রানিহাটি গ্রামের বাসিন্দা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের ২০১৬, ২০১৯, ২০২০ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তিনি ভোট দিছিলেন সমস্ত নির্বাচনে। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর ভোট কাটা গিয়েছে। খোঁজ নিয়ে প্রাণকৃষ্ণ জানতে পারেন, তাঁর এপিক নম্বরে রাজারহাট নিউটাউনে ভোট রয়েছে। যেখানে প্রাণকৃষ্ণের নাম এবং এপিক নম্বর এক। শুধুমাত্র বাবার নাম হেমেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জায়গায় দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস এবং ঠিকানা পরিবর্তন করে রাজারহাট করা হয়েছে। ভোটার কার্ড ফিরে পেতে বাগদার বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বাগদার প্রাণকৃষ্ণ। অভিযোগ পেয়ে বাগদার বিডিও প্রসুন কুমার প্রামাণিক জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# ফের ভাবাদিঘিতে বিক্ষোভ, রেল চলাচল বিশ বাঁও জলে!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট:** ভাবাদিঘির জটও কাটেনি, রেলও চলেনি। কেবল বৈঠকের পর বৈঠক হয়েছে। আর মাঝে মধ্যে সয়েল টেস্ট, জমির মাপজোক হয়েছে। এর বেশি তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল পথের মাঝে ভাবাদিঘি এলাকার রেলপথ তৈরির কাজ আর কিছুই হয়নি। তাই মঙ্গলবার রেল আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভাবাদিঘির বাসিন্দারা। প্রায় এক দশক ধরে জমি জটের অজুহাতে থমকেই রয়েছে কাজ। কোর্টের নির্দেশের পরেও জমি জট কাটিয়ে রেলপথ তৈরির কাজ না হওয়ায় ভাবাদিঘির মানুষের পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগ মহকুমাবাসীও।

মঙ্গলবার আচমকাই রেলের আধিকারিকরা এসে হাজির হন ভাবাদিঘিতে। অথচ আগাম কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি স্থানীয়দের। আর সেই কারণেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাসিন্দারা। হাতে পোস্টার নিয়ে রেল আধিকারিকদের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মানা হয় না। এই খেলা আমরা আর মানব না।' পুরুষ, মহিলা সকলেই বিক্ষোভে সামিল হন। অভিযোগ, এতদিন রেল থেমে থাকার নেপথ্যে রহস্যজনক ভূমিকা রয়েছে। তাই তদন্তে জুডিশিয়াল কমিটি গঠনেরও দাবি তোলেন তাঁরা। এই বিষয়ে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা সুকুমার সাঁতারা বলেন, 'কোনও প্রতিশ্রুতি পূরনও হয়নি, রেলপথের কাজও হয়নি। এইভাবে চলতে পারে না। আমাদের না জানিয়েই রেলের আধিকারিকরা হঠাৎ চলে আসছে। আমরা তো চাই রেল চলুক।' অপরদিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি রেল আধিকারিকরা। তবে আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'স্বচ্ছতা ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া না গেলে এই প্রকল্প চলতে দেব না।' সবমিলিয়ে ভাবাদিঘির রেল পথ বিশবাঁও জলে।

# বাঁকুড়ায় পাড়ায় সমাধান শিবিরে তৃণমূলের পতাকা ঘিরে বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরের মঞ্চ আলো করে বসে রয়েছেন শাসক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা। এ ছবি রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ছে। তবে এবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লটিয়াবনিতে দেখা গেল, একেবারে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে শাসক দলের কর্মীরা সটান ঢুকে পড়ছেন ওই শিবিরে। বিষয়টি নজরে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে পতাকা হাতে থাকা কর্মীদের তড়িঘড়ি ফেরানো হল শিবির থেকে।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লটিয়াবনি অঞ্চল উচ্চ বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার স্থানীয় ২৫৯, ২৬০ ও ২৬২ নম্বর বুথের পাড়ায় সমাধান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় ও বাঁকুড়ার জেলা শাসক সিয়াদ এন-সহ ব্লক স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। সরকারি তবে শিবিরে উপস্থিত মন্ত্রী অরুপ রায় এমন ঘটনা দেখেননি বলে দাবি করেছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতার দাবি, 'এই শিবির সরকারি অনুষ্ঠানের সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আবেগেরবশে কিছু কর্মী দলের পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। তাই তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিজেপি এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছে। বিজেপির দাবি, 'দল ও সরকার এক হয়ে গেছে। সাধারণের করের টাকায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরের মাধ্যমে তৃণমূলের দলীয় প্রচার চলছে। এই ঘটনা তারই উদাহরণ।'

# স্কুলছুট ছাত্রীদের ফেরাতে ঝটিকা সফরে বিডিও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর:** দুই স্কুলছুট ছাত্রীকে স্কুলে ফেরাতে ঝটিকা সংযোগ বিডিওর। সরকারি আধিকারিকের এই চেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে সব পক্ষ। জানা গিয়েছে, হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের ডিহিমন্ডলঘাট হাই স্কুলের নবম শ্রেণির দুই ছাত্রী বহুদিন ধরেই স্কুলে আসছে না। এই খবর শ্যামপুর সেন্ট্রাল সার্কেলের বিনীতা পানের মারফত শ্যামপুর দুই ব্লকের বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদারের কানে পৌঁছয়। মঙ্গলবার বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাছরি সমবায় সমিতির সেমিনার হলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-কর্মসূচির মাঝপথে বাছরির প্রধান, শ্যামসুন্দর মেটিয়াকে দ্রুত অনুষ্ঠান থেকে ছেড়ে দিতে বলেন। এরপর তিনি, এসআই বিনীতা পান ও শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মৌমিতা হাজরাকে ফোনে ডেকে নেন। দ্রুত স্কুলছুট ওই দুই ছাত্রীর বাড়িতে চলে যান। ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। কেন স্কুলে যাচ্ছে না তা জানতে চান। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও বোঝান পরিবারকে। আপাতত তারা স্কুলে যাওয়ার সম্মতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিডিও।

# ভোট গেলেই দিদির শ্রমশ্রী প্রকল্পের গল্প শেষ: অধীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর:** 'ভোট গেলেই দিদির শ্রমশ্রী প্রকল্পের গল্প শেষ।' পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্পে মাসিক ৫ হাজার টাকা ঘোষণায় এমনই কটাক্ষ করলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পাশাপাশি মঙ্গলবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরী দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভাবলে যেখানে তাঁরা আক্রান্ত, সেই রাজ্যে গিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলুক। সেই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে থাকা সুনিশ্চিত করুক।' একইসঙ্গে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। উল্লেখ্য, গতকাল পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'প্যাকেজ' ঘোষণা করেন। ঘোষণা করা হয়, পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এলে তাঁদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তারজন্য শ্রমশ্রী পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই বিরোধীরা এই প্রকল্পকে 'ভোট ক্যাচ'-এর রাজনীতি বলে সোচ্চার হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর চৌধুরী বলেন, 'রাজ্যের ভাড়ার শূন্য। এই মূহূর্তে রাজ্য সরকারের মাথায় ৭০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। প্রায় ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাংলায় শিশুর জন্ম হচ্ছে। এই পরস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা কোথা থেকে দেবে আমার মাথায় আসছে না। রাজ্য ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের হিসেব দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয়, এই সংখ্যা তার তিনগুনেরও বেশি। ভারতবর্ষে যেকোনও প্রান্তে কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। কেউ ভিন রাজ্যে ভিক্ষে করতে যায়নি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে গিয়েছে। সেখানে মাসে তাঁরা ৫০ হাজার টাকা রোজগার করে। পাঁচ হাজার টাকার জন্য কেন ফিরে আসবে?' প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, 'দিদির সব গল্প ভোট পর্যন্ত। ভোটের আগে পরিযায়ী শ্রমিকরা বাঙালি এই সেন্টিমেন্ট তুলে ঝড় তোলা হচ্ছে।'

# আউশগ্রামে তৃণমূল নেতৃত্বের তোলাবাজির ভিডিও ভাইরাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** 'দাদা নিতে বলেছে, তুমি হাফ আমাদের হাফ! বাঁচাবে তো সেই..' ভাইরাল ভিডিতে এমনই কথা বলতে শোনা যাচ্ছে আউশগ্রাম ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চ্যাটার্জীকে। তোলাবাজির সেই ভিডিও বার্তায় দেখা যাচ্ছে, তাপস চ্যাটার্জীর পাশে বসে রয়েছেন মাথায় টুপি পরে আউশগ্রাম ১ ব্লকের আরও এক প্রবীণ তৃণমূল নেতা। তিনি প্রশান্ত গোস্বামী। দু'জনে মিলে বিধায়ককে ফোন লাগিয়ে রেকর্ড কর্তাকে নানাভাবে, বিভিন্ন সরকারি কাজ থেকে তোলা নেওয়ার কথা বলছেন। এবং কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিতে, চাপ দিয়ে হুমকি দেওয়ার কথাও বলছেন। আউশগ্রামে এই সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়! আউশগ্রামে বিধায়কের সঙ্গী একাধিক তৃণমূল নেতা তোলাবাজি ও মহিলা কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক!

আবারও দুটি অডিও এবং একটি গোপনে তোলা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে শুরু করাতে ফের বিতর্ক আউশগ্রাম ১ নং ব্লক তৃণমূলের অন্দরে! এবার এই দুই দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক কথোপকথনে নাম জড়ালো বিধায়কেরও! ভিডিওতে একে অপরকে বলতে শোনা যায়, 'দাদা বলেছে তুমি হাফ নিয়ে নাও গা, আর আমাদের ৫০-৫০!' 'এটা তুমি যাই বলো, খেলছে তোমার অরূপদাই।' 'এমএলএ সাহেব না থাকলে তুমি বাঁচতে পারতে না পরশুরাম!' বাধ্য ছেলের মতো সাই দিল ভিডিও কর্তা! একটি ভিডিও ও দুটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের সরগরম আউশগ্রামের রাজনীতি। ভাইরাল ভিডিও বার্তায় দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের আউশগ্রাম ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চ্যাটার্জী ও প্রশান্ত গোস্বামীকে টাকা নিতে, বিধায়কের কথা বলে। তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া আর কথাবার্তাও শোনা যায়। তাপস বলেন, 'এমএলএ সাহেব না থাকলে তোমার পদ থাকত না।' অপরদিকে রেকর্ড কর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের যেটা দিয়েছিল দাদাকে দিয়েছি পুজোর সময়।' পালটা তাপস ও প্রশান্ত গোস্বামী (সমস্বরে) বলেন, 'তুমি একবার চাপ দাও।' রেকর্ড কর্তা তখন বলছেন, 'ছোটু এখনও পঞ্চাশ দেয়নি। দুই দশ আছে।' এর প্রেক্ষিতে তাপস বলেন, 'হাফ তুমি আর হাফ আমাদের দাও। দাদার সাথে কথা হয়েছে। বাঁচাবে তো সেই। দাদা নিতে বলেছে। লিস্ট চলে এসেছে। দাদাকে বলেছি শান্তার কাছে। শান্তা ছিল সেখানে। দাদাকে একবার তাদের ডেকে বলতে হবে। তিনটে নাম এসেছে, পিএইচই।' ভিডিও কর্তা বলেন, 'বাকি পঞ্চায়েত গুলো তো হয়ে গেছে। আমাদেরই শুধু বাকি। আমি তোমায় বলেছিলাম, লক্ষ্মীগঞ্জের পিএইচই-র কাজে ঢুকাতে হবে, নারাণকে আর রবিকে। তাহলেই ব্যালেন্স হয়ে যাবে। শান্তিরামের টা তো দেওয়াই আছে।' শেষে জানা গেল, দাদাটা আসলে কে! ফোন ধরাতেই ফোনের ওপার থেকেই ভেসে এলো, খুবই একটা চেনা গলা! এই গলাতো আউশগ্রামের সেই বিধায়কের। যিনি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ' ও শালা আসবে না। এলে শালাকে খাবারে লঙ্কা গুঁড়োর ঝাল দিয়ে মেরে দেব!


**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

**সংশ্লিষ্ট এর অবগতির জন্য**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,পিসিবি কেমিকেল লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস -ডানকান হাউস, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট বক্স নং ২২২৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, এর নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট নিম্নোক্তদের নামে নথিভুক্ত তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

| ক্রম নং | শেয়ারহোল্ডারগণের নাম | ফোলিও নং | সার্টিফিকেট নং | ডিস্টিংটিভ নং | শেয়ার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পুন্নান নাড়ুমোলাথ | পি০২৫২৫ | ৭০২৬ | ২৬১৮২৩৬ থেকে ২৬১৯৭৩৫ | ১৫০০ শেয়ার-প্রাথমিক মূল্য ১ টাকা |

সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয় বা লেনদেন কোনওভাবেই না করতে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিফিকেট সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি **এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি.**, ৫৯ সি, চৌরঙ্গি রোড, ৪র্থতল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২০ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং কোম্পানি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

স্থান : **কলকাতা**, তারিখ : **২০ আগস্ট ২০২৫** — **পুন্নান নাড়ুমোলাথ**



**SBI এসবিআই বাদকুল্লা শাখা (১১৩৭৪)**
স্টেশনপাড়া, বাদকুল্লা, নদীয়া, পিন-৭৪১১২১
ই-মেল: sbi 11374@sbi co in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**রাজু সরকার**, যিনি **এসবিআই বাদকুল্লা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (২৮.০৮.২০২৫) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (২৯.০৮.২০২৫) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : রাজু সরকার**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২৯.০৮.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ৬.৫০০ নিট ওজন ৫.৮০০ | ২টি বাউটি |

**তারিখ: ২০.০৮.২০২৫** **স্থান: বাদকুল্লা** — **অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**SBI এসবিআই তাহেরপুর শাখা (১৫৯৬৪)**
ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টার্যী সবজি মার্কেট কমপ্লেক্স
ডি/১৪ ফার্স্ট ফ্লোর, পোস্ট. তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৯, ই-মেল: sbi 15964@sbi co in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**রাজু সরকার**, যিনি **এসবিআই তাহেরপুর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (২৭.০৮.২০২৫) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (২৮.০৮.২০২৫) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : রাজু সরকার**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২৮.০৮.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ১৪.০০০ নিট ওজন ১৩.৩০০ | ১টি চেন |
| ২. | ২৮.০৮.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ১৪.০০০ নিট ওজন ১৩.৩০০ | ১টি ব্রেসলেট |

**তারিখ: ২০.০৮.২০২৫** **স্থান: তাহেরপুর** — **অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**পি. বি. ফিল্মস লিমিটেড**
**CIN : L92100WB2007PLC119040**
**আরও ঠিকানা : ২য় তল, এমএমএস চেম্বার, ৪এ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, বিবিডি বাগ, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,**
**টেলিফোন : ০৩৩-৪৫০৩ ২৯৯১, ই-মেইল : pbfilms2007@gmail.com, ওয়েব : www.pbfilms.in**

**১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোর্ট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পি. বি. ফিল্মস লিমিটেডের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("মিটিং") ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার ('এমসিএ সার্কুলার') এবং ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, ৭ অক্টোবর, ২০২৩, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার ('সেবি সার্কুলার') অনুসারে, কোম্পানিগুলিকে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই সাধারণ স্থানে। অতএব, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক প্রেরণ ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pbfilms.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bsesme.com-এও পাওয়া যাবে। অধিকন্তু, ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে কোম্পানি বা আরটিএ বা কোম্পানির ডিপোজিটরিগুলিতে উপলব্ধ নেই।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন, যা এজিএমের স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) বা ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে এনএসডিএল দ্বারা সরবরাহিত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রযোজ্য।

সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে :

ক) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯টায় আইএসটি শুরু হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টায় আইএসটি শেষ হবে।

গ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

ঘ) ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টায় আইএসটি ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

ঙ) ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল কর্তৃক ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যরা একবার প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।

চ) বিজ্ঞপ্তিটি সেইসব সদস্যদের ইমেল করে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় শুক্রবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রয়েছে। নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখের আগে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের আগে শেয়ার কিনেছেন এমন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in অথবা cameo@cameoindia.com এবং pbfilms2007@gmail.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

ছ) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা [illegible]

(এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ এ কল করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪২ অনুসারে পঠিত, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
**স্বা/-**
**স্নেহা রায়**
**ম্যানেজিং ডিরেক্টর**
**ডিন : ০৫২৯৪৮০১**

**স্থান : সুরাত**
**তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫**



**ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ**
সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন নিম্নোক্ত পরিবর্তনের জন্য
**বিনীত উদ্যোগ লিমিটেড (পাবলিক কোম্পানি)**
**CIN : U51109WB1984PLC037068**
থেকে
**বিনীত উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড (প্রাইভেট কোম্পানি)**
রিজিওনাল ডিরেক্টর,

[illegible]

আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঠাতে হবে, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

**বিনীত উদ্যোগ লিমিটেড** এর পক্ষে
তারিখ : ২০.০৮.২০২৫ — শ্রী চেতন্য কর্নওয়াত
স্থান : উদয়পুর — ডিরেক্টর (ডিন ০২১৭৩০৯৬)
রেজি. অফিস : ১ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,৭০০০৭১, ভারত



**অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
CIN L01113WB1990PLC050020
**রেজিস্টার্ড অফিস : "ইকোস্টেশন", ব্লক -বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, ৬ষ্ঠতল, স্যুট নং ৫০৪, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৯১**
**ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫, ই-মেল :** cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট :** www.acknitindia.com

**৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধের তারিখ এর বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বেলা ৩টায় "ভারতীয় ভাষা পরিষদ" তাদের অডিটোরিয়াম ৩৬এ, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ ঠিকানায় ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৪-২৫ সালের আর্থিক বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের(সমূহের) নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com, এবং ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট : www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ফিজিক্যাল কপি উপযুক্ত পদ্ধতিতে সকল সদস্যের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পাদন সম্পূর্ণ করেছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (সংশোধিত মতে), সংস্থান অধীনে কোম্পানি ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারহোল্ডার সকল সদস্যকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত এনএসডিএল মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট আইনের এবং রুলসের বিস্তারিত সংস্থান নিম্নোক্ত মতে :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ (সকাল ৯ টায়, আইএসটি) এবং সমাপ্ত হবে রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বিকেল ৫ টায় আইএসটি) এবং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর অনুমতি দেওয়া হবে না।

২. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম তে ভোটদানের অধিকারের উপযুক্ততার জন্য কাট অফ তারিখ সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নির্ধারিত হয়েছে।

৩. [illegible]

৪. [illegible]

৫. [illegible]

[illegible]

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫



**TITAGARH**

**টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড**
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩
ইমেল : investors@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের **২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার সকাল ১১.৩০ টায় (আই.এস.টি.) অনুষ্ঠিত হবে।** কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মের প্রযোজ্য বিধান মেনে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লিখিত) এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে, ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য, যা সদস্যদের কাছে আলাদাভাবে ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

প্রাসঙ্গিক এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ("এমডিপিএল") এর সাথে নিবন্ধিত। যাদের ইমেল ঠিকানা উপরে উল্লিখিত হিসাবে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির ওয়েবসাইটের ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যাবে। ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এও পাওয়া যাবে। বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবেন।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিধি), ২০১৪-এর নিয়ম ২০ সহ পঠিত আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে অর্থাৎ, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং উভয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা পাবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশে দেওয়া হবে।

যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেন বা যাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত নয়, তারা এমডিপিএল-এর ওয়েবসাইট **https://mdpl.in/form**-এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের পরে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

অধিকন্তু, সদস্যদের নীচে উল্লিখিত তথ্য নিবন্ধন এবং আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

- **ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা :** তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাংক আবশ্যিকভাবে সরাসরি আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করুন।
- **ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা :** সেবি সার্কুলার অনুসারে, ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান বাধ্যতামূলক। এমডিপিএল-এর ওয়েবসাইট **www.mdpl.in**-এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এই বিবরণগুলি আপডেট/নিবন্ধন করা যেতে পারে।

ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি তার সার্কুলার অনুসারে বাধ্যতামূলক করেছে যে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, সদস্যদের (ভৌত আকারে শেয়ারধারী) লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করা হবে। আরটিএ-তে কেওয়াইসি, যোগাযোগ এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ প্রদানের পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।

সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে, আয়কর আইন ১৯৬১ অনুসারে, যা ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ থেকে সংশোধিত, কোনও কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বিতরণ করা লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। সেই অনুযায়ী, উক্ত বিধান মেনে, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলে, উৎসে কর (টিডিএস) কর্তনের পর লভ্যাংশ প্রদান করবে। হোল্ডিং ট্যাক্সের হার শেয়ারহোল্ডারদের আবাসিক অবস্থা এবং তাদের দ্বারা জমা দেওয়া এবং কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত যোগ্য নথির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে। সদস্যদের এতদ্বারা নোটিশ এবং কোম্পানি কর্তৃক এই বিষয়ে করা যোগাযোগের উল্লেখ করতে এবং এতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১০ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নাম নির্ধারণের জন্য কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য এবং সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

**টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**আদিত্য পুরোহিত**
**কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
**এম নং : এসিএস ২৭৮২৫**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫**

# মালদায় শুটআউট, গুলিবিদ্ধ ছাত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ফের প্রকাশ্যে রাস্তায় শুটআউটের ঘটনা ঘটল মালদার মোথাবাড়িতে। বন্ধুকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ওপর আরেক বন্ধুর বিরুদ্ধে। সোমবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর এলাকায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রকে রাতে ভর্তি করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় হামলাকারী রাজ শেখের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন গুলিবিদ্ধ ছাত্রের পরিবার। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ ওই ছাত্রের বুকের বাম দিকে গভীর ক্ষত রয়েছে। প্রচুর পরিমানে রক্তক্ষরণ হওয়ায় শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে, তাই ঘটনার দিন রাতেই গুলিবিদ্ধ ওই রোগীকে কলকাতার রেফার করে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ছাত্রের নাম আব্দুল সাহিদ (১৮)। সে বাঙ্গিটোলা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। পঞ্চানন্দপুর থেকে কিছুটা দূরেই সাকুল্লাপুর এলাকায় ওই ছাত্রের বাড়ি। গুলিবিদ্ধ ছাত্রের মা রিনা বিবি বলেন, 'এদিন রাতে ছেলেকে মোবাইলে ফোন করে ডাকে এই এলাকারই যুবক রাজ শেখ। ওই ছেলেটি বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি এলাকার অনেক তৃণমূল নেতাদের সঙ্গেও ওকে মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। যদিও আমার ছেলের সঙ্গে তেমন মেলামেশা ছিল না। কিন্তু এদিন হঠাৎ করেই ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি করে খুনের চেষ্টা চালায়। কী কারণে আমার ছেলেকে গুলি করা হল, আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

গুলিবিদ্ধ ছাত্রের বাবা তাহির শেখ বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এলাকায় বোমাবাজি, সন্ত্রাসের বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। হামলাকারী রাজ শেখের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' অন্যদিকে কালিয়াচক ২ ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি তাহিদুর রহমান বলেন, 'ওরা দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কী কারণে এই গোলমাল তা বলতে পারব না। তবে দলের সঙ্গে অভিযুক্তের কোনও সম্পর্ক নেই।' মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'দামী কোনও মোবাইল কেনা নিয়ে ওই দুই বন্ধুর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে গোলমাল চলছিল। সেখান থেকেই হয়তো এদিনের এই গুলিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। যদিও পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ।'

# হাসপাতাল চত্বরে মাদক সেবনে গুনতে হবে মোটা টাকা জরিমানা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** এবার থেকে হসপিটাল চত্বরে তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করলেই গুনতে হবে ২০০ টাকা ফাইন। আগেই কালনা মহকুমা হসপিটালে লাগানো হয়েছে পোস্টার। মঙ্গলবার জেলা টোবাকো কন্ট্রোলের তরফে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল কালনা মহকুমা হসপিটালে আসেন। হসপিটাল চত্বরে ধূমপান করা ব্যক্তিদের হাতেনাতে ধরে তাঁদেরকে ফাইন করা হয়। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা হসপিটালের সহকারী সুপার এবং কালনা হসপিটালের ক্যাম্পের পুলিশ কর্মীরা। কালনা হসপিটাল চত্বরে বিভিন্ন দোকানে, এমনকি হসপিটালের মধ্যে থাকা ক্যান্টিনে ধূমপান জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি হওয়াকে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে পুলিশের তর্ক হতেও দেখা যায় এদিন। জেলা টোবাকো কন্ট্রোল দপ্তরের তরফে সুবর্ণময়ী সামন্ত বলেন, 'আমরা জেলায় বিভিন্ন হসপিটালে এইরকম অ্যাওয়ারনেস চালিয়েছি, সেখানে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এই বিষয়টি।'

# জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আহত চালক -সহ চার যাত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** জাতীয় সড়কে একটি লরিকে পাশ দিতে গিয়ে ডিভাইডারের ওপর চেপে গেল কলকাতাগামী ভলভো বাস। সৌভাগ্যবশত অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বহু যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ের সামনে টিবি হসপিটালের কাছে ১৯

নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। কলকাতা থেকে আসানসোলগামী যাত্রীবোঝাই শ্যামলী ভলবো বাস পড়ল দুর্ঘটনার কবলে। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেও এই ঘটনায় চারজন যাত্রী-সহ বাসে চালক আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, এদিন যাত্রীবোঝাই ভলভো বাসটি কলকাতা থেকে আসানসোল অভিমুখে আসার সময় টিবি হাসপাতালের কাছে একটি পণ্যবোঝাই দশ চাকার ট্রাকের পাশাপাশি যাচ্ছিল, হঠাৎ ট্রাকটি চলতে চলতে অন্য ট্র্যাকে যেতে গেলেই ঘটে বিপত্তি। দ্রুতগতিতে আসা ভলভো বাসটিকে ট্রাকটির মাঝ বরাবর ধাক্কা মারলে, বাসটি ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ভলভো বাসের কেবিন পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেই কেবিনের মধ্যে থাকা চারজন যাত্রী-সহ বাসের চালকও আহত হন। রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার পরই লরি ফেলে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ লরি ও বাসটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।


**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India**

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[ দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

**হলদিয়া শাখা, হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, পো- খানজানচক হলদিয়া থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ**

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৪.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স এস ডি কনস্ট্রাকশন, স্বত্বাধিকারী - শ্রী দেব কুমার দাস,** পিতা সূর্য কুমার দাস কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৩১,৯৭৭.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার নশো সাতাত্তর টাকা) ৩০.০৫.২০২৫ থেকে** কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়ের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ আগস্ট ২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৪,৩১,৯৭৭.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার নশো সাতাত্তর টাকা)** (মূল এবং ৩০.০৫.২০২৫ থেকে সুদ সহ বকেয়া সহ) **৩০.০৫.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

| | |
|---|---|
| **বন্ধকদাতার নাম :** | **দেব কুমার দাস** |
| **বন্ধকদাতার ঠিকানা :** | গ্রাম : জামালচক, পো : শিবরামনগর, থানা : সুতাহাটা, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬০২ |
| **সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ :** | স্বত্ব দলিল নং ১-০৬১১/২০১০ এবং স্বত্ব দলিল নং ১-৪১০৯/২০১০, **স্বত্বাধিকারী দেব কুমার দাস,** পিতা সূর্যানা কুমার দাস, থানা : সুতাহাটা, মৌজা : সুতাহাটা, জেএল নং ০৮, খতিয়ান নং ২১৫৪, প্লট নং ১১৭২, ১১৭৪, আরএস এবং এলআর জমির এরিয়া : ০.০২০-৬.০০-২.০০ অর্থাৎ ৮.৪৭৮ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাস্তু, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর। |
| **চৌহদ্দি :** | উত্তরে : প্লট নং ১১৭৪; দক্ষিণে : প্লট নং ১১৭২; পূর্বে : প্লট নং ১১৮২; পশ্চিমে : বরম পাথ ওয়ে। |

তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫
স্থান : হলদিয়া
কুমার মানস (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - ৪ - এ রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]**
**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুবুদ্ধিপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **১০.০৯.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুবুদ্ধিপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৭০,৬৬,৫৫৭.৭১ টাকা** (সত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) **১৫.১০.২০১৯** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স শান্তি অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** পালপাড়া ক্যানিং রোড, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৪৪ -এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) **১. মেসার্স শান্তি এগ্রোটেক প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা)** পালপাড়া ক্যানিং রোড, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৪৪।<br>**২. শ্রী গৌতম দে (ডিরেক্টর/ জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত নৃপেন্দ্র নারায়ণ দে, বিশালাক্ষীতলা, বালান, পোঃঅঃ ও থানা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৪৪।<br>**৩. শ্রী দেবশংকর রায় চৌধুরী (ডিরেক্টর ও জামিনদার),** পিতা- কমল রায় চৌধুরী, রাজবল্লভ ভবন, রাসমঠ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৪৪।<br>**খ) সুবুদ্ধিপুর শাখা** | **শ্রী গৌতম দে (ডিরেক্টর)-এর নামে** স্থাবর সম্পত্তি (জমি ও বিল্ডিং) -এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার পরিমাপ ০৪ কাঠা ১১.০০ বর্গফুট, দাগ নং ১৫২৬১, আর.এস. নং ৭১, খতিয়ান নং ২৪৩৬, জে.এল. নং ৩১, হোল্ডিং নং ১৪৮৪/১৬৩, তৌজি নং ২৫০৬, পালপাড়া, ক্যানিং রোড-এ, মদারাট গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা, পোঃঅঃ ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ -এর অধীন। **চৌহদ্দি:-** উত্তর:- দাগ নং ১৫২৬১ -এর জমি দ্বারা, দক্ষিণ:- শ্রীমতি বনানী দে-এর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব:- ০৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পশ্চিম:- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা । | **৭০,৬৬,৫৫৭.৭১ টাকা** (সত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) ১৫.১০.২০১৯ অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ | **ক) ৩৩,৩৫,০০০.০০ টাকা (*)** (তেত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ৩,৩৩,৫০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB50265045357**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৮১০০০ ০২০২১**

( ) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

**পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৮.২০২৫ থেকে ০৯.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ১২.০৮.২০২৫ / স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১) ]**
**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে**
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাসেল স্ট্রিট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাসেল স্ট্রিট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৫,৩৩,৩৭৭.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ তেত্রিশ হাজার তিনশ সাতাত্তর টাকা) ১৪.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং **১৫.০৭.২০২৫** থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়ের জন্য **শ্রী পিন্টু পাখিরা (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মৌসুমী দাস(ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)** চণ্ডীতলা মহেশতলা (এম) সারাঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্রম নং. | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক) **১. শ্রী পিন্টু পাখিরা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা আনন্দ কুমার পাখিরা, চণ্ডীতলা মহেশতলা (এম), সারঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭,<br>**২) শ্রীমতি মৌসুমী দাস (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা),** চণ্ডীতলা মহেশতলা (এম), সারঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭।<br>**খ) শাখা : রাসেল স্ট্রিট।** | **সম্পত্তি -১ :** বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, তিনতলায় (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) পরিমাপ ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-তিন তলা বসবাসের ভবন সকল অংশ জমির পরিমাপ ০৯ কাঠা ০৭ ছটাক ১৭ বর্গফুট, অবস্থিত বজ বজ পুরসভার হোল্ডিং নং এন-৪৯/১/এ, অধর দাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, মৌজা -গড়ভুক্ত নন্দনপুর, পরগনা-বালিয়া,তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ৩৩, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৪৩৩, এলআর দাগ নং ৫৭২, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, ৬৬২০, ৬৬১৯, ৬৬১৭, এবং ৬৬১৬,থানা : বজ বজ, কলকাতা -৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৩ ফুট চওড়া অধর দাসরোড; **দক্ষিণে :** চুমকি গুপ্তার অবশিষ্ট জমি; **পূর্বে :** অলোক মন্ডলের ভবন; **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ শ্রীমতি মৌসুমী দাসের নামে। | **২৫,৩৩,৩৭৭.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ তেত্রিশ হাজার তিনশ সাতাত্তর টাকা) ১৪.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং **১৫.০৭.২০২৫** থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ | ক) **২৩,০১,৯৩০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ এক হাজার নশো তিরিশ টাকা)<br>খ) **২,৩০,১৯৩.০০ টাকা** (দুই লাখ তিরিশ হাজার একশ তিরানব্বই টাকা)<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) **IDIB7730337885A**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই**<br>চ) **প্রতীকী দখলীকৃত** |
| | | **সম্পত্তি -২ :** বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি,তিনতলায় (উত্তর পশ্চিম দিকে) পরিমাপ ৯৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-তিনতলা বসবাসের ভবনের সকল অংশ পরিমাপ ০৯ কাঠা ০৭ ছটাক ১৭ বর্গফুট, অবস্থিত বজ বজ পুরসভার হোল্ডিং নং এন-৪৯/১/এ, অধর দাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, মৌজা -গড়ভুক্ত নন্দনপুর, পরগনা-বালিয়া,তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ৩৩, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৪৩৩, এলআর দাগ নং ৫৭২, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, ৬৬২০, ৬৬১৯, ৬৬১৭, এবং ৬৬১৬, থানা : বজ বজ, কলকাতা -৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৩ ফুট চওড়া অধর দাসরোড; **দক্ষিণে :** চুমকি গুপ্তার অবশিষ্ট জমি; **পূর্বে :** অলোক মন্ডলের ভবন; **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ শ্রীমতি মৌসুমী দাসের নামে। | | ক) **২৮,৯৫,৭৫০.০০ টাকা (*)** (আঠাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকা)<br>খ) **২,৮৯,৫৭৫.০০ টাকা** (দুই লাখ উননব্বই হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা)<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) **IDIB7730337885B**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই**<br>চ) **প্রতীকী দখলীকৃত** |

**যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ১৯.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ - ১৫.০৭.২০২৫, স্থান- কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India**

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank co in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে **৩১.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী সোমা মুখার্জি,** স্বামী শ্রী সাধন মুখার্জি এবং **জামিনদাতা - শ্রী সাধন মুখার্জি,** পিতা সুধীর মুখার্জি উভয়ের ঠিকানা - কেডি সরণি - ১, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩৪৭ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭১,৯২,৮৬১.২৫ টাকা** (একাত্তর লাখ বিরানব্বই হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪.০৮.২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **৭১,৯২,৮৬১.২৫ টাকা** (একাত্তর লাখ বিরানব্বই হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা **৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।

**সম্পত্তির তফশিল**
**সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি সোমা মুখার্জি,** স্বামী শ্রী সাধন মুখার্জি এবং **শ্রী সাধন মুখার্জি,** পিতা সুধীর মুখার্জি।
**সম্পত্তির ধরন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি এবং ভবন।
**সম্পত্তির নথির ধরন :** দান দলিল নং ৬০২, তারিখ ০৪.০৩.২০০৫, এবং দান দলিল নং ৮৫১, তারিখ ২২.০২.২০২১
**সম্পত্তির ঠিকানা :** কেডি সরণি-১, গিরজাপাড়া, রানিগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩৪৭।

| এস আর | মৌজা | শ্রেণি | হোল্ডিং নং |
|---|---|---|---|
| রানিগঞ্জ | রানিগঞ্জ | বাস্তু | ১২৭/এ, ১২৭/এ/১ |
| **এলআর খতিয়ান নং** | **জেএল নং** | **এলআর প্লট নং** | **আরএস প্লট নং** |
| ১৪২৮৮, ১৯২০২ | ২৪ | ৬৪১৪ | ৪৭৬৫ |

| এরিয়া | জেলা | পো এবং থানা | পিন |
|---|---|---|---|
| ৮.২ ডেসিমেল ২১৬২ বর্গফুট দেতলা বসবাসের ভবন সহ, | পশ্চিম বর্ধমান | রানিগঞ্জ | ৭১৩৩৪৭ |

**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমতি উর্মিলা পান্ডে এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্রীমতি অর্চ্চনা পান্ডে এর সম্পত্তি, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ - ১৪.০৮.২০২৫
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড**
৭/১, লর্ডস বিল্ডিং, লর্ডস সিনহা রোড, কলকাতা. ৭০০ ০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) অনুযায়ী বন্ধক রাখা সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

**১. শ্রী অরিন্দম দে (ঋণগ্রহীতা)**
ঠিকানা- গান্টি সারদা পল্লি, রাজঘাট, গোপালপুর(এম), উত্তর ২৪ পরগনা, আরবান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০ ১৩২.
**২. শ্রীমতী পম্পা দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)**
ঠিকানা- গান্টি সারদা পল্লি, রাজঘাট, গোপালপুর(এম), উত্তর ২৪ পরগনা, আরবান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০ ১৩২.
প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,
**বিষয়: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) অনুযায়ী বন্ধক রাখা সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।**
**রেফা. :** কন্ট্রাক্ট নং WB/KLK/KLKT/A000000092, WB/KLK/KLKT/A000000399
এটি হল সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সংক্ষেপে 'সারফায়েসি অ্যাক্ট') এর সেকশন ১৩(২) অনুযায়ী অনুমোদিত অফিসার মৃণাল দাস (অতঃপর 'দ্য এফআই' হিসাবে উল্লিখিত ) দ্বারা ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে জারি করা আমাদের ডিমান্ড নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ও বন্ধকদাতাকে নীচের সারণি অনুসারে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল,

| ক্রমিক নং | ডিমান্ড নোটিশ তারিখ এবং ক্রমিক নং | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ২৬.০৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ এবং পরবর্তী সুদ ও চার্জ সহ |
|---|---|---|---|
| ১. | ২৬.০৬.২০২৩ | WB/KLK/KLKT/A000000092 এবং WB/KLK/KLKT/A000000399 | ৬৯,৩৭,৯৯৫/- (উনসত্তর লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) |

এবং এফআই কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুবিধাগুলির অধীনে আপনাদের সকলের দ্বারা প্রদেয়। উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনারা সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
২. এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও আপনারা বকেয়া অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই কারণে, দ্য এফআই-এর অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির (অতঃপর 'সুরক্ষিত সম্পদ' হিসাবে উল্লিখিত) **১৪.০৬.২০২৫** তারিখে বাস্তবিক দখল নিয়েছেন। যদি আপনারা এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নীচের সারণিতে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ, এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে দ্য এফআই সুরক্ষিত সম্পদটির নিলাম প্রকাশ করবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৫) ও ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী সিল করা টেন্ডার/বিড, ই-নিলাম অথবা অন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে তা বিক্রি করা হবে।
৩. সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) অনুযায়ী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১) এর অধীনে জনসাধারণের কাছে ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রির জন্য সুরক্ষিত সম্পদের পাবলিক নিলাম বা দরপত্র বা কোটেশন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আপনার মুক্তিস্বত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, সুরক্ষিত সম্পদটি পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে অথবা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৫) ও ৯(১) এর বিধান অনুযায়ী 'যেখানে যেমন আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যদি না আমরা এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত নীচের সারণিতে উল্লেখিত সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ, তার সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ সহ, পেয়ে যাই।
৪. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ব্যাঙ্ক আপনাকে সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য ৩০ দিনের সময় দিয়েছে। যদি আপনারা উপরে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে এই নোটিশ জারির ৩০ দিন পর ব্যাঙ্ক নিলাম প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। যদি নীচের সারণি অনুযায়ী বকেয়া অর্থ, তার সাথে পরবর্তী চার্জ এবং সুদ সহ, না পাওয়া যায়, তবে **হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড** সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৫) ও ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ 'যেখানে যেমন আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রির জন্য নিলাম প্রকাশ করবে।

| ক্রমিক নং | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | পরবর্তী সুদ ও চার্জ সহ বকেয়া অর্থের পরিমাণ | বকেয়া অর্থের পরিমাণ যে তারিখ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| ১. | WB/KLK/KLKT/A000000092 এবং WB/KLK/KLKT/A000000399 | ৮৪,০০,০০০/- (চুরাশি লক্ষ টাকা মাত্র) | ০১.০৭.২০২৫ |

৫. ব্যাঙ্ক আগামী ২০-০৮-২০২৫ তারিখে মর্নিং ইন্ডিয়া (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) সংবাদপত্রে নিচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

| ক্র. নং. | বিশদ | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১. | সুরক্ষিত ঋণ | ৮৪,০০,০০০/- টাকা (চুরাশি লক্ষ টাকা মাত্র, ০১.০৭.২০২৫ তারিখের হিসাবে) পরবর্তী সুদ সংবিধিবদ্ধ খরচ আইনি খরচ অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক চার্জ। |
| ২. | টেন্ডার খোলার তারিখ | ১৯.০৯.২০২৫ |
| ৩. | পরিদর্শনের তারিখ | ৪ঠা এবং ৫ই আগস্ট |
| ৪. | নথিপত্র যাচাই / টেন্ডার খোলার স্থান | মেসার্স হিন্দুজা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড। লর্ডস বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৭/১, লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭১। |
| ৫. | টেন্ডার খোলার সময় | দুপুর ২.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত (পাঁচ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ) |
| ৬. | বায়না জমা | ৮,৪০,০০০/- টাকা |
| ৭. | ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
| ৮. | নিলামের মাধ্যম | টেন্ডার |
| ৯. | সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য | ৮৪,০০,০০০/- টাকা |

**সম্পত্তির বিবরণ**

প্রায় ৬ ডেসিমেল বা সামান্য কম বেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- গান্টি, জে.এল. নং- ০১, আর.এস. খতিয়ান নং- ৬১ ও ২৮১ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৭৪ এর অন্তর্গত। আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০-এর প্লট নং 'ডি' যা থানা- এয়ারপোর্ট-এর অধীনে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। যার চতুর্সীমা- উত্তরে- শ্রী হর পাল এবং শ্রী বিষ্ণু দে-র সম্পত্তি। দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা এবং শ্রী অধীর দে-র সম্পত্তি। পূর্বে- শ্রী সোমনাথ শ্রীমানী-র সম্পত্তি। পশ্চিমে- দাগ নং ২১-এর শ্রী সমরেশ দে-র সম্পত্তি এবং সাধারণ রাস্তা। **এবং** প্রায় ১ কাঠা ৬ ছটাক বা সামান্য কম বেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- গান্টি, জে.এল. নং- ০১, আর.এস. নং- ১১৮, তৌজি নং- ১০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ১৭৬১ এর অন্তর্গত। আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০-এর প্লট নং 'সি' যা থানা- এয়ারপোর্ট-এর অধীনে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। যার চতুর্সীমা- উত্তরে- দাগ নং ২০ স্কিম প্লট নং 'ডি' এর সম্পত্তি। দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা এবং তারপর শ্রীমতী শিপ্রা দে-র সম্পত্তি। পূর্বে- শ্রী সোমনাথ শ্রীমানী-র সম্পত্তি। পশ্চিমে- শ্রী সমরেশ দে-র সম্পত্তি।

৭. ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে মুক্তিস্বত্বের সুযোগ থাকবে, এই ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যাঙ্ক নিলামের প্রক্রিয়া শুরু করবে। অতএব, যদি আপনারা এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এফআই-কে বকেয়া অর্থ, তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং এফআই দ্বারা খরচ হওয়া অর্থ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, এবং আপনারা সারফায়েসি আইনের ১৩(৮) ধারা অনুযায়ী আপনাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।
অনুগ্রহ করে এই নোটিশটিকে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮, ক্লজ (৬) অনুযায়ী একটি নোটিশ হিসাবে গণ্য করুন, যা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আপনাদেরকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দিচ্ছে।

**দ্রষ্টব্য**

১. ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন এফআই-এর দখলে থাকা সম্পত্তি থেকে তাদের অস্থাবর সম্পদ (যদি থাকে) সরিয়ে নেন।
২. নিলামের বিশদ বিবরণ দুটি প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের আরটিজিএস/এনইএফটি হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড অ্যাকাউন্ট নং- HHFLTDWBKLKKLKTA092, আইএফএসসি কোড- HDFC0004989, অথবা ডিডি যা হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেডের পক্ষে প্রদেয় হবে।
**৬. আরও বিশদ এবং জিজ্ঞাসার জন্য, অনুমোদিত অফিসার, হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড- এমএস. মৃণাল দাস -এর সাথে যোগাযোগ করুন। মোবাইল নং- ৭৪৭৭৮৫৮১৮৫, ইমেল: mrinaldas m@hindujahousingfinance com।**
৭. সফল দরদাতাকে নিলামের দিনেই তার পক্ষে গৃহীত দরপত্রের ২৫% (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং বাকি ৭৫% অর্থ বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ডিডি/পে অর্ডার/এনইএফটি/আরটিজিএস/চেক এর মাধ্যমে **হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেডের** অনুকূলে জমা দিতে হবে।
৮. সফল দরদাতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরে উল্লিখিত অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে বিক্রি বাতিল করা হবে এবং ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া অর্থ (ইএমডিসহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রির জন্য তোলা হবে।
৯. সফল দরদাতার অনুরোধে, অনুমোদিত অফিসার তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে অবশিষ্ট বিডের অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করতে পারেন।
১০. সফল দরদাতাকে বিক্রিত মূল্যের ১% টিডিএস হিসাবে (বিক্রয় লব্ধ থেকে) প্রদান করতে হবে এবং অনুমোদিত অফিসারকে টিডিএস সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং অফার গ্রহণের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অথবা অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে, (টিডিএস বাবদ ১% কর্তনের পর) সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য ইএমডি সমন্বয় করে জমা দিতে হবে, অন্যথায় বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১. পৌরসভার/পঞ্চায়েতের কর, বিদ্যুতের বকেয়া (যদি থাকে) এবং অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া (যদি থাকে) সফল দরদাতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট জারি করার আগে পরিশোধ করতে হবে। সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া বিবেচনা করে দরপত্র জমা দিতে হবে।
১২. বিক্রয় সার্টিফিকেট শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য/বিডের অর্থ জমা দেওয়ার পর এবং সমস্ত কর/চার্জ পরিশোধের প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিলের পর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৩. হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১৪. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ না দর্শিয়ে ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া স্থগিত/বাতিল করতে পারেন। যদি নির্ধারিত বিক্রয় তারিখের ১৫ দিন আগে ই-নিলাম স্থগিত করা হয়, তাহলে তা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
অনুমোদিত অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।
যে সমস্ত দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তাদের ধরে নেওয়া হবে যে তারা সবকিছু নিয়মাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন।

তারিখ: ২০.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অথরাইজড অফিসার
হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড

*THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.*

SECURITY SOLUTIONS
FACILITY MANAGEMENT

# NIS MANAGEMENT LIMITED

Scan this QR to view the RHP

**CIN: U74110WB2006PLC108679**

Our Company was originally incorporated as "NIS Management Private Limited" under the Companies Act, 1956, with a Certificate of Incorporation dated March 23, 2006, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. On June 18, 2018, the Company was converted to a Public Limited Company following a resolution passed at an Extra-ordinary General Meeting. The Company's name was subsequently changed to "NIS Management Limited," and a fresh Certificate of Incorporation was issued on June 27, 2018, reflecting this change. The Corporate Identification Number is U74920WB2006PLC108679. For details of the change in the registered office of our Company, please refer to the chapter titled "Our History and Corporate Matters" beginning on page number 149 of the Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** : 01st Floor, Fl-1A(W) 489 Maduradaha Kalikapur, Kolkata, West Bengal-700107 | **Corporate Office:** N.A
**Tel No:** 91-9836205111 | **Website:** www.nis.co.in | **Email Id:** info@nis.co.in
**Company Secretary & Compliance Officer:** Ms. Ramyani Chatterjee

## PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. DEBAJIT CHOUDHURY, MS. RINA CHOUDHURY, MS. SUSMITA MUKHERJEE, MS. DEBAHUTI CHATTERJEE, AND MS. NITA DEY

## THE OFFER

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 54,06,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF NIS MANAGEMENT LIMITED ("NIS" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("THE OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UPTO 46,62,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 7,44,000 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH BY MR. DEBAJIT CHOUDHURY; (THE "SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS, OUT OF WHICH 3,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF UP TO 50,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.30% AND 25.64 % RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

*(For further details please see section titled **"Offer Procedure"** beginning on **page 256** of the Red Herring Prospectus). A copy of Red Herring Prospectus is delivered for filing to the Registrar of Companies as required under section 26(4) of the Companies Act, 2013.)*

### DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION:

| Name of selling Shareholder | Type | Number of Shares Offered | WACA in Rs. Per equity shares |
|---|---|---|---|
| Mr. Debajit Choudhury | Promoter | Up to 7,44,000 Equity Shares of face value of ₹ 10.00 each | Nil |

# PRICE BAND: ₹ 105/- to ₹ 111/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH

**THE FLOOR PRICE IS 10.5 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 11.1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**

**THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2024-2025 AT THE FLOOR PRICE IS 8.48 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 8.97 TIMES.**

**BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2400 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER**

## OFFER PROGRAMME

**ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: FRIDAY, 22 AUGUST, 2025***
**BID/OFFER OPENS ON: MONDAY, 25 AUGUST, 2025****
**BID/ OFFER CLOSES ON: THURSDAY, 28 AUGUST, 2025**#**

**The Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Issue Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*
*** Our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider closing the Bid/Offer Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/ Issue Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulation.*
*#UPI mandate end time and date shall be 5.00pm on the Bid/Issue Closing date.*

### BRIEF DESCRIPTION OF THE ISSUER COMPANY

**Founded in Kolkata in 1985 by Mr. Debajit Choudhury as a sole proprietorship, NIS Management Limited commenced operations with a primary emphasis on delivering security guards and investigative services. Over time, the company expanded its portfolio, securing significant contracts including prominent with esteemed organizations and other major corporate entities. Our company provides the following services such as Security Personnel, CCTV SITC, Integrated Facility Management, Skill Development, Housekeeping Services and Payroll Management**

**The issue is being made pursuant to Chapter IX (Initial Public Offer by Small and Medium Enterprises) of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations) and Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. For further details, please refer to the chapter titled "Offer Procedure" beginning on page 256 of the Red Herring Prospectus. A copy of Red Herring Prospectus is filed with Registrar of Companies, Kolkata as required under section 26 and 32 of Companies Act 2013.**

**THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED('BSE SME'). BSE LIMITED SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.**

### ALLOCATION OF THE OFFER

- **QIB PORTION:** NOT MORE THAN 50% OF NET OFFER
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION:** NOT LESS THAN 15% OF NET OFFER
- **INDIVIDUAL INVESTOR PORTION:** NOT LESS THAN 35% OF NET OFFER
- **RESERVED CATEGORIES:** Up to 3,30,000 EQUITY SHARES or 6.10% OF OFFER SIZE

**IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.**

In accordance with the Recommendation Of the Independent Directors of the Company, pursuant to their resolution dated August 18, 2025 the above provided price is justified based on quantitative factors/KPIs disclosed in the chapter ***"Basis for Offer Price"*** beginning on page 89 of the Red Herring Prospectus vis-a vis the weighted average cost of acquisition(WACA) of primary and secondary transaction as applicable and disclosed in in the chapter ***"Basis for Offer Price"*** beginning on page 89 of the Red Herring Prospectus and provided below in this advertisement.

### RISKS TO INVESTORS

Summary description of key risk factor based on materiality:

- A significant portion of our Total Revenue is attributable to the state of West Bengal.
- Our Revenue from the Security Division and Housekeeping Division contributes significantly to our revenue from operation any loss of business from such services may adversely affect our revenues and profitability.
- There are outstanding legal proceedings. Any adverse outcome in any of these proceedings may adversely affect our reputation, business, financial condition and results of operations.
- We have a large workforce deployed across workplaces and customer premises, consequently we may be exposed to service related claims and losses or employee disruptions that could have an adverse effect on our reputation, business, results of operations and financial condition.
- Our lenders have charge over our movable and immovable properties in respect of finance availed by us and the Directors have provided their personal guarantee for such debt facility availed by us.
- We have to update the name of our Company in some of the statutory approvals, certificates, licenses and registrations due to the change of Status of our Company.
- We are subject to several labour legislations and regulations governing welfares, benefits and training of our employees and we are also a party to several litigations initiated by our former or current employees.
- We are required to obtain, maintain or renew statutory and regulatory licenses (including PSARA Approvals) in respect of our principal business lines, and if we fail to do so, in a timely manner or at all, we may be unable to fully or partially operate our businesses and our results of operations may be adversely affected.
- Our Promoters and one of our Directors have provided personal guarantees for loan facilities obtained by our Company, and any failure or default by our Company to repay such loans in accordance with the terms and conditions of the financing documents could trigger repayment obligations, which may impact the ability of our Promoters and Director to effectively render their duties and thereby, adversely impact our business and operations.
- Our branch offices are not registered in our name and are located on leased premises. There can be no assurance that these lease agreements will be renewed upon termination or that we will be able to obtain other premises on lease on same or similar commercial terms.

### ADDITIONAL INFORMATION

Pre-issue shareholding as at the date of advertisement and post-issue shareholding as at allotment for promoter(s), promoter group and additional top 10 shareholders, in the following format:

| S. No. | Particulars | Pre-Offer | | Post-Offer: At the lower end of the price band (₹105.00) | | Post-Offer: At the upper end of the price band (₹111.00) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Shares | % Holding | No. of Shares | % Holding | No. of Shares | % Holding |
| 1. | Mr. Debajit Choudhury | 1,27,92,448 | 84.51 | 1,20,48,448 | 60.85 | 1,20,48,448 | 60.85 |
| 2. | Ms. Rina Choudhury | 17,37,830 | 11.48 | 17,37,830 | 8.78 | 17,37,830 | 8.78 |
| 3. | Ms. Sushmita Mukherjee | 176 | Negligible | 176 | Negligible | 176 | Negligible |
| 4. | Ms. Nita Dey | 176 | Negligible | 176 | Negligible | 176 | Negligible |
| 5. | Ms. Debahuti Chatterjee | 88 | Negligible | 88 | Negligible | 88 | Negligible |
| | **Total (A)** | **1,45,30,718** | **95.99** | **1,37,86,718** | **69.63** | **1,37,86,718** | **69.63** |
| B) | **Promoter Group** | | | | | | |
| | **Total (B)** | - | - | - | - | | |
| | **Promoter and Promoter Group (A+B)** | 1,45,30,718.00 | 95.99 | 1,37,86,718.00 | 69.63 | 1,37,86,718.00 | 69.63 |
| C) | **Public** | | | | | | |
| 6 | Mr. Anirban Choudhury | 24,818 | 0.16 | 24,818 | 0.13 | 24,818 | 0.13 |
| 7 | Mr. Hemant Gadodia | 2,50,000 | 1.65 | 2,50,000 | 1.26 | 2,50,000 | 1.26 |
| 8 | M/s. Invicta Capserv Private Limited | 1,88,238 | 1.24 | 1,88,238 | 0.95 | 1,88,238 | 0.95 |
| 9 | Mr. Sudesh Garg | 1,44,000 | 0.95 | 1,44,000 | 0.73 | 1,44,000 | 0.73 |
| 10 | Ms. Nilima Neogi | 320 | Negligible | 320 | Negligible | 320 | Negligible |
| | **Total C** | **6,07,376** | **4.01** | **6,07,376** | **3.07** | **6,07,376** | **3.07** |
| 11 | Initial Public Offer | - | - | 54,06,000 | 27.30 | 54,06,000 | 27.30 |
| | **Total D** | - | - | **54,06,000** | **27.30** | **54,06,000** | **27.30** |
| | **Total Shareholding (A+B+C+D)** | **1,51,38,094** | **100.00** | **1,98,00,094** | **100.00** | **1,98,00,094** | **100.00** |

### BASIS FOR OFFER PRICE

Investors should read the following summary with the section titled ***"Risk Factors"***, the details about our Company under the section titled ***"Our Business"*** and its financial statements under the section titled ***"Financial Information"*** beginning on page number 29, 121 and 183 respectively of the Red Herring Prospectus to get a more informed view before making the investment decision. The Price Band, Floor Price, and Offer Price have been determined by the issuer in consultation with the Book Running Lead Manager. The financial data presented in this section are based on our Company's Restated Financial Statements.

#### QUALITATIVE FACTORS

Some of the qualitative factors and our strengths, which form the basis for computing the Offer Price are:

- Established presence and proven track record;
- Decent order book with a government client base;
- Continuous Focus on equipment ownership;
- Strong financial performance; and
- Experienced Promoters and Strong Senior Management Expertise

For details of qualitative factors, please refer to the paragraph ***"Our Competitive Strengths"*** in the chapter titled ***"Our Business"*** beginning on page number 121 of this Red Herring Prospectus.

#### QUANTITATIVE FACTORS

Information presented below relating to the Company is based on the Restated Financial Statements. Some of the quantitative factors which form the basis for computing the price are as follows:

1. **Basic & Diluted Earnings Per Share (EPS), as adjusted for change in capital:**
   ***As per the Restated Standalone Financial Statement:***

After considering the Bonus issue during the current period without retrospective effect for previous financial years

| Year/Period ended | Basic EPS (₹) | Diluted EPS (₹) | Weight |
|---|---|---|---|
| **March 31, 2025** | **10.10** | **10.10** | **3** |
| March 31, 2024 | 21.41 | 21.41 | 2 |
| March 31, 2023 | 18.52 | 18.52 | 1 |
| **Weighted Average*** | **15.27** | **15.27** | |

After considering Bonus issue with retrospective effect *(In terms of Para 44 of AS -20, Earnings per share of current period and earlier years have been adjusted for bonus shares issued during the period)*

| Year/Period ended | Basic EPS (₹) | Diluted EPS (₹) | Weight |
|---|---|---|---|
| **March 31, 2025** | **10.10** | **10.10** | **3** |
| March 31, 2024 | 10.70 | 10.70 | 2 |
| March 31, 2023 | 9.26 | 9.26 | 1 |
| **Weighted Average** | **10.16** | **10.16** | |

***As per the Restated Consolidated Financial Statement:***

After considering the Bonus issue during the current period without retrospective effect for previous financial years

| Year/Period ended | Basic EPS (₹) | Diluted EPS (₹) | Weight |
|---|---|---|---|
| **March 31, 2025** | **12.38** | **12.38** | **3** |
| March 31, 2024 | 25.25 | 25.25 | 2 |
| March 31, 2023 | 22.18 | 22.18 | 1 |
| **Weighted Average*** | **18.30** | **18.30** | |

After considering Bonus issue with retrospective effect *(In terms of Para 44 of AS -20, Earnings per share of current period and earlier years have been adjusted for bonus shares issued during the period)*

| Year/Period ended | Basic EPS (₹) | Diluted EPS (₹) | Weight |
|---|---|---|---|
| **March 31, 2025** | **12.38** | **12.38** | **3** |
| March 31, 2024 | 12.63 | 12.63 | 2 |
| March 31, 2023 | 11.09 | 11.09 | 1 |
| **Weighted Average*** | **12.25** | **12.25** | |

*Weighted Average EPS is calculated based on the EPS for the years ended 31st March 2025, 31st March 2024, and 31st March 2023.

*Note:*
*The ratios have been computed as under:*
*i. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.*
*ii. The face value of each Equity Share is □10.00.*
*iii. Earnings per Share has been calculated in accordance with Accounting Standard 20 – "Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.*
*iv. The above statement should be read with Significant Accounting Policies and the Notes to the Restated Financial Statements.*
*a. Basic EPS = Net Profit after tax, as restated, attributable to the owners of the company divided by weighted average number of equity shares outstanding during the year.*
*b. Diluted EPS = Net Profit after tax, as restated, attributable to the owners of the company divided by weighted average number of diluted equity shares outstanding during the year.*
*c. Weighted average is aggregate of year-wise weighted EPS divided by the aggregate of weights i.e. {(EPS x Weight) for each year} / {Total of weights}*

2. **Price to Earnings (P/E) ratio in relation to Price Band of ₹ 105 to ₹ 111 per Equity Share of face value ₹ 10.00 each fully paid up.**
   **Price to Earning Ratio (P/E) = Offer Price / Restated Earnings Per Share**

| Sr. No. | Particulars | P/E Ratio at the Floor Price (Consolidated) | P/E Ratio at the Cap Price (Consolidated) | P/E Ratio at the Floor Price | P/E Ratio at the Cap Price (Standalone) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2024-2025 | 8.48 | 8.97 | 10.40 | 10.99 |
| 2 | P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2023-2024 | 8.31 | 8.71 | 9.81 | 10.37 |
| 3 | P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2022-2023 | 9.47 | 10.01 | 11.34 | 11.99 |
| 4 | P/E ratio based on the Weighted Average EPS | 8.59 | 9.08 | 10.36 | 10.95 |

*Note: P/E ratio has been computed dividing the price per share by Earnings per Equity Share*

3. **Return on Net Worth (RONW)**
   **Price to Earning Ratio (P/E) = Offer Price / Restated Earnings Per Share**
   ***As per the Restated Standalone Financial Statements:***

| Period/Year ended | RONW (%) | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 11.42% | 3 |
| March 31, 2024 | 13.28% | 2 |
| March 31, 2023 | 13.16% | 1 |
| **Weighted Average** | **12.33%** | |

***As per the Restated Consolidated Financial Statements:***

| Period/Year ended | RONW (%) | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 13.10% | 3 |
| March 31, 2024 | 14.85% | 2 |
| March 31, 2023 | 15.16% | 1 |
| **Weighted Average** | **14.03%** | |

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)

*Notes:*

a) *Return on Net Worth (%) = Net Profit after Taxes (-) Preference Dividend /Average Shareholder's Equity*

b) *Net worth has been computed as a sum of paid-up share capital and other equity*

c) *Weighted average number of Equity Shares is the number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year adjusted by the number of Equity Shares issued during the year multiplied by the time weighting factor. The time weighting factor is the number of days for which the specific shares are outstanding as a proportion of total number of days during the year.*

d) *The Weighted Average Return on Net Worth is a product of Return on Net Worth and respective assigned weight, dividing the resultant by total aggregate weight.*

**4. Net Asset Value per Equity Share**

***Restated Net Assets Value per Equity (₹) = Restated Net Worth at the end of the year / Number of Equity Shares Outstanding***

***As per the Restated Standalone Financial Statements:***

| NAV per Equity Share of ₹10 each | Amount in ₹ | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 93.38 | 3 |
| March 31, 2024 | 172.27 | 2 |
| March 31, 2023 | 150.09 | 1 |
| **Weighted average** | **129.13** | |

After considering Bonus issue with retrospective effect *(In terms of Para 44 of AS -20, Net asset value of current period and earlier years have been adjusted for bonus shares issued during the period):*

| NAV per Equity Share of ₹10 each | Amount in ₹ | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 93.77 | 3 |
| March 31, 2024 | 86.13 | 2 |
| March 31, 2023 | 75.04 | 1 |
| **Weighted average** | **88.11** | |

***As per the Restated Consolidated Financial Statements:***

After considering the Bonus issue during the current period without retrospective effect for previous financial years.

| NAV per Equity Share of ₹10 each | Amount in ₹ | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 100.59 | 3 |
| March 31, 2024 | 183.06 | 2 |
| March 31, 2023 | 157.81 | 1 |
| **Weighted average** | **137.62** | |

After considering Bonus issue with **retrospective** effect *(In terms of Para 44 of AS -20, Net asset value of current period and earlier years have been adjusted for bonus shares issued during the period)*

| NAV per Equity Share of ₹10 each | Amount in ₹ | Weight |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 101.02 | 3 |
| March 31, 2024 | 91.53 | 2 |
| March 31, 2023 | 78.90 | 1 |
| **Weighted average** | **94.17** | |

*The **"Basis for Offer Price"** on page 89 of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the websites of the BRLM- www.shareindia.com for the **"Basis for Offer Price"** updated with the above price band. You can scan QR Code given on the top of this advertisement for the chapter titled **"Basis for Offer Price"** on page 89 of the Red Herring Prospectus.*

**INDICATIVE TIMELINES FOR THE OFFER:**

| EVENT | INDICATIVE DATES |
|---|---|
| Anchor Investor Bidding Date | Friday, 22 August, 2025 * |
| Bid/Offer Opens On | Monday, 25 August, 2025 |
| Bid/ Offer Closes On | Thursday, 28 August, 2025 |
| Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1) | On or about Friday, 29 August, 2025 |
| Initiation of Allotment/Refunds/Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI linked bank accounts (T+2) | On or about Monday, September 01, 2025 |
| Credit of Shares in Demat accounts of allottees (T+2) | On or about Monday, September 01, 2025 |
| Commencement of trading of the Equity Shares on the Designated Stock Exchange (T+3) | On or about Tuesday, September 02, 2025 |

**The Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*

This Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹2,00,000 and up to ₹10,00,000 ; and (b) two third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10,00,000, provided that the unsubscribed portion in either of such subcategories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders are required to participate in the Offer by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Offer Procedure" on page 256 of Red Herring Prospectus.

## KEY FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE INDICATORS ("KPIS")

Key Performance Indicators (KPIs) are imperative to the Financial and Operational performance evaluation of the company. However, the KPIs disclosed below shall not be considered in isolation or as substitute to the Restated Financial Statements. In the opinion of our Management, the KPIs disclosed below shall be supplementary tools to the investor for evaluation of the company.

The KPIs disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee dated August 01, 2025 and the members of the Audit Committee have verified the details of all KPIs pertaining to the Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPIs pertaining to our Company that have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of the Red Herring Prospectus. Further, the KPIs herein have been certified by M/s. For KGRS, Chartered Accountants by their certificate dated August 01,2025 having UDIN:25309841BMMAAA8248.

The KPIs of our Company have been disclosed in the sections "Our Business" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" starting on page numbers 121 and 184, respectively. We have described and defined the KPIs, as applicable, in "Definitions and Abbreviations" beginning on page number 3.

Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section on a periodic basis, at least once in a year (or any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration of one year after the date of listing of the Equity Shares on the Stock Exchange or till the complete utilization of the proceeds of the Fresh Issue as per the disclosure made in the Objects of the Offer Section, whichever is later or for such other duration as may be required under the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

Set forth below are KPIs which have been used historically by our Company to understand and analyse the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals of the Company that have a bearing for arriving at the Basis for the Issue Price.

Key metrics like growth, EBIDTA Margin, PAT Margin and few balance sheet ratio are monitored on a periodic basic for evaluating the overall performance of our Company.

**KPI indicators (Standalone)**

**(Amount in ₹ lakhs, except EPS, % and ratios)**

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Revenue from Operations[1] | 37,393.07 | 35,266.12 | 30,509.33 |
| EBITDA [2] | 2,075.92 | 2,650.69 | 2,279.34 |
| EBITDA Margin [3] | 5.55% | 7.52% | 7.47% |
| Net Profits after Tax (PAT) [4] | 1,522.94 | 1,558.07 | 1,348.06 |
| PAT Margin/ Net Profit Margin [5] | 4.07% | 4.42% | 4.42% |
| Total Equity Fund / Net Worth [6] | 13,336.67 | 11,730.42 | 10,243.60 |
| ROE/ Return on Net-Worth [7] | 11.42% | 13.28% | 13.16% |
| Capital Employed [8] | 14,479.65 | 13,254.40 | 12,167.32 |
| ROCE/ Return on Capital Employed [9] | 10.90% | 14.39% | 13.30% |
| Debt/Equity Ratio[10](Leverage Ratio) | 0.47 | 0.55 | 0.60 |
| Current Ratio [11] | 2.47 | 2.40 | 2.50 |

**KPI indicators (Consolidated)**

**(Amount in ₹ lakhs, except EPS, % and ratios)**

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Revenue from Operations[1] | 40,217.44 | 37,799.24 | 34,064.14 |
| EBITDA [2] | 2,630.31 | 3,112.07 | 2,832.22 |
| EBITDA Margin [3] | 6.54% | 8.23% | 8.31% |
| Net Profits after Tax (PAT) [4] | 1,866.68 | 1,837.80 | 1,613.90 |
| PAT Margin/ Net Profit Margin [5] | 4.64% | 4.86% | 4.74% |
| Total Equity Fund / Net Worth [6] | 14,247.00 | 12,374.46 | 10,647.90 |
| ROE/ Return on Net-Worth [7] | 13.10% | 14.85% | 15.16% |
| Capital Employed [8] | 15,400.81 | 14,312.86 | 13,056.71 |
| ROCE/ Return on Capital Employed [9] | 17.63% | 22.11% | 21.27% |
| Debt/Equity Ratio[10](Leverage Ratio) | 0.55 | 0.69 | 0.76 |
| Current Ratio [11] | 2.30 | 2.18 | 2.20 |

***Notes:***

1. *Revenue from operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements.*
2. *EBITDA means Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization expense, which has been arrived at by obtaining the profit/ (loss) before exceptional items and tax for the year/period and adding back finance costs, depreciation, and amortization expense.*
3. *EBITDA margin is calculated as EBITDA as a percentage of revenue from operations.*
4. *Net Profit after tax represents the restated profits of the Company after deducting all expenses and taxes.*
5. *Net Profit margin is calculated as restated net profit after tax for the year/period divided by revenue from operations.*
6. *Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and other equity (excluding capital reserves) attributable to the shareholders.*
7. *Return on Net Worth (%) is calculated as Net Profit after tax attributable to owner of the company, as restated for the end of the year/ period divided by Average Net worth as at the end of the year/period. Average net worth means the average of the net worth of the current and previous financial year/period. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and other equity (excluding capital reserves) attributable to the owners.*
8. *Capital employed is calculated as the total equity, including non-controlling interest, total debt (including borrowings and lease liabilities) and deferred tax liabilities (net of deferred tax assets)*
9. *Return on capital employed is calculated as Earnings before interest and taxes divided by average capital employed (average capital employed is calculated as average of the total equity, including non-controlling interest, total debt (including borrowings and lease liabilities) and deferred tax liabilities (net of deferred tax assets) of the current and previous financial year/period.*
10. *Debt-equity ratio is calculated by dividing total debt by total equity. Total debt represents long term and short- term borrowings, including lease liabilities. Total equity includes the aggregate value of the paid-up share capital, other equity and the non-controlling interest.*
11. *Current ratio is calculated by dividing the current assets by current liabilities.*

**Explanation for KPI metrics:**

| | |
|---|---|
| **Revenue from Operations** | Revenue from Operations is used to track the revenue profile of the business and in turn helps assess the overall financial performance of the Company and size of the business. |
| **EBITDA** | EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business. |
| **EBITDA Margin** | EBITDA Margin (%) is an indicator of the operational profitability and financial performance of the business. |
| **Net Profits after Tax (PAT)** | Profit after tax provides information regarding the overall profitability of the business. |
| **PAT Margin/ Net Profit Margin** | PAT Margin (%) is an indicator of the overall profitability and financial performance of the business. |
| **Total Equity Fund / Net Worth** | Net worth is used to ascertain the total value created by the entity and provides a snapshot of current financial position of the entity. |
| **ROE/ Return on Net- Worth** | Return on Net Worth provides how efficiently Company generates profits from shareholders' funds. |
| **Capital Employed** | Capital employed can also refer to the value of all the assets used by a company to generate earnings. |
| **ROCE/Return on Capital Employed** | Return on Capital Employed provides how efficiently the Company generates earnings from the capital employed in the business. |
| **Debt/Equity Ratio** | Debt- equity ratio is a gearing ratio which compares shareholder's equity to company debt to assess the company's amount of leverage and financial stability. |
| **Current Ratio** | Current Ratio is a liquidity ratio that indicates the company's ability to meet its short-term obligations. |

**01. GAAP Financial Measures**

GAAP Financial measures are numerical measures that are disclosed by the issuer company in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) applicable for the issuer company i.e., measures disclosed in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") or Accounting Standards ("AS") notified in accordance with Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"). These measures are generally disclosed in the financial statements of the issuer company.

***Based on Restated financial statements (Consolidated)***

**(₹ lakhs)**

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Revenue from operations | 40,217.44 | 37,799.24 | 34,064.14 |
| Profit after tax | 1,866.68 | 1,837.80 | 1,613.90 |
| Net Cash flow from operating activities | 1,488.04 | 1,201.83 | 1,102.96 |
| Net Cash Flow from investing activities | (583.73) | 130.75 | (288.47) |
| Net Cash Flow from financing activities | 1,568.40 | (521.86) | (754.03) |
| Net Change in Cash and cash equivalents | 2,486.65 | 3,150.75 | 2,340.03 |

***Based on Restated financial statements (Standalone)***

**(₹ lakhs)**

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Revenue from operations | 37,393.07 | 35,266.12 | 30,509.33 |
| Profit after tax | 1,522.94 | 1,558.07 | 1,348.06 |
| Net Cash flow from operating activities | 683.18 | 1,091.56 | 864.65 |
| Net Cash Flow from investing activities | (216.02) | 48.42 | 240.57 |
| Net Cash Flow from financing activities | (931.55) | (412.44) | (719.45) |
| Net Change in Cash and cash equivalents | 2,040.18 | 2,504.57 | 1,777.04 |

**02. Non- GAAP Financial measures**

Non-GAAP Financial measures are numerical measures of the Technical Guide on Disclosure and Reporting of KPIs issuer company's historical financial performance, financial position, or cash flows that:

Exclude amounts, or are subject to adjustments that have the effect of excluding amounts, that are included in the most directly comparable measures calculated and presented in accordance with GAAP in the financial statements of the issuer company; or

Include amounts or are subject to adjustments that have the effect of including amounts, that are excluded from the most directly comparable measures so calculated and presented. Such adjustment items should be based on the audited line items only, which are included in the financial statements. These Non-GAAP Financial measures are items which are not defined under Ind AS or AS, as applicable. Generally, if the issuer company takes a commonly understood or defined GAAP amount and removes or adds a component of that amount that is also presented in the financial statements, the resulting amount is considered a Non- GAAP Financial measure. As a simplified example, if the issuer company discloses net income less restructuring charges and loss on debt extinguishment (having determined all amounts in accordance with GAAP), the resulting performance amount, which may be labelled "Adjusted Net Income," is a Non-GAAP Financial measure.

***Based on Restated financial statements (Standalone)***

***(in ₹ lakhs, except %)***

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| EBITDA[1] | 2,075.92 | 2,650.69 | 2,279.34 |
| Total Revenue | 37,393.07 | 35,266.12 | 30,509.33 |
| Adjusted PAT [2] | 1,522.94 | 1,558.07 | 1,348.06 |
| Gross margin [3] | 10.09% | 12.01% | 13.46% |
| Adjusted EBITDA margin [4] | 5.55% | 7.52% | 7.47% |
| Working capital | 11,630.15 | 10,825.94 | 9750.47 |
| Adjusted PAT Margin [5] | 4.07% | 4.42% | 4.42% |
| Net worth | 14,135.73 | 12,537.61 | 10,923.22 |

***Based on Restated financial statements (Consolidated)***

***(in ₹ lakhs, except %)***

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| EBITDA[1] | 2,630.31 | 3,112.07 | 2,832.22 |
| Total Revenue | 40,217.44 | 37,799.24 | 34,064.14 |
| Adjusted PAT [2] | 1,866.68 | 1,837.80 | 1,613.90 |
| Gross margin [3] | 15.82% | 17.23% | 20.39% |
| Adjusted EBITDA margin [4] | 6.54% | 8.23% | 8.31% |
| Working capital | 12,344.17 | 11,680.57 | 10,552.15 |
| Adjusted PAT Margin [5] | 4.64% | 4.86% | 4.74% |
| Net worth | 15,200.06 | 13,293.94 | 11,454.97 |

***Notes:***

*01. EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Interest Expenses - Other Income*

*02. Profit/(loss) after adjustment of minority interest has been considered.*

*03. Gross Margin is calculated (Revenue-COGS)/Revenue. COGS comprises Cost to Contract labor, Cost of material and training expenses.*

*04. EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations*

*05. Net profit after taxes / Total revenue.*

Apart from the above, Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its notification dated March 24, 2021, has issued certain amendments to the Schedule III to the Act. Pursuant to these amendments, the below ratios are also required to be presented in the financial statements of the companies.

***On the basis of Restated financial statements (Consolidated)***

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Current ratio | 2.30 | 2.18 | 2.20 |
| Debt-equity ratio | 0.55 | 0.69 | 0.76 |
| Inventory turnover ratio | 321.63 | 461.43 | 157.43 |
| Trade receivables turnover ratio | 3.25 | 3.27 | 3.15 |
| Trade payables turnover ratio | 1.72 | 2.73 | 3.36 |
| Net capital turnover ratio | 3.35 | 3.40 | 3.44 |
| Net profit ratio | 4.64% | 4.86% | 4.74% |
| Return on equity ratio | 13.10% | 14.85% | 15.16% |
| Return on capital employed | 17.63% | 22.11% | 21.27% |

***On the basis of Restated financial statements (Standalone)***

| Particulars | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|
| | 31-March-2025 | 31-March-2024 | 31-March-2023 |
| Current ratio | 2.47 | 2.40 | 2.50 |
| Debt-equity ratio | 0.47 | 0.55 | 0.60 |
| Inventory turnover ratio | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| Trade receivables turnover ratio | 3.55 | 3.63 | 3.24 |
| Trade payables turnover ratio | 1.67 | 3.85 | 4.70 |
| Net capital turnover ratio | 3.33 | 3.43 | 3.42 |
| Net profit ratio | 4.07% | 4.42% | 4.42% |
| Return on equity ratio | 11.42% | 13.28% | 13.16% |
| Return on capital employed | 10.90% | 14.39% | 13.30% |

| Ratio | Numerator | Denominator |
|---|---|---|
| Current Ratio | Current Assets = Inventories + Current Investment + Trade Receivable + Cash & Cash Equivalents + Other Current Assets + Contract Assets + Assets held for Sale | Current Liability = Short term borrowings + Trade Payables + Other financial Liability+ Current tax (Liabilities) + Contract Liabilities+ Provisions + Other Current |
| Debt-equity ratio | Debt= Long term borrowing + Short-term borrowings | Equity = Share capital + Reserve and Surplus |
| Debt service coverage ratio | Net Operating Income= Net profit after taxes + Non-cash operating expenses + finance cost | |
| Inventory turnover ratio | Cost of Goods Sold | (Opening Inventory + Closing Inventory) /2 |
| Trade receivables turnover ratio | Net Credit Sales | (Opening Trade Receivables + Closing Trade |
| Trade payables turnover ratio | Net Credit Purchases | (Opening Trade Payables + Closing Trade Payables) /2 |
| Net capital turnover ratio | Revenue | Average Working Capital = Average of Current assets – Current liabilities |
| Net profit ratio | Net Profit | Net Sales |
| Return on equity ratio | Net Income= Net Profits after taxes – Preference Dividend | Shareholder's Equity |
| Return on capital employed | EBIT= Earnings before interest and taxes | Capital Employed= Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability |

**03. Comparison of key performance indicators of NIS Management Limited with listed industry peers for the Financial Years/ periods included in the Restated Financial Information:**

a. **Quess Corp. Limited** (Listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited)

b. **SIS Limited** (Listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited)

c. **Teamlease Service Limited** (Listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited)

**Comparison of key performance indicators of NIS Management Limited with listed industry peers for the Financial Years based on the Restated Consolidated Financial Information is as below:**

| Particulars | Financial year ended | | | Financial year ended | | | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 March 2025* | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2025 | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2025 | 31 March 2024 | 31 March 2023 |
| | Quess Corporation Limited | | | SIS Limited | | | Teamlease Service Limited | | |
| Revenue from Operations[1] (₹ in lakhs) | 14,96,720 | 19,10,013 | 19,10,325 | 13,25,711 | 12,30,409 | 11,37,852 | 11,20,059 | 9,36,771 | 7,91,394 |
| EBITDA [2] (₹ in lakhs) | 9,799 | 66,525 | 63,755 | 30,701 | 53,060 | 48,751 | 13,826 | 12,678 | 11,446 |
| EBITDA Margin [3] (in percentage) | 0.65% | 3.48% | 3.34% | 2.32% | 4.31% | 4.28% | 1.23% | 1.35% | 1.45% |
| Net Profits after Tax (PAT) [4] (₹ in lakhs) | 3,805 | 25,484 | 27,836 | -904 | 18,526 | 34,588 | 11,017 | 11,157 | 11,282 |
| PAT Margin/ Net Profit Margin [5] (in percentage) | 0.25% | 1.33% | 1.46% | -0.07% | 1.51% | 3.04% | 0.98% | 1.19% | 1.43% |
| Total Equity Fund / Net Worth [6] (₹ in lakhs) | 1,08,599 | 2,96,460 | 2,73,080 | 2,40,789 | 2,41,354 | 2,33,329 | 92,295 | 81,125 | 82,048 |
| ROE/ Return on Net-Worth [7] (in percentage) | 3.50% | 8.60% | 10.19% | -0.38% | 7.68% | 14.82% | 11.94% | 13.75% | 13.75% |
| Capital Employed [8] (₹ in lakhs) | 1,18,681 | 3,43,494 | 3,22,053 | 3,40,868 | 2,79,298 | 3,26,167 | 99,603 | 83,323 | 84,072 |
| ROCE/ Return \on Capital Employed [9] (in percentage) | 0.27%# | 5.21% | 5.57% | -2.25% | 4.90% | 5.65% | 10.01%# | 13.81% | 13.66% |
| Debt/Equity Ratio[10] (Leverage Ratio) | 0.10 | 0.28 | 0.37 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| Current Ratio[11] | 1.34 | 1.36 | 1.27 | 1.60 | 1.19 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | 1.45 |

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)



**There has been significant decline in overall figures of Profit and Loss and Balance Sheet of Quess Corp. Limited for the year ended on 31st March, 2025 due to demerger of the company into three companies on 1st April, 2024.*

*#While computing Return on Capital Employed for the year ended March 31, 2025, finance cost has been considered as interest expense for both Quess Corp. Limited and TeamLease Services Limited due to the unavailability of a detailed breakdown.*

**Comparison of key performance indicators of NIS Management Limited with listed industry peers for the Financial Years based on the Restated Standalone Financial Information is as below:**

| Particulars | Financial year ended | | | Financial year ended | | | Financial year ended | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 March 2025 | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2025 | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2025 | 31 March 2024 | 31 March 2023 |
| | Quess Corporation Limited | | | SIS Limited | | | Teamlease Service Limited | | |
| Revenue from Operations[1] (₹ in lakhs) | 13,78,721 | 15,57,118 | 13,63,793 | 4,93,104 | 4,54,126 | 3,98,487 | 10,23,629 | 8,44,080 | 6,87,617 |
| EBITDA [2] (₹ in lakhs) | 5,085 | 39,260 | 39,157 | 26,792 | 25,936 | 17,873 | 8,902 | 8,211 | 6,991 |
| EBITDA Margin [3] (in percentage) | 0.37% | 2.52% | 2.87% | 5.43% | 5.71% | 4.49% | 0.87% | 0.97% | 1.02% |
| Net Profits after Tax (PAT) [4] (₹ in lakhs) | 10,957 | 32,165 | 21,522 | 11,487 | 18,735 | 19,671 | 9,573 | 10,549 | 9,737 |
| PAT Margin/ Net Profit Margin [5] (in percentage) | 0.79% | 2.07% | 1.58% | 2.33% | 4.13% | 4.94% | 0.94% | 1.25% | 1.42% |
| Total Equity Fund / Net Worth [6] (₹ in lakhs) | 92,987 | 2,68,897 | 2,39,606 | 1,14,725 | 1,02,898 | 94,665.20 | 86,033 | 76,228 | 77,748 |
| ROE/ Return on Net-Worth [7] (in percentage) | 11.78% | 11.96% | 8.98% | 10.01% | 18.21% | 20.78% | 11.13% | 13.84% | 12.52% |
| Capital Employed [8] (₹ in lakhs) | 1,02,931 | 6,44,732 | 6,07,043 | 1,55,566 | 1,34,927 | 1,28,665 | 92,734 | 83,080 | 85,017 |
| ROCE/ Return \on Capital Employed [9] (in percentage) | 6.66%# | 4.09% | 3.09% | 4.92% | 8.14% | 5.90% | 9.26%# | 12.86% | 11.64% |
| Debt/Equity Ratio[10] (Leverage Ratio) | 0.12 | 0.26 | 0.35 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| Current Ratio[11] | 1.26 | 1.25 | 1.11 | 1.44 | 1.20 | 1.28 | 1.19 | 1.16 | 1.29 |

**There has been significant decline in overall figures of Profit and Loss and Balance Sheet of Quess Corp. Limited for the year ended on 31st March, 2025 due to demerger of the company into three companies on 1st April, 2024.*

*#While computing Return on Capital Employed for the year ended March 31, 2025, finance cost has been considered as interest expense for both Quess Corp. Limited and TeamLease Services Limited due to the unavailability of a detailed breakdown.*

***Notes:***

a. ***Source:*** *All the information for listed industry peers mentioned above is on a consolidated basis (unless otherwise available only on standalone basis) and is sourced from their respective annual reports available in public domain.*
b. *The ratios have been computed as per the following definitions:*
i. *Revenue from operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements.*
ii. EBITDA means Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization expense, which has been arrived at by obtaining the profit/ (loss) before exceptional items and tax for the year / period and adding back finance costs, depreciation, and amortization expense.
iii. EBITDA margin is calculated as EBITDA as a percentage of revenue from operations.
iv. Net Profit after tax represents the restated profits of the Company after deducting all expenses and taxes.
v. Net Profit margin is calculated as restated net profit after tax for the year/period divided by revenue from operations.
vi. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and other equity (excluding capital reserves) attributable to the shareholders.
vii. Return on Net Worth (%) is calculated as Net Profit after tax attributable to owner of the company, as restated for the end of the year/ period divided by Average Net worth as at the end of the year/period. Average net worth means the average of the net worth of current and previous financial year/period. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and other equity (excluding capital reserves) attributable to the owners.
viii. Capital employed is calculated as the total equity, including non-controlling interest, total debt (including borrowings and lease liabilities) and deferred tax liabilities (net of deferred tax assets)
ix. Return on capital employed is calculated as Earnings before interest and taxes divided by average capital employed (average capital employed is calculated as average of the total equity, including non-controlling interest, total debt (including borrowings and lease liabilities) and deferred tax liabilities (net of deferred tax assets) of the current and previous financial year/period.
x. Debt- equity ratio is calculated by dividing total debt by total equity. Total debt represents long term and short- term borrowings, including lease liabilities. Total equity includes the aggregate value of the paid-up share capital, other equity and the non-controlling interest.
xi. Current ratio is calculated by dividing the current assets by current liabilities.

**Other specified summary of NIS Management Limited in comparison with Listed Industry Peers- Restated Consolidated Financial Information as on 31st March, 2025**

| Name of Company | Revenue from operations (₹ in lakhs) | Total market capitalization# (₹ in lakhs) | Current Market Price** (₹) | Face Value (₹) | EPS Basic (₹) | EPS Diluted (₹) | P/E *** | RoNW (%) | NAV per equity shares (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIS Management Limited | 40,217 | - | - | 10 | 12.38 | 12.38 | - | 13.10% | 100.59 |
| **Peer Group** | | | | | | | | | |
| Quess Corporation Limited | 14,96,720 | 4,59,211 | 308.30 | 10 | 3.08 | 3.07 | 100.10 | 1.88% | 72.92 |
| SIS Limited | 13,25,711 | 5,40,314 | 383.50 | 5 | 0.82 | 0.81 | 467.68 | -0.37% | 166.79 |
| Teamlease Service Limited | 11,20,059 | 3,22,801 | 1,925.00 | 10 | 64.86 | 64.86 | 29.68 | 12.71% | 550.36 |

**Current Market price of the peer industry has been considered based on the closing market price as on 24th July, 2025. #Total Market Capitalization value has been considered as on 24th July, 2025.*

**Other specified summary of NIS Management Limited comparison with Listed Industry Peers- Restated Standalone Financial Information as on 31st March, 2025**

| Name of Company | Revenue from operations (₹ in lakhs) | Total market capitalization# (₹ in lakhs) | Current Market Price** (₹) | Face Value (₹) | EPS Basic (₹) | EPS Diluted (₹) | P/E *** | RoNW (%) | NAV per equity shares (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIS Management Limited | 37,393 | - | - | 10 | 10.10 | 10.10 | - | 11.42% | 93.38 |
| **Peer Group** | | | | | | | | | |
| Quess Corporation Limited | 13,78,721 | 4,59,211 | 308.30 | 10 | 8.08 | 8.05 | 38.16 | 6.06% | 62.44 |
| SIS Limited | 4,93,104 | 5,40,314 | 383.50 | 5 | 8.93 | 8.88 | 42.95 | 10.56% | 79.47 |
| Teamlease Service Limited | 10,23,629 | 3,22,801 | 1,925.00 | 10 | 57.31 | 57.31 | 33.59 | 11.80% | 513.02 |

*Sourced from Annual Reports, Audited financials for the financial year ended March 31, 2025.*

***Current Market Price is taken as closing on July 24, 2025.*

*# The total market Capitalization has been considered as on July 24, 2025.*

****We have calculated P/E Ratio by dividing the Current Market Price on May 20, 2025 and EPS as on March 31, 2025.*

The face value of Equity Shares of our Company is ₹ 10.00 per Equity Share and the Offer Price / Cap Price being 10.5 times and 11.1 times the face value of equity share.

The Offer Price / Cap Price being 105 to 111 is determined by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager is justified based on the above accounting ratios. For further details, please refer to the section titled ***"Risk Factors"*** and chapters titled ***"Our Business"*** and ***"Financial Information"*** beginning on page numbers 29, 121 and 183 respectively of this Red Herring Prospectus. We hereby consent to the extracts of this certificate being used in the Offer Documents, and in any other material used in connection with the Offer.

This certificate is for information and for inclusion, in part or in full, in the Red Herring Prospectus / Red Herring Prospectus and the Prospectus to be filed in relation to the Proposed Offer ("collectively the "Offer Documents") and may be relied upon by the Company. We hereby consent to the submission and disclosure of this certificate as may be necessary to the SEBI, the Stock Exchange(s), the Registrar of Companies, the legal advisor to the Offer and any other regulatory or judicial authorities and, or, for any other litigation purposes and, or, for the records to be maintained by the Company, in accordance with applicable law.

**Weighted average cost of acquisition**

**The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares**

The details of the Equity Shares excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares during the 18 months preceding the date of this red-herring prospectus where such issuance is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days; and

| Date of allotment | No. of equity shares allotted | Face value | Issue price | Offer price (Adjusted for Bonus Shares) | Nature of allotment | Nature of consideration | Total consideration (in ₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | | | | | | | |

**The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares**

There have been no secondary sale/acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

**Weighted average cost of acquisition, floor price, and cap price:**

| Type of transaction | Weighted average cost of acquisition (₹ per equity shares) | Weighted average cost of acquisition after Bonus shares adjustment (₹ per equity shares) | Floor Price | Cap Price |
|---|---|---|---|---|
| Weighted average cost of primary/new issue acquisition | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Weighted average cost of secondary acquisition | NIL | NIL | NIL | NIL |

Explanation for Offer Price / Cap Price being Nil times and Nil times price of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out in (d) above) in view of the external factors which may have influenced the pricing of the Offer.

**In case the DP ID, Client ID and the PAN mentioned in the Bid cum Application Form and entered into the online IPO system of the Stock Exchanges by the relevant Designated Intermediary, as the case may be, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the Depository database, then such Bids are liable to be rejected. Bidders should note that the Equity Shares will be allotted to all successful Bidders only in dematerialized form. The Bid cum Application Forms which do not have the details of the Bidders' Depository account, including DP ID, Client ID, PAN, and UPI ID (for IIBs using the UPI Mechanism), shall be treated as incomplete and will be rejected.**

**The PAN, DP ID, and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID, and Client ID available in the Depository database, otherwise the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders should ensure that the beneficiary account provided in Bid cum Application form is active.**

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see section titled "History and Certain Other Corporate Matters" on page 149 the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section titled ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 319 of the Red Herring Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY:** Limited by shares.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** The Authorized share Capital of the Company is ₹ 25,00,00,000 (RupeesTwenty-Five crores only) divided into 2,50,00,000 equity shares of face value ₹ 10- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 15,13,80,940 (Rupees Fifteen crores Thirteen lakhs Eighty thousand Nine hundred and Forty only) divided into 1,51,38,094 Equity Shares of face value ₹ 10/- each. Proposed Post Offer Paid-up Share Capital: ₹ 19,80,00,940 divided into 1,98,00,094 Equity Shares of face value ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see section titled ***"Capital Structure"*** on the page 68 of the Red Herring Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Mr. Debajit Choudhury with 5,000 Equity Shares and Ms. Rina Choudhury with 5,000 equity shares aggregating to 10,000 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Red Herring Prospectus will be filed with SEBI in terms of the Regulation of 246 (5) of the SEBI (ICDR) Regulations. 2018. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI in section titled ***"Other Regulatory And Statutory Disclosures"*** beginning on page 229 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by "BSE SME" (SME Platform of BSE Limited) should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of BSE' in section titled ***"Other Regulatory and Statutory Disclosures"*** beginning on page 229 of the Red Herring Prospectus

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.

**CREDIT RATING:** This being the Issue of Equity shares No credit rating is required.

**DEBTENTURE TRUSTEE:** This being the Issue of Equity shares, Appointment of Debenture Trustee is not required.

**IPO GRADING:** Since this offer is made in terms of Chapter IX of SEBI ICDR Regulations, 2018 , There is No requirement of appointing IPO Grading agency.

| BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER | REGISTRAR TO THE OFFER | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANE OFFICER |
|---|---|---|
| **SHARE INDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED**<br>**CIN:** U65923UP2016PTC075987<br>**Address:** A-25 Basement, Sector - 64, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301<br>**Tel. No.:** +91-120-6483000<br>**E-mail id:** kunal.bansal@shareindia.co.in<br>**Investor grievance e-mail id:** mb@shareindia.com<br>**Website:** www.shareindia.com<br>**Contact person:** Mr. Kunal Bansal<br>**SEBI Registration Number:** INM000012537 | **MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED**<br>**CIN:** U67100DL2010PTC208725<br>**Address:** 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110034.<br>**Tel No:** 011-47581432;<br>**Email:** ipo@maashitla.com<br>**Website:** www.maashitla.com;<br>**Contact Person:** Mr. Mukul Agrawal<br>**SEBI Registration No.:** INR000004370 | **NIS Management Limited**<br>**Ms. Ramyani Chatterjee**<br>Company Secretary and Compliance Officer.<br>**Address:** 01st Floor, Fl-1A(W) 489 Maduradaha Kalikapur, Kolkata, West Bengal-700107<br>**Tel No.:** +91 – 9836205111<br>**E-mail:** info@nis.co.in<br>**Website:** www.nis.co.in<br>Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Offer, in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of allotment, noncredit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc. For all issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM. |

**AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS:** Investors should note that Investment in Equity Shares involves a degree of risk and are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the Company www.nis.co.in, the website of the BRLM to the Offer at www.shareindia.com.com and the website of BSE SME atwww.bsesme.com.

**AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS:** A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at www.nis.co.in, www.shareindia.com and www.bsesme.com respectively.

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: 01st Floor, Fl-1A(W) 489 Maduradaha Kalikapur, Kolkata, West Bengal-700107, Registered office of the BRLM: Share India Capital Services Private Limited, A-25 Basement, Sector - 64, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301 and at the selected locations of the Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers; Designated RTA Locations and Designated CDPs participating in the Offer . Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

**SYNDICATE MEMBER(S):** Not Applicable

**SUB-SYNDICATE MEMBERS:** Not Applicable

**BANKERS TO THE OFFER/ ESCROW COLLECTION BANK AND REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/SPONSOR BANK:** AXIS BANK LIMITED

**UPI:** UPI Bidders can also bid through UPI mechanism

Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

**For and On behalf of NIS Management Limited**
**Sd/-**
**Place:** Kolkata **Ms. Ramyani Chatterjee**
**Date:** August 19, 2025 **Company Secretary & Compliance Officer**

**Disclaimer:** NIS Management Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares.The Red Herring Prospectus dated August 18, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at www.bsesme.com and is available on the website of the BRLM at www.shareindia.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state secures laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

AdBaaz

# তৃণমূল নেত্রীর হাতে উলটো জাতীয় পতাকা ঘিরে বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** উলটো ভাবে লাগানো ভারতের জাতীয় পতাকা। আর সেটি হাতে নিয়ে রীতিমতো স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছেন তৃণমূলের মালদার এক নেত্রী। ১৫ অগস্টের স্বাধীনতা দিবসের এমন একটি ছবি শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই (যদিও ভাইরাল হওয়া ছবির সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা) রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। মালদার ওই তৃণমূল নেত্রীর আচরণ নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি দেশের জাতীয় পতাকার অবমাননার করার অভিযোগ তুলে প্রশাসনকে নালিশ জানানোর কথা জানিয়েছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিষয়টি জানাজানি হতে চরম অসস্তিতে পড়েছে শাসক দল তৃণমূলও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলা পরিষদের হরিশ্চন্দ্রপুর

এলাকার তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুন। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী রয়েছেন তিনি। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দেশের জাতীয় পতাকা উলটোভাবে লাগানো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মর্জিনা খাতুন। এক ব্যক্তি ওই তৃণমূল নেত্রীর হাতে উলটোভাবে লাগানো জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন। আর সেটা ধরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।'

বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগারওয়াল বলেন, 'তৃণমূলের অধিকাংশই এখন কাটমানি আর দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। ওদের কাছে দেশভক্তি বলে কিছু নেই। জাতীয় পতাকার অবমাননা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি ওই তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রশাসনকে অভিযোগ জানাবো।' যদিও তৃণমূল নেত্রী মর্জিনা খাতুনের বক্তব্য, 'ভুল মানুষ মাত্রই হতে পারে। তবে এই ভুল আমি নিজে করিনি। ওইদিন কিছু খুদে স্কুল পড়ুয়া, তাঁদের হাতে থাকা জাতীয় পতাকাটি একজন ব্যক্তির মাধ্যমে আমার কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওইদিন তুলসীহাটা নেতাজি মোড়ে কর্মসূচিতে প্রচন্ড ভিড় ছিল। তাই খেয়াল করতে পারিনি। পরে অবশ্য পতাকাটি ঠিক করেছি। অযথাই বিজেপি এটা নিয়ে রাজনীতি করছে।'

# ডিজিটাল অ্যারেস্ট-কাণ্ডে কর্নাটকে গ্রেপ্তার প্রতারক, উদ্ধার ৫২ লাখ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে মায়াপুরের এক মহিলার কাছ থেকে ২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে কর্নাটক থেকে গ্রেপ্তার প্রতারক। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারিত ওই মহিলার নাম নিধি সাচনা ভাল্লাইল। তিনি কেরলের বাসিন্দা। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি নদিয়ায় নবদ্বীপ থানার মায়াপুরে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঋণ সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে বলে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয় বলে অভিযোগ করেন মহিলা। সেই ফাঁদে পা দিয়ে দফায় দফায় ২ কোটি ১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৪৭ টাকা ৪০ পয়সা প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন তিনি। পুলিশের পোশাক পরে মুম্বই পুলিশ সেজে ওই মহিলাকে প্রায় এক মাস ধরে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রতারণার শিকার হাওয়া মহিলার কাছ থেকে এক মাসে দফায় দফায় প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে টাকা নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখার দ্বারস্থ হন মায়াপুরের ওই মহিলা। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সাইবার থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন। কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখার তদন্তকারীরা প্রতারকদের বেশ কিছু ফোন নম্বর চিহ্নিত

করেন। দক্ষিণ ভারতের দু'টি রাজ্যের বেশ কয়েকটি সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলোতে সেই টাকা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ মাইসোর থেকে বিনায়ক বলে একজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। একইসঙ্গে ৫২ লক্ষ ২০ হাজার ২৮০ টাকা ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ।

# ডায়ালিসিস চলা রোগীর ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন বিধায়ক

## প্রাণে রক্ষা আত্মহত্যারত ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা অনুপ দাস প্রায় দশ বছর ধরে কিডনিজনিত সমস্যায় ডায়ালিসিস চালিয়ে যাচ্ছেন, নিজের খরচে। বাড়িতে রোজকার বলতে কেউ নেই। আর্থিক অনটনে দিন চলতে থাকাই ধীরে ধীরে অবসাদ গ্রাস করে অনুপকে। তাই অনুপ বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। গলায় দঁড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী, মা দেখে ফেলায় সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান অনুপ। গ্রামবাসীরা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে খবর দেন। বিধায়ক তড়িঘড়ি তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছান এবং ডায়ালাসিসের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি বিধায়কের দায়িত্ব নেন তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করার। অনুপের স্ত্রী নিবেদিতা দাস বলেন, 'আমার স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন আমাদের নরেন দা। আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, এমতাবস্থায় আমাদের কিছু করার ছিল না।' অন্যদিকে বিধায়ক বলেন, 'এটা আমার কর্তব্য। আরও আগে জানালে আমি ব্যবস্থা নিতাম।'

# খড়গপুর স্টেশনে দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** মঙ্গলবার খড়গপুর স্টেশনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৮ বছরের এক শিশুর। প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রাখা লোহার বিম শিশুটির শরীরের ওপরে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলেটি ভবঘুরে। বাবার সঙ্গে এই স্টেশনেই থাকত। ঘটনার সময় কাজে গিয়েছিলেন বাবা। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ। সূত্রের খবর, কয়েক মাস ধরেই অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে খড়গপুর স্টেশনে। সেই কাজের সূত্রেই স্টেশনের ৫ ও ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড় করানো ছিল বিশাল একটি লোহার বিম। ওই শিশু বিমটি ধরে খেলা করছিল। হঠাৎই তা তার ওপরে পড়ে গিয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে রেল পুলিশ তাকে উদ্ধার করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

## ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে

# ৬ মাসের পদক্ষেপের খতিয়ান দিল কমিশন

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনীর বিতর্কে মধ্যেই নিজেদের কাজের খতিয়ান দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরির' অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অনেক নেতানেত্রী। সেই আবহে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়ার কথা বলল কমিশন।

ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনে তা আরও জোরদার করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের এই সময়কালের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ঠিক কি কি পদক্ষেপ করেছে নির্বাচনী স্বচ্ছতাকে বজায় রাখতে তার সংক্ষিপ্ত খতিয়ান এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনী পদ্ধতিতে প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর, ভোটদানের সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে নানা কাজ করেছে বলেও উল্লেখ করেছে কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নির্বাচনী আধিকারিকেরা। শুধু তা-ই নয়, জোর দেওয়া হয়েছে সর্বদলীয় বৈঠকের উপরও। নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেছে কমিশন। জানানো হয়েছে, নিষ্ক্রিয় বা পরিচিত নয় এমন রাজনৈতিক দলকে তালিকা থেকে সরানো, বিএলওদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পরিচয়পত্র প্রদান, ইভিএম ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার মতো পদক্ষেপ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিং বাধ্যতামূলক করার মতো পদক্ষেপও করেছে কমিশন।

ভোটার তালিকা বিশুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রেও বড় কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, একই এপিক নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নাম থাকা নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কের অবসান ঘটানোর মতো কাজ হয়েছে গত ছ'মাসে। নির্বাচনী আধিকারিক বা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে নানা কাজ করেছে কমিশন।

# বিহারের অপরাধীদের বাগে আনতে 'অপারেশন ল্যাংড়া'

**পাটনা, ১৯ অগস্ট:** পাটনাকে অপরাধমুক্ত করতে নতুন পরিকল্পনা বিহার পুলিশের। এখন থেকে প্রাণে নয়, পায়ে মারার অভিনব পন্থা নিয়েছে। বিহারবাসীর একাংশ পুলিশের এই নয়া নীতিকে 'অপারেশন ল্যাংড়া' আখ্যা দিয়েছেন। যার জেরে গত তিন মাসে পাটনার দুষ্কৃতীরা বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে গিয়েছে। মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় অপরাধীকে প্রাণে না মেরে সোজা পায়ে গুলি করে তাকে অকেজো করে দেওয়ার কৌশল।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ৩ মাসে মোট নয়জন অপরাধী ধরা পড়েছে বিহার পুলিশের হাতে। প্রতিটি অপারেশনের ক্ষেত্রেই এই একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যখনই অপরাধীরা পুলিশের দলের উপর গুলি চালায় বা অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, তখনই পুলিশ পালটা জবাব দেয়। প্রাণঘাতী হামলার বদলে পুলিশকর্তারা অপরাধীদের পায়ে গুলি চালান। প্রাণে মারার বদলে এই কৌশলকে হিসাবি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই অভিযান শুরু হতেই দুষ্কৃতীরা কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করছে। কেউ আবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। পাল্টা পুলিশকেও গুলি চালাতে হচ্ছে। ফলে উত্তরপ্রদেশের কায়দায় এ বার বিহারেও 'এনকাউন্টার' শুরু হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া দুষ্কৃতীদের ধরতে তাদের পা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে পুলিশকে। আর সেই ঘটনার সূত্র ধরেই এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ল্যাংড়া'।

সম্প্রতি কয়েকটি 'এনকাউন্টার'-এর ঘটনায় 'অপারেশন ল্যাংড়া' নিয়ে আরও চর্চা জোরালো হয়েছে বিহারে।

সাম্প্রতিক কালে একাধিক অভিযানে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে বড় সাফল্য পেয়েছে পাটনা পুলিশ। এমন অভিযানের ফলে হাই প্রোফাইল অপরাধীদের মধ্যেও কয়েকজন ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বলবন্ত ও রবিরঞ্জন। যারা ১৭ জুলাই পাটনার এক বেসরকারি হাসপাতালে গ্যাংস্টার চন্দন মিশ্র হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাদের ২২ জুলাই গুলিবিদ্ধ করে আটক করা হয়।

অপরাধীদের প্রতি পুলিশের কঠোর মনোভাবকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিহার পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল বিনয় কুমার। তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যদি কেউ কোনও অপরাধ করে অথবা আধিকারিককে হামলা করে, তবে পুলিশ পদক্ষেপ নেবে। আমাদের সকলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। কোনও আইনভঙ্গকারীকে বরদাস্ত করা হবে না।

# তিস্তা সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য চিনকে চিঠি বাংলাদেশের

**ঢাকা, ১৯ অগস্ট:** বাংলাদেশকে আরও কাছে টেনে ভারতকে চাপে ফেলার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করে চাইছে না চিন। আর সেই সুযোগকে বাস্তবায়িত করতে বার বার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে বাংলাদেশ। যত দিন যাচ্ছে, চিনা নির্ভরতা আরও বেশি করে বাড়ছে বাংলাদেশের। এবার তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চিনের কাছে হাতও পেতে ফেলল ইউনূসের সরকার। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেজিংয়ের কাছে ৬৭০০ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যেই আর্থিক চুক্তি হতে পারে ঢাকা-বেজিংয়ের মধ্যে। পরের বছর থেকে কাজ শুরু হওয়ার কথা।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের পুরো নাম 'কম্প্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব তিস্তা রিভার প্রজেক্ট' বা তিস্তা নদীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে চিন ও ভারত , দু'দেশই বিভিন্ন সময়ে আগ্রহ দেখিয়েছে।

প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, তিস্তা প্রকল্পের প্রথম পর্যায় (ফার্স্ট ফেজ) বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৭৫ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকার সমপরিমাণ (ডলারপ্রতি ১২২ টাকা ধরে)। এর মধ্যে চিনের কাছ থেকে ঋণ চাওয়া হয়েছে ৫৫ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা)। বাকি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে ২০২৬ সালে। শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৯ সাল।

# নজরে ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ, মস্কো সফরে গেলেন জয়শঙ্কর

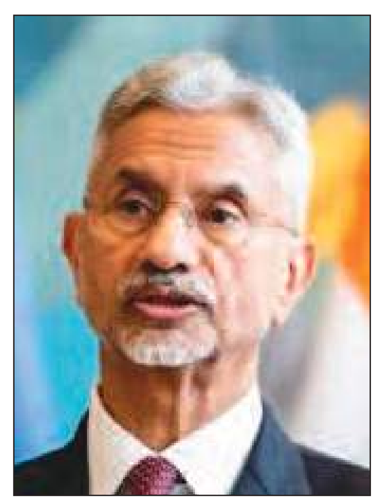

**নয়াদিল্লি ও মস্কো, ১৯ অগস্ট:** তিন দিনের সফরে রাশিয়া গেলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েনের মাঝে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করছে ভারত। দিন কয়েক আগেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল মস্কো ঘুরে এসেছেন। তার পরেই ভারতের বিদেশমন্ত্রীর মস্কো সফরে গেলেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে উদ্যোগী নয়াদিল্লি এবং মস্কো। আগামী ২১ অগস্ট রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে জয়শঙ্করের। সেই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পরই পুতিনের ফোন পান মোদী। পুতিনকে নিজের 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করে মোদী জানিয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনেই ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক আরও মজবুত করার উপর জোর দিয়েছেন। দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারি বৃদ্ধি নিয়েও কথা বলেন। সোমবার বিকেলেও পুতিন ফোন করেছিলেন মোদীকে। আলাস্কায় ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে কী কথা হয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তা বিস্তারিত জানান রুশ প্রেসিডেন্ট। মোদী জানান, ভারত ধারাবাহিক ভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধের সকল প্রচেষ্টাকে ভারত সমর্থন করে বলেও জানিয়েছেন মোদী। শুধু আলাস্কার বৈঠক বা ইউক্রেন যুদ্ধ নয়, পুতিন এবং মোদীর কথোপোকথনে উঠে এসেছে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসঙ্গও।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর থেকেই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জয়শঙ্করের মস্কো-যাত্রা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল।

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনায় ভারতের উপর রুষ্ট ট্রাম্প। কিন্তু তাঁর চোখরাঙানি সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে নারাজ ভারত। ডোভাল, জয়শঙ্করের মস্কো সফর, নরেন্দ্র মোদী ও পুতিনের ফোনে কথা, ভারতের উপর শুল্ক আরোপে আমেরিকার সমালোচনা, পুতিনের ভারত আসার সম্ভাবনা, এমন নানা বিষয় গত কয়েক দিনে প্রকাশ্যে এসেছে, যা দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করারই ইঙ্গিত দিয়েছে। অনেকের ধারণা, রুশ বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ও উঠতে পারে।

# বেঙ্গালুরুতে জলাতঙ্কে মৃত্যু ৪ বছরের শিশুর

**বেঙ্গালুরু, ১৯ অগস্ট:** পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে। সেই আবহে বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে জলাতঙ্কে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। কর্নাটকের দেবাঙ্গিরি বাসিন্দা শিশুকন্যাকে মাস তিনের আগে কামড়েছিল পথকুকুর। তাঁর মৃত্যুতে নতুন করে পথকুকুর বিতর্ক উস্কে উঠল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম খাদিরা বানু। গত এপ্রিল মাসে বাড়ির সামনে খেলছিল সে। সেই সময় একদল পথকুকুর হামলা চালায় খাদিরার উপরে। তার মুখে এবং শরীরে বিভিন্ন অংশে কামড়ায় কুকুরের দল। গুরুতর আহত শিশুটিকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার আশায় বেঙ্গালুরুর রাজীব গান্ধি হাসপাতালে আনা হয়েছিল তাকে। শুরুতে চিকিৎসায় সাড়া দিলেও সম্প্রতি সে বমি করা শুরু করে। তখন শারীরিক পরীক্ষা করে জানা যায়, জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছে খাদিরা। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে শিশুটির।

মৃত শিশুর কাকা সাজিদ দাবি করেছেন, খাদিরার চিকিৎসার জন্য তাঁরা ৯-১০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তাকে বাঁচানো সম্ভব হল না। তিনি অভিযোগ করেন, দেবাঙ্গিরিতে পথকুকুরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। কিন্তু কেউই কোনও পদক্ষেপ করেননি এই সমস্যা দূর করতে। তিনি বলেন, খাদিরার সঙ্গে যে ঘটেছে, তা যেন অন্য কারও সঙ্গে না ঘটে।

# 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় রাহুলের গাড়ির ধাক্কায় আহত পুলিশ

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** ভোট কারচুপির প্রতিবাদে ইন্ডিয়া জোটের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে রাহুল গান্ধির গাড়ির চাকায় আহত হলেন এক পুলিশকর্মী। নওয়াদায় ওই পুলিশকর্মীর পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় গাড়ির চাকা। আহত পুলিশের দিকে জল এগিয়ে দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। যদিও এই ঘটনার পরেই আসরে নামে বিজেপি। তাদের কটাক্ষ, 'চূর্ণ জনতা যাত্রা' কংগ্রেস নেতার।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনে বাদ পড়ছে ৬৫ লক্ষ ভোটার। 'ভোটচুরি'র অভিযোগে নীতীশ কুমারের রাজ্যের সাসারাম থেকে রবিবার দীর্ঘ ১৩০০ কিলোমিটার 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিরোধী শিবির ইন্ডিয়া জোটের এই কর্মসূচির

### কটাক্ষ বিজেপির

প্রথম দিন অংশ নেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। ছিলেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদবও। পদযাত্রা শুরুর আগে রাহুল হুঙ্কার দেন, 'বিহারে ভোট চুরি করতে দেব না'।

মঙ্গলবার যাত্রা শুরু হওয়ার পর পুলিশকর্মীর সঙ্গীরাই খেয়াল করেন তাঁর পায়ের পাতার উপর চাকা উঠেছে। তাঁরাই বিষয়টি রাহুলের জিপের চালককে জানান। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পিছন দিকে সরান হয়। রাহুল গান্ধি নিজে একটি জলের বোতল এগিয়ে দেন পুলিশকর্মীর দিকে। পরে রাহুল গাড়ি থেকে নেমে দেখা করেন আহত ব্যক্তির সঙ্গে। বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে। যদিও শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতি। দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। দলের সোশ্যাল মিডিয়া লেখা হয় ভোটার অধিকার যাত্রা আসলে 'চূর্ণ জনতা যাত্রা। রাহুল গান্ধির গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন পুলিশকর্মী। রাজার ছেলে গাড়ি থেকে নামেওনি।'

# বিমানের পর এবার ট্রেনেও অতিরিক্ত লাগেজে জরিমানা

## আপাতত নজরদারি দু'টি স্টেশনে

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** এত দিন ব্যাগের নির্দিষ্ট ওজন এবং মাপ নিয়ে কড়াকড়ি ছিল বিমানবন্দরে। এ বার সেই নিয়ম ট্রেনযাত্রীদের জন্যও কার্যকর করতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ওজনদার ব্যাগের জন্য এ বার জরিমানা দিতে হতে পারে ট্রেনযাত্রীদের। আপাতত উত্তর-মধ্য রেলের অন্তর্ভুক্ত দুই স্টেশন, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ এবং প্রয়াগরাজ ছিওকি স্টেশনে এই নিয়ম পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু হতে চলেছে। এই দুই স্টেশনে যাত্রীদের মালপত্র স্ক্যান করে দেখা হবে। মালপত্রের নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হলে জরিমানা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে।

নিয়ম অনুযায়ী এসি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা ৭০ কেজি, এসি টু টায়ারের যাত্রীরা ৫০ কেজি, এসি থ্রি টায়ার এবং স্লিপার ক্লাসের যাত্রীরা ৪০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠতে পারেন। আর সাধারণ কামরার যাত্রীরা সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি মালপত্র সঙ্গে রাখতে পারেন। তবে এর বেশি ওজনের মালপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠলেও এত দিন যাত্রীদের বিরুদ্ধে তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হত না বলে রেল নিজেই জানিয়েছে। তবে এ বার সেই নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। ট্রেনের ভিতর ফুটবোর্ডে চলাফেরার জায়গায় মালপত্র থাকলেও জরিমানা করা হবে বলে রেল সূত্রে খবর।

রেলের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, এই নিয়ম আগেও ছিল। কিন্তু খাতায়কলমে তা থাকলেও সে ভাবে কার্যকর করা হয়নি। এ বার দু'টি স্টেশনে ব্যাগ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ইতিবাচক সাড়া মিললে ধাপে ধাপে বাকি সব স্টেশনেই এই নিয়ম চালু করা হবে বলে রেল সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে উত্তর-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শশীকান্ত ত্রিপাঠী বলেন, 'ট্রেনে যেমন টিকিট কেটে ওঠাটা নিয়মের মধ্যে পড়ে, তেমনই একটি নির্দিষ্ট ওজনের মালপত্র নিয়ে ওঠা যায়। সেই ওজনের বেশি হলে মালপত্রের জন্য বেশি ভাড়া দিতে হয়। এটাই নিয়ম। সেই নিয়মের কথাই এক বার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

# নয়া গেমিং আইন আনছে কেন্দ্র

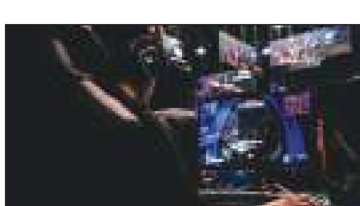

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** এবার নয়া গেমিং আইন আনছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নতুন বিলে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্র বলেছে, অনলাইন গেমসের আসক্তি যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে। এই আসক্তি দূর করা দরকার। তাছাড়া অনলাইন বেটিং অ্যাপে রোজগারের নেশায় বহু মানুষ সর্বস্ব খোয়াচ্ছেন। এই সব গেমসের আসক্তি অবসাদ এবং আত্মহত্যা প্রবণতার বাড়ায়। এসব নিয়ন্ত্রণ করে দেশীয়, শিক্ষামূলক গেমিং অ্যাপকে উৎসাহ করাও কেন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে এই গেমগুলির উপর নজরদারি চালানোর অধিকার দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে।

# ৮ বছরের শিশুর বয়ানে পাকড়াও বাবার খুনি মা ও বাড়িওয়ালার ছেলে

**জয়পুর, ১৯ অগস্ট:** ৮ বছরের শিশুর বয়ানেই বাবার খুনিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। 'বাবাকে খুন করেছে মা ও বাড়িওয়ালার ছেলে।' পুলিশকে জানায় ৮ বছরের শিশু। এই বয়ানেই জানা গেল প্রেমিকের সঙ্গে জোট বেঁধে স্বামীকে খুন করে ছাদের ড্রামে ভরে চম্পট দিয়েছে স্ত্রী। রাজস্থানের খৈরথল-তিজারা এলাকায় ঘটেছে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম হংসরাম। ইতিমধ্যেই মৃতের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশ।

রবিবার বাড়ির ছাদে নীল ড্রাম থেকে হংসরামের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রতিবেশীরা ভয়ানক দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে ফোন করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে তদন্তে নামে। সোমবার সুনীতা ও জিতেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে হংসরামের তিন সন্তানকেও। তাঁদেরই একজন পুলিশকে জবানবন্দিতে জানিয়েছে, সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সুনীতা ও জিতেন্দ্র দু'জনে মিলে ওদের বাবাকে খুন করেছে। ছাদের নীল ড্রামে হংসরামের দেহ ভরে তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের বাসিন্দা ছিল হংসরাম। স্ত্রীর নাম সুনিতা। তাঁদের ৩ সন্তান রয়েছে। হংসরাম একটি ইটভাটায় কাজ করতেন। বিগত প্রায় দুই মাস ধরে ছাদের ঘরে ভাড়ায় ছিল পরিবারটি। হংসরাম নেশাগ্রস্ত ছিলেন এবং প্রায়ই বাড়িওয়ালার ছেলে জিতেন্দ্রর সঙ্গে মদ্যপান করতেন। জিতেন্দ্রর স্ত্রী প্রায় ১২ বছর আগে মারা যান। তিনি সুনিতার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। শনিবার থেকে জিতেন্দ্র, সুনীতা ও হংসরামের তিন সন্তান উধাও ছিল বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর।

# অধিনায়ক সূর্য, ডেপুটি গিল! এশিয়া কাপে দল ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অবশেষে ঘোষণা করল জাতীয় দলের নাম। মঙ্গলবার নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন ১৫ জনের দল। এত দিন ধরে সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়কত্ব নিয়ে জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকেই দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হল। তাঁর সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিলকে।

দল ঘোষণার সময় নিয়েও কিছুটা নাটক তৈরি হয়। দুপুর দেড়টায় ঘোষণার কথা থাকলেও তা প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে হয়। মুম্বইয়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রধান নির্বাচক আগরকর এবং বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বৈঠকের স্থানে পৌঁছতে দেরি করেন। তবে শেষ পর্যন্ত দল ঘোষণার পর ক্রিকেটমহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে কয়েকটি নাম।

সবচেয়ে বেশি নজর ছিল শুভমন গিলকে দলে নেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে। শেষমেশ দেখা গেল, তাঁকে শুধু দলে রাখা হয়নি, বরং সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, সূর্য প্রথমবার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হওয়ার সময় গিলই ছিলেন তাঁর ডেপুটি। তবে গত দু'টি সিরিজে শুভমন খেলতে না-পারায় অক্ষর পটেলকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল। এ বার গিল নিজের পুরনো জায়গায় ফিরলেন।

নজর ছিল যশস্বী জয়সওয়ালকে ঘিরেও। আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্স করলেও তাঁকে মূল দলে নেওয়া হয়নি। তবে স্ট্যান্ড বাই হিসাবে রাখা হয়েছে। শ্রেয়স আয়ারের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার পরও নির্বাচকদের ভরসা পাননি তিনি। বাদ পড়েছেন আসামের তরুণ তারকা রিয়ান পরাগও। তবে রিঙ্কু সিংহকে দলে রেখেছেন নির্বাচকরা। এ নিয়েও অনেক জল্পনা চলছিল যে, হয়তো তাঁকে নেওয়া হবে না। কিন্তু কেকেআরের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারকে এশিয়া কাপে দেখা যাবে। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন জিতেশ শর্মা।

অলরাউন্ডারদের ক্ষেত্রে নির্বাচকরা তিনটি বিকল্প রেখেছেন। পেসার অলরাউন্ডার হিসাবে রয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্যিয়া এবং শিবম দুবে। স্পিন অলরাউন্ডার হিসাবে জায়গা পেয়েছেন অক্ষর পটেল। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে দলে আছেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। তিন বিশেষজ্ঞ পেসার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং এবং কেকেআরের তরুণ পেসার হর্ষিত রানাকে।

মূল দলের পাশাপাশি পাঁচজন স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটার ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন; প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল এবং যশস্বী জয়সওয়াল। মূল দলের কোনও সদস্য চোট পেলে বা ছিটকে গেলে তাঁদের মধ্য থেকেই নেওয়া হবে বিকল্প। সব মিলিয়ে ভারতীয় দলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেল রাখা হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে তরুণরা কেমন খেলেন, শুভমন গিলের সহ-অধিনায়কত্বে দল কতটা ছন্দ খুঁজে পায়, এখন তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশ।

# সবুজ সংঘের খুঁটিপুজোয় সিএবি কর্তা শ্রীমন্ত মল্লিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর জন্য শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্ট ডাউন। রবিবাসরীয় সকালে সাড়ম্বরে খুঁটিপুজোর মাধ্যমে সূচনা হয়ে গেল সবুজ সংঘের সর্বজনীন দুর্গোৎসবের। এ'বছর এই পুজো ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন সকলের কাছের মানুষ কাজের মানুষ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক, স্থানীয় পুরপিতা রূপক গাঙ্গুলি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। সস্তিক ও ডোকরার কাজে সাজিয়ে তোলা হবে এই মণ্ডপ। প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন আয়োজকরা। তাদের আশা বিগত বছরের মত এবছরও তাদের পুজো দেখতে ভিড় জমাবেন আট থেকে আশি সকলে।

# আঘাতের কারণে অবসর ঘোষণা টেনিস তারকা কাইল এডমন্ডের

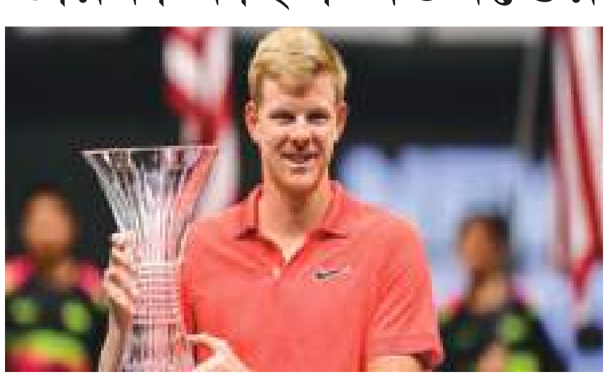

**লন্ডন, ১৯ অগস্ট:** সোমবার ৩০ বছর বয়সে প্রাক্তন ব্রিটিশ টেনিস তারকা কাইল এডমন্ড খেলা থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন। এডমন্ড দু'টি এটিপি শিরোপা জিতেছেন এবং ২০১৮ সালে অ্যান্ডি মারের পর দ্বিতীয় ব্রিটিশ খেলোয়াড় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছান। সেই সঙ্গে ৭৯ বছর পর তিনি প্রথমবারের মতো ডেভিস কাপ জিতে নেওয়া ব্রিটেন দলের অংশ ছিলেন এবং ২০১৬ সালের অলিম্পিক গেমসেও তিনি তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

এডমন্ডের বিশ্বের শীর্ষ ৫০-এ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর আঘাতের জন্য তিনটি অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং প্রায় দুই বছর টেনিস থেকে দূরে ছিলেন। লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের জারি করা এক বিবৃতিতে এডমন্ড বলেছেন, 'গত পাঁচ বছরে তিনটি অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য আঘাতের কারণে আমার শরীর অনেক কষ্ট পেয়েছে এবং আমার শরীর আমাকে বলছে যে এটি অবশেষে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

# দীর্ঘদিনের জন্য মাঠের বাইরে লুকাকু

**নাপোলি, ১৯ অগস্ট:** সিরি আর শিরোপা ধরে রাখার অভিযানের আগেই বড় ধাক্কা খেল নাপোলি। তারা তাদের দলের সেরা স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকুকে লম্বা সময়ের জন্য হারালো। ঊরুর আঘাতের কারণে লুকাকু ছিটকে গিয়েছেন।

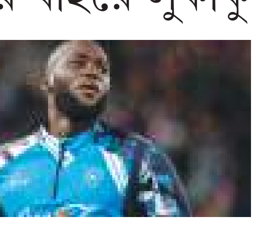

গত বৃহস্পতিবার প্রাক-মরসুম প্রস্তুতিপর্বে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে ঊরুতে চোট পান লুকাকু। সোমবার (১৮ অগস্ট) তার চোট বেশ গুরুতর বলে জানিয়েছে নাপোলি। নাপোলি এও জানিয়েছে বেলজিয়াম তারকার সেরে উঠতে কয়েক মাস লাগতে পারে। এমনকি এই ফরোয়ার্ডের অস্ত্রোপচারও করা লাগতে পারে। ইতিমধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে লুকাকুর।

# হারিয়ে যাওয়ার পথে শতাব্দীপ্রাচীন কুস্তির আখড়া! তবুও চলছে নিঃশব্দ লড়াই

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কুস্তি;একটা সময় গ্রামবাংলার জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। গাঁয়ের মাঠে, নদীর ধারে কিংবা পুকুরপাড়ে বিকেলের রোদ গায়ে মেখে ধুলোয় লুটিয়ে কুস্তি লড়তেন কুস্তিগিররা। লাল মাটি, ঘাম, আর শঙ্খধ্বনিতে মুখর হতো আখড়ার আঙিনা। আজ সেসব দৃশ্য অতীত হয়ে আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে আধুনিকতার প্রলেপে। তবে এখনও কিছু মানুষ আছেন, যারা সনাতন আখড়ার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে, নিজের ভালোবাসার টানে। এক সময় পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলির মতো জেলাগুলিতে প্রচুর কুস্তির আখড়া দেখা যেত। প্রত্যেক গ্রামের ছিল নিজস্ব আখড়া। কুস্তি শুধু ক্রীড়া ছিল না, ছিল সামাজিক গর্বের প্রতীক। উৎসবের মরশুমে কুস্তির মেলা বসত। গাঁয়ের 'গুঁটিওয়ালা' কুস্তিগিরকে ঘিরে গর্ব করত পুরো পাড়া। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে সামাজিক অভ্যাস, জীবিকার ধরণ, ক্রীড়ার রুচি। ফলে সেই সনাতন কুস্তির কদর আজ বিলুপ্তির পথে। আজকের তরুণরা জিম, ক্রিকেট, ফুটবল কিংবা মোবাইল গেমে বেশি আগ্রহী। লাল মাটিতে পড়ে, শরীর ঘষে ঘষে লড়াই করা তাদের কাছে পুরনো যুগের ব্যাপার। কুস্তির আখড়াগুলো তাই পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়;ছাদের চালা ভেঙে পড়েছে, কুস্তির মাঠে ঘাস গজিয়েছে। কোথাও আবার জমি দখল হয়ে গিয়েছে অন্য কাজে। আর্থিক অনটনের কারণে অনেক পুরনো আখড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি সহায়তা তো নেই-ই, স্পনসর বা মিডিয়ার চোখেও পড়ে না এই খেলার লড়াকু চিত্র। তবে এমন হতাশার মাঝে কিছু লোক

এখনো রয়ে গেছেন, যারা কুস্তির প্রতি নিবেদিত প্রাণ। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহল্লার শিব আখড়ায় প্রতিদিন ভোরবেলা কয়েকজন তরুণ এসে দড়ি ঝোলেন, পায়ে গোবর-মাটি লাগিয়ে কুস্তির অনুশীলন করেন। ৬৮ বছরের গুরু গোপাল পাল এখনও বেল বাজিয়ে সূচনা করেন কুস্তির দিনের। কোনো রোজগার নেই, তবু কুস্তির প্রতি ভালোবাসা তাঁকে প্রতিদিন মাঠে নিয়ে আসে। একই ছবি দেখা যায় নদিয়ার কৃষ্ণনগর বা বীরভূমের সিউড়ির কয়েকটি গ্রামীণ আখড়ায়। যেখানে মাসে একদিন হলেও আখড়া জমে ওঠে, চলে প্রীতি কুস্তি, 'দঙ্গল'। সাধারণ গ্রামবাসীর চাঁদার টাকায় হয় ছোটখাটো পুরস্কার, গরু বা ছাগলের দুধ দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয় কুস্তিগিরদের। এই টুকুই এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলার কুস্তির সত্তাকে। আধুনিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সঙ্গে কুস্তির গ্রামীণ আখড়াগুলির ফারাক চোখে পড়ার মতো। পাকা মাটির বদলে এখনও গোবর-মাটি দিয়ে তৈরি কুস্তির মাঠ। নেই কোনো প্রপার ডায়েট প্ল্যান, নেই কোচ, নেই ফিজিওথেরাপি। মাটিতে পড়ে পড়ে, ঠোকাঠুকিতে আঘাত পেলে নিজের মতো করে ঘরোয়া চিকিৎসায় ভরসা। বহু প্রতিভা তাই অকালেই থেমে যায় শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে। এই দুরবস্থার মধ্যেও কিছু উদ্যোগ আশার সঞ্চার করে। রাজ্যের কিছু জেলায় স্থানীয় ভ্রুঞ্জ ও কিছু পুরনো কুস্তিগিরদের প্রচেষ্টায় আবার কিছু আখড়া সচল হয়েছে। পুরনো কুস্তিগিররা আবার উৎসাহ দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের শেখাতে। কিছু জায়গায় মেয়েরাও অংশ নিচ্ছে কুস্তিতে;যেটা আগের যুগে ভাবনাতীত ছিল। এই পরিবর্তন কুস্তিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনতে পারে বলেই আশা করছেন অনেকেই। গ্রামবাংলার কুস্তিকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা। স্থানীয় ক্লাব ও আখড়াগুলিকে সরকারি সাহায্য, কোচ নিয়োগ, ডায়েটারি সহায়তা, ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন ছাড়া ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব নয়। কুস্তির মতো ঐতিহ্যবাহী খেলাকে শুধু অতীত বলেই রেখে দেওয়া উচিত নয়, বরং আধুনিক পরিকাঠামোর ছোঁয়ায় তার পুনর্জন্ম ঘটানোই সময়ের দাবি। গ্রামবাংলার আখড়াগুলি যেন জীবন্ত ইতিহাস। সেখানে কুস্তি মানে শুধু খেলা নয়, একটা জীবনদর্শন, কঠোর অনুশীলন, সংযম ও শৃঙ্খলার পাঠ। সেসব ইতিহাস যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে হারিয়ে যাবে আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির এক মহার্ঘ অধ্যায়। তাই এখনই দরকার সম্মিলিত উদ্যোগ, যাতে সনাতন এই কুস্তির আখড়া গুলি টিকে থাকতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে। কুস্তির লড়াইটা শুধু মাঠেই নয়, সময়ের বিরুদ্ধেও;আর সেই লড়াইয়ে জয়টাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

# আত্মতুষ্টিতে না-ভুগে ডায়মন্ডকে হারাতে মরিয়া অস্কার বাহিনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়ে ডার্বি জিতে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। তবে ডার্বি জয় নিয়ে আত্মতুষ্টি নয়, বরং সেমিফাইনালে সেরাটা দিয়ে ফাইনালে পৌঁছনোই লক্ষ্য লাল-হলুদ হেডস্যার অস্কার ব্রুঁজোর। কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরকে এফসিকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারিয়ে আসা ডায়মন্ড হারবারকে একেবারেই হালকা ভাবে নিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল।

তবে দল নিয়ে একেবারেই চিন্তামুক্ত থাকতে পারছেন না অস্কার। পূর্ণশক্তির দল পাবেন না তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে শুরুতে এলেন না মরক্কোর স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ। মাঝপথে এসে রিহ্যাব করেন তিনি। ডার্বি ম্যাচেই চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন হামিদ। মিডফিল্ডার রশিদ দলের সঙ্গে নেই ফলে তার না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। এদিকে ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ, ডার্বি জয়ের পরের ম্যাচ জিততে পারে না ইস্টবেঙ্গল। সেমিফাইনালের আগে কার্ড সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের ছয়জন ফুটবলার একটি হলুদ কার্ড দেখে রয়েছেন। সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ফিগুয়েইরা, স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, রাইট ব্যাক মহম্মদ রাকিপ, মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী এবং ডিফেন্ডার লালচুংনুঙ্গা।

অন্যদিকে ডায়মন্ড হবারবার এফসির কোচ কিবু ভিকুনা বুঝিয়ে দিলেন, শুধু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল নয়, তার দলও জিতেই সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। তারাও যোগ্য, সম্মান প্রাপ্য ডায়মন্ডেরও। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বিপুল সংখ্যক সমর্থক থাকলেও ডায়মন্ড হারবারের পক্ষেও দর্শকদের সমর্থন থাকবে বলে আশা করছেন কোচ কিবু। তিনি বলেন, 'ফুটবলে সবকিছু সম্ভব। ম্যাচটা ১১ জন খেলোয়াড়েরা খেলবে। যেই দল ভালো খেলবে তারাই জিতবে। ইস্টবেঙ্গলের মতো আমরাও ভালো দল। আমরা ভালো না হলে এখানে আসতাম না।' ডায়মন্ড হারবার এফসির সচিব আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওরাও ভালো দল, আমরাও ভালো দল। দুটো দল পরপর ম্যাচ জিতেই সেমিফাইনালে উঠেছে। আশা করছি ভালো খেলে ফাইনালে উঠতে পারব।'

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
CORRIGENDUM
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT),No:- 16/EN/SPS/2025-2026, (5th SFC-2025-26) (Sl No-15,21), Dated:- 18/08/2025. The last date of online submission of tender is 21/08/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
SagardighiMurshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 13/EN/SPS/2025-2026, (15th CFC-2025-26) Dated:-18/08/2025. The last date of online submission of tender is 21/08/2025 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
SagardighiMurshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 12/EN/SB/2025-2026(2nd Call), (SBMG)(SI No 1) Dated:- 19/08/2025. The last date of online submission of tender is 26/08/2025 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 34/WS/Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 26.08.25 instead of 18.08.25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road.
Tender reference: WBMAD/NIeT/56/BM/2025-26/PWD
Date: 04.08.2025
Tender ID: 2025_MAD_892604_1 to 2025_MAD_892604_11
Tender reference: WBMAD/NIeT/55/BM/2025-26/PWD
Date: 04.08.2025
Tender ID: 2025_MAD_892594_1 to 2025_MAD_892594_15
Bid Submission Start date- 20.08.2025 at 18.00. 1.Prebid meeting date- 23.08.2025 at 14.00. 2.End date- 28.08.2025 at 14.00. 3.Bid opening date- 30.08.2025 at 14.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Memo no.: 717/GM/Corrigendum/25 Date: 19/08/25
Memo no.: 718/GM/Corrigendum/25 Date: 19/08/25
Corrigendum Title: Change in notice inviting e-tender and Date Extension. Corrigendum Title: Organization Chain: MUNICIPAL AFFAIR DEPARTMENT/URBAN LOCAL BODIES/GOBARDANGA. Tender Reference Number: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-03(e)/25, DT: 03/08/2025. Tender ID: 1) 2025_MAD_886565_1. The undersigned on behalf of Board of Councillor's of Gobardanga Municipality is directed to omit the sub clause i) and ix) under table 3 in page number 2 of aforesaid NIT(e) for the shake of wide participation. & Due to some changes in tender clause of above tender, the Undersigned is decided to extend the closing date to 29/08/25 in please of 21/08/25 and opening date 1/09/25 in please of 25/08/25.
Sd/- Chairman
Gobardanga Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 33/WS/Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 26.08.25 instead of 18.08.25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/ RSM/216/ 25-26/2nd Call Dated 19.08.2025 | Construction of Proposed Surface Drain Slab Over Surface Drain beside Sunny Crest Apartment upto Pradip Sardar House at Kalitala, Ward No.-29 under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 8,33,553.00 |

Bid Submission end date: 28.08.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LT
( A Govt. Undertaking )
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700
NIeT- 239 to 246/2025-2026, Dated- 19-08-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on half of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, taji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 fr bonafide and resourceful Agencies for completion of & Electricall Jhargram, Murshidabad, Howrah, Daksh dinajpur, Paschim Medinipur and Malda District. Ten document may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Bid submission start date 20-08-2025 after 9.0 am. Bid submission end date 26-08-2025, 04-09-2025 and 08-09-2025 upto 3.00 pm
Date: 19.08.2025 Sd/- Executive Engine

পূর্ব রেলওয়ে
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ই-অকশন কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি
নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫
চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ

| ক্র. | ডিপো/ডিভিসন | প্রস্তাবিত অকশনের তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বিইএসওয়াই ডিপো | ০২.০৯.২০২৫, ১০.০৯.২০২৫ ও ২৪.০৯.২০২৫ |
| ২ | হালিসহর ডিপো | ০৪.০৯.২০২৫, ১২.০৯.২০২৫ ও ২৫.০৯.২০২৫ |
| ৩ | জামালপুর ডিপো | ০৩.০৯.২০২৫, ১১.০৯.২০২৫ ও ২৬.০৯.২০২৫ |
| ৪ | হাওড়া ডিভিসন | ০৪.০৯.২০২৫, ১১.০৯.২০২৫ ও ২৩.০৯.২০২৫ |
| ৫ | আসানসোল ডিভিসন | ০৮.০৯.২০২৫, ১৫.০৯.২০২৫ ও ২৫.০৯.২০২৫ |
| ৬ | শিয়ালদহ ডিভিসন | ০৯.০৯.২০২৫, ১৬.০৯.২০২৫ ও ২৪.০৯.২০২৫ |
| ৭ | মালদা ডিভিসন | ০২.০৯.২০২৫, ১২.০৯.২০২৫ ও ২২.০৯.২০২৫ |

দ্রষ্টব্য ঃ ই-অকশন অনুসূচি, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (STORES-29/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice
1- 11/LAK-II/15th FC(TIED) 2025-26
Notice inviting is hereby published by Pradhan, **Lakshya-II Gram Panchayat.** All eligible and bonafide contractors may download the tender document and participate the E-Tender. For further details the visit the website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Lakshya-II Gram Panchayat
Kalikakundu :: Mahishadal
Purba Medinipur

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
Date Corrigendum
E-Tender Notice No-004/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025, 005/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025 006/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025, 007/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025
Tender Id-A) 2025_ZPHD_889385_1 to 2025_ZPHD_889385_5, B) 2025_ZPHD_889587_1 2025_ZPHD_889587_4, C) 2025_ZPHD_889624_1, D) 2025_ZPHD_889741_1
The above noted e-N.I.T has been revised as follows. Details tender notice publishe of P & R.D Govt. of West Bengal Website https://wbtenders.gov.in

| Description | Old Date & Time | New Date & Time |
|---|---|---|
| Last date and time for submission of e-tender | 18/08/2025 up to 3.00 PM (As per server clock) | Upto 23/08/2025 Up to 05.00 PM. (as per Server clock) |
| Date of opening of Tender | A) Technical bids : 21/08/2025. After 12.00 Noon (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on. | A) Technical bids : Date- 26/08/2025 After 1.00 PM (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on. |

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 20.08.2025 PAGE 8 GHURE TOURE_Layout 1 8/19/2025 9:20 PM Page 1



ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২০ অগস্ট ২০২৫ • পেজ ১২

# রাধারাণীর আকুতি ও প্রেমানুভূতির স্পর্শে

## বৃন্দাবন প্রেম মন্দির

**প্রদীপ মারিক**

দীপ এর প্রেম শিখায় কথামালার ভালোবাসা। ভালোবাসা যতটা কষ্টের ততটাই আনন্দের, একটু অপলক দৃষ্টিতে শুধু মাত্র দেখার জন্য কি অমোঘ টান, সেই টানেই ভালোবাসার কথা ছুটে আসে ধরা দেয় তার প্রানসখা দীপের কাছে। এই ত্রিলোকে শ্রীহরি একমাত্র রাধারই বশীভূত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু রাধাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারেন। বৃন্দাবনের বর্ষাণা এলাকার রাভেলে এই দিনেই জন্ম হয়েছিল শ্রীরাধিকার। রাজা বৃষভানু এবং তার স্ত্রী কীর্তিদা রাধাকে তাদের কন্যা হিসাবে বড় করেছিলেন। রাধা কল্প, ব্রহ্মাকালপ, ভারহাকল্প এবং পদ্মকাল্প, এই তিনটি কাল্পতে রাধা-কৃষ্ণের সর্বোচ্চ শক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবনে প্রেম মন্দিরের নির্মাণ কাজ ২০০১ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় এবং ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। মন্দিরটি ১৭ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মন্দিরের প্রধান দেবতা হলেন শ্রী রাধা গোবিন্দ এবং শ্রী সীতা রাম। প্রেম মন্দির সংলগ্ন, একটি ৭৩০০০ বর্গফুট, স্তম্ভবিহীন, গম্বুজ আকৃতির সৎসঙ্গ হল বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে, যেখানে একসাথে ২৫০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা হবে। মন্দির কমপ্লেক্স, সুন্দর বাগান এবং ফোয়ারা দিয়ে সুশোভিত, শ্রী কৃষ্ণের চারটি লীলা - ঝুলন লীলা, গোবর্ধন লীলা, রাস লীলা এবং কালিয়া নাগ লীলার জীবন-আকারের চিত্র প্রদর্শন করে। প্রেম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন জগদগুরু শ্রী কৃপালু জি মহারাজ ১৪ জানুয়ারী ২০০১-এ হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে। নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০০০ জন কারিগর জড়িত ছিল এবং এটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় ১২ বছর সময় লেগেছিল। মন্দিরটি প্রাথমিকভাবে কৃপালু জি মহারাজ দ্বারা বিকশিত হয়েছিল, যার প্রধান আশ্রম বৃন্দাবনে ছিল। তিনি শ্রী বৃন্দাবন ধামকে ঐশ্বরিক ভালবাসার এই প্রকাশ উৎসর্গ করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় মার্বেল দিয়ে নির্মিত, প্রেম মন্দির ১২৫ ফুট উঁচু, যার দৈর্ঘ্য ১৯০ ফুট এবং প্রস্থ ১২৮ ফুট। এর উত্থিত প্ল্যাটফর্মটি দ্বিতল সাদা স্মৃতিস্তম্ভের আসন হিসাবে কাজ করে। মন্দিরের প্ল্যাটফর্ম, মন্দির প্রাঙ্গন, দর্শনার্থীদের জন্য বাইরের দেয়ালে খোদাই করা ৪৮টি প্যানেল দেখার জন্য একটি প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে, যা চিত্রিত করে শ্রী রাধা কৃষ্ণের বিনোদন। শক্ত ইতালীয় মার্বেল দিয়ে তৈরি দেয়ালগুলো ৩.২৫ ফুট পুরু। বিশাল শিখর (শিখর), স্বর্ণ কলশ (সোনার পাত্র) এবং পতাকার ওজনকে সমর্থন করার জন্য গর্ভগৃহ (গর্ভগৃহ) দেয়ালগুলি ৮ ফুট পুরু। উপরন্তু, মন্দিরের বাইরের অংশে ৮৪টি প্যানেল শ্রী রাধা কৃষ্ণের প্রেমময় বিনোদন প্রদর্শন করে। মন্দিরের অভ্যন্তরে, রাধা কৃষ্ণ লীলা ঐশ্বরিক খেলা এবং ভগবান কৃষ্ণের অলৌকিক ঘটনা চিত্রিত অসংখ্য প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। বেদ ও পুরাণে রাধারানীকে 'কৃষ্ণবল্লভা', 'কৃষ্ণাত্মা' কৃষ্ণপ্রিয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যবুনা নদী বর্ষানার রাভেল স্থানটির পাশ থেকে বয়ে যেত। কৃষ্ণের জন্ম ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে, রাধারানীর জন্ম ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে। শাস্ত্র অনুসারে জন্মাষ্টমীর সঙ্গে রাধাষ্টমী ব্রত পালন করা হয়। কারণ রাধারানীর নাম সব সময় কৃষ্ণের আগে নেওয়া হয়। এ কারণে রাধাষ্টমীর দিন কৃষ্ণের পুজো-অর্চনারও গুরুত্ব রয়েছে। রাধাষ্টমীর দিন রাধার মন্ত্র এবং রাধা তত্ত্ব কথা শোনা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাধারানীর কথা শ্রবণ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সহায় হন। যে ব্যক্তি রাধারানীর পুজো করেন না, গোবিন্দের পূজা অর্চনায় তাদের অধিকার নেই। কথিত আছে, একসময় সূর্যদেব পৃথিবী ভ্রমণ করতে আসেন। সেই সময় পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি মন্দর পর্বতের গুহায় গভীর তপস্যায় মগ্ন হন। সূর্যদেব দিনের পর দিন তপস্যায় রত থাকায় পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্বর্গের দেবতারা তখন সৃষ্টি রক্ষার জন্য শ্রীহরির স্মরণাপন্ন হন। ভগবান বিষ্ণু সূর্যের সামনে এসে তার ধ্যান ভঙ্গ করেন ও তাকে বর দিতে চান। সূর্যদেব তাকে বলেন, 'আমাকে এমন একটি গুণবতী কন্যা দিন যার কাছে আপনি চিরকাল বশীভূত থাকবেন।' শ্রীহরি সূর্যকে বলেন যে পৃথিবীর ভার লাগবের জন্য তিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং বৃন্দাবনে নন্দালয়ে পালিত হবেন। সূর্যদেব সেখানে বৃষভানু রাজা হিসেবে জন্ম নেবেন। বৃষভানুর মেয়ে হিসেবেই জন্ম হবে শ্রীরাধিকার। একদিন রাজা বৃষভানু নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন হাজার সূর্যের আলোর মত এক জ্যোতির্ময় পদ্ম ফুটে আছে, যার মধ্যে এক ফুটফুটে শিশু কন্যা। ভগবান বিষ্ণু ধরাধামে এসে বিস্মিত রাজাকে জানালেন, রাজা বৃষভানু এবং তার স্ত্রী কীর্তিদা পূর্বজন্মে ভগবান বিষ্ণুর পত্নীকে কন্যারূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তার ফল স্বরূপ এই জন্মে রাজা স্বয়ং বিষ্ণুর পত্নীকে কন্যা রূপে পেয়েছেন। রাধা নামের ক্ষ্মরাক্ষ্ম শব্দটা রমন শব্দ থেকে এসেছে রমন শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ বর্ধনকারী। ক্ষ্মধাক্ষ্ম শব্দটা ধারন থেকে এসেছে যার অর্থ ধারন করা। যিনি আনন্দকে ধারন করে থাকেন তিনিই রাধা এবং আনন্দ হল শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাতত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। শ্রীমতি রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাংশ স্বরূপা, আবার তিনি মূল প্রকৃতি সৃষ্টির আধার। তাই এই পুরাণে শ্রীহরি স্বয়ং রাধারানীকে বলেছেন, দুধে যেমন সাদা রং মিশে থাকে, অনলে যেমন দৈহিক শক্তি বিরাজ করে, গন্ধ যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় করে অবস্থান করে, তেমনি শ্রী গোবিন্দ রাধারাণীর মধ্যে বিরাজ করছেন, তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। শ্রীমতি রাধারানী শ্রী কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এ যেন আধ্যাত্মিকতার আড়ালে এক অসামান্য প্রেম কাহিনি। প্রেমের সর্বোচ্চ উচ্চতায় মনের বন্ধহীন ডোরই যেন এখানে উপজীব্য। দীর্ঘ অসন্দর্শনে সখার মন আজ বিরহকাতর। প্রাণপ্রিয়াকে দেখার আকাঙ্খায় তাই শ্রী গোবিন্দের মন ক্ষত-বিক্ষত। ফিরে আসে যেন বৈষ্ণব পদাবলীর সেই পদ, 'সই কে বা শোনাইলো শ্যামনাম, কানের মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ ।' যমুনার জলে শরীর ধুয়ে সন্ধ্যাকাশে ঘরে ফিরেছে গোপীদের দল। ক্ষণিকের ঘন অন্ধকার কাটিয়ে সেই সুমধুর বাঁশির সুর। ওই তো শ্যাম, দিব্যকান্ত তার চেহারা। বৃন্দাবন আলোকিত। বাঁশির সুরে কি বিরহ কাতরতা শুধু 'রাধে রাধে'। ভগবান এই ধরধামে এসেছেন প্রেমের চিরন্থন তত্ত্বকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। রাধারানী যে পণ করেছেন যতক্ষন না শ্রী হারিকে দেখবেন ততক্ষণ চোখ খুলবেন না। জন্ম লগ্ন থেকেই রাধা-কৃষ্ণের যে চিরন্তন লীলা শুরু হল। রাধারানীকে রাজা বৃষভানু যখন স্ত্রী কীর্তিদার হাতে তুলে দিলেন তখনও শিশুকন্যাটি চোখ মেলছেন না। স্তম্ভিত ভীত রাজা বৃষভানু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এমন সময় নারদ মুনি রাজা বৃষভানুর কাছে এসে আনন্দ করতে বললেন। নারদমুনির কথা অনুযায়ী বৃষভানু উৎসবের আয়োজন করলেন। নন্দ মহারাজ গিরিধারী গোপাল সহ সপরিবারে সেই উৎসবে যোগ দিলেন । ব্রজনন্দন হামাগুড়ি দিয়ে রাধারাণীর কাছে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সামনে আবির্ভূত হতেই তিনি পৃথিবী দেখার জন্য তার চোখ খুললেন। তারা যে একই আত্মা। তাই যে শ্রী গোবিন্দের মুখে একটাই নাম 'রাধে রাধে', দীপলোকের কথামালা।

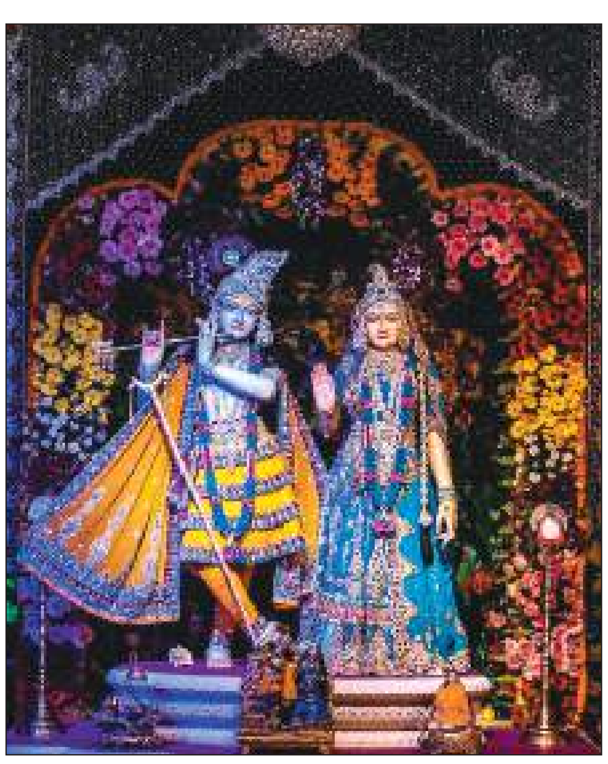

# পাথরচাপড়ির মাজার

**ডাঃ শামসুল হক**

বীরভূমের মহকুমা শহর সিউড়ি থেকে অতি পবিত্র সেই মাজারের দুরত্ব বারো প্রায় কিলোমিটার। সেখান থেকে মাজার পর্যন্ত আছে সরাসরি বাস যোগাযোগও ।আছে প্রাইভেট কার সহ যোগাযোগের অন্যান্য ব্যবস্থাও। রাজনগর থেকেও বাসযোগে সরাসরি আসা যায় সেখানে।

আলোচ্য সেই মাজার পাথরচাপড়ি, সকলের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত দাতা বাবার মাজার নামেই। স্থানীয় মানুষ জনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল , একসময় সুদূর ইরান থেকে আমাদের দেশে এসে এই পাথরচাপড়ি গ্রামকে তখন নিজের পছন্দের জায়গা হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। ধর্মভীরু একজন মানুষ হিসেবেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি এবং অনুরাগ থাকলেও অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতিও ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাও। শুধু তাই নয় , দয়া মায়া এবং মমতার মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেও সেইসময় তিনি সকলের কাছে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন। ছিলেন বড় একজন দাতাও। তাই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নামও। নিজের সঞ্চিত যা কিছু ছিল সবকিছুই তখন তিনি বিলিয়ে দিতেন দরিদ্রদের মধ্যে।

ধর্মকর্ম এবং অন্যান্য কাজের মাঝে তিনি আবার শুরু করেছিলেন চিকিৎসার কাজও। শোন যায়, নিজের গড়গড়া অর্থাৎ তামাক সেবনের পাত্রের মধ্যে সঞ্চিত ছাই এর সাহায্যে অনেক রোগীর যাবতীয় সমস্যার সমাধানও করেছেন। আর তার ফলে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গ্রামের ছোট বড় অনেকে ভীষণভাবে উপকৃতও হয়েছিলেন।

সেইসময় তাঁর সেই কর্মকাণ্ড দেখে পাথরচাপড়ি গ্রাম এবং পাশাপাশি অনেক গ্রামের মানুষজনও তাঁর খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আবার পাতাডাঙা নামক পাশের গ্ামের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও একসময় বিশেষ অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতি।

পাথরচাপড়ি এলাকায় মূলতঃ দাতা বাবা নামে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম সুফি শাহ মেহবুব। বিমলেন্দু বাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দাতা বাবার সমাজসেবা মূলক কাজের গতিও। তখন সেখানে গড়ে উঠেছিল একটা মাদ্রাসা। তার ফলে অনেক গরীব ঘরের সন্তান সন্ততিদের হচ্ছিল লেখাপড়ার সুব্যবস্থাও। সেই শিক্ষায়তনই এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আল আমিন মিশন নামে। পাশে স্থাপিত হয়েছিল একটা মসজিদও।

বাংলা পঞ্জিকার ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসের দশ তারিখে মৃত্যু হয় সুফী সাহেবের। আর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিবছর চৈত্র মাসের এই দশ তারিখে আয়োজন করা হয় বিশাল একটা মেলারও। কাগজে কলমে সেই মেলা তিন দিনের জন্য ঘোষিত হলেও তার স্থায়িত্বকাল কিন্তু আরও কয়েকটা দিন বেড়েও যায়। অনেক দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ হজির হন সেই মেলায়। বলা যেতে পারে সেই স্থানই তখন যেন হয়ে ওঠে বহু ধর্মের নিখাদ একটা মিলন ক্ষেত্রও।

দাতা বাবার সমাজসেবামূলক যাবতীয় কাজকর্মে ছিল হিন্দু মুসলমান সকলের সমান সহযোগিতাও। কারণ ১৯১৮ সাল থেকে সেখানে বিশাল যে মেলার আয়োজন করা হয় তাতে আছে সেই সময়ের বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, তথা তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের বিশেষ অবদানও। আবার আছে বর্ধমানের মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাবের ও প্রচুর অবদান। কারণ ১৯৩৩ সালে তাঁর দান করা জমি ব্যতীত কোনভাবেই পাথরচাপড়ি মাজারের এই চেহারা দেখা সম্ভব হতো না।

দিন যত এগিয়ে চলেছে আরও জমজমাট হয়ে উঠছে পাথরচাপড়ির মেলাও। মেলায় কয়েকদিন চলে বিশাল কেনাকাটার ধূমও। আর তাতে প্রশস্ত হয় অনেক মানুষের রুজি রোজগারের পথও।

মেলার কয়েকটা দিন প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয় বিশেষ পদক্ষেপ। ব্যবস্থা করা হয় সি.সি. টিভি ক্যামেরা। তাতে সুবিধাও মিলেছে প্রচুর। বিশেষ করে মেলার মধ্যে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের, বিশেষ করে ছোটদের খুঁজে বের করা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। আবার কেউ যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মেলার মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাদের চিহ্নিত করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং এখন অতি নিশ্চিন্তেই সকলে ঘুরে বেড়াতে পারেন সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণে এবং সেইসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন পরিপূর্ণ আনন্দও।